ডৈরেকটরেরা আমেরিকা দেশীয় অর্থাৎ অকলণ্ড জিয়র্জিয়া সি আইলেণ্ড এবং ডেমরেরা নামক স্থানস্থ তূলার বীচ তুলা পরিষ্কারের এক যন্ত্র সম্বলিত কলিকাতার চাষ বাটীতে ঐ সভার অধীনে প্রেরণ করেন অপিচ ১৮৩১ সালে তদ্রূপ বীচ আরো প্রেরণ করেন ঐ তুলার বীচ নানা দেশে রোপণার্থ কলিকাতার কৃষি সমাজ স্থানে২ প্রেরণ করেন তাহাই নানা দেশে রোপিত হইয়া যেমত ফলিয়া যে রূপ লভ্যকর হইয়াছে তাহার বিবরণ ১৮৩২ সালের আগষ্ট মাসের ঐ সভার বৈঠকে বিজ্ঞাপ্তি হয় যে তূলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকার শ্রীযুত উইলিস সাহেব এইমত কহেন যে কলিকাতার নিকটে শ্রীযুত হেষ্টি সাহেব পরনেম্বুকো নামক আসল বীচ যাহার মূল্য ৭॥ পেনি তাহাই পূর্ব্বোক্ত বীচের দ্বারা উৎপত্তিতে ৬॥ পেনী পর্য্যন্ত মূল্য হইয়াছে। দ্বিতীয়ত পশ্চিম দেশ হইতে শ্রীযুত হগিন্স সাহেব লেখেন যে আমেরিকা দেশীয় তূলার বীচ হইতে যে গাছ তদ্দেশে উৎপত্তি হইয়াছে তাহার শিম মূল্য বীচের শিমাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ এবং তাহাতে যেমত উত্তম তূলা জন্মিয়াছিল তাহা সভাতে পাঠাইয়া নিবেদন করেন যে সভ্যেরাই তদ্গুণে চাক্ষুস হইবেন। তৃতীয়তঃ টেবর দেশ হইতে তথাকার কমিস্যনর সাহেব লেখেন যে পরনেম্বুকা যাহা তিনি স্বাধীনেই তদ্দেশে রোপণ করাইয়াছিলেন তাহা তত্রস্থ লোকেরদের এত মনোরম্য হইয়াছে যে তাহাতে পুনর্ব্বার যে বীচ জন্মে তাহা যত কুড়াইতে পারিয়াছিল সে সমুদয়ই পুনর্ব্বার রোপণ করিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা যে ইহা এত প্রেরণ করিয়াছে তাহার কারণ এই কহে যে ইহাতে সার অধিক থাকে এবং তুলা শিম হইতে অবহেলেই ভিন্ন২ করা যায় এবং চারা শক্ত ও সবল ও বারমাস স্থায়ী হয়। চতুর্থত আমেরিকা দেশ হইতে আনীত সাগর উপদ্বীপে উৎপন্ন বীচ যাহা সিআই লেণ্ড নামক উপদ্বীপে জন্মান যায় তাহার নমুনা শ্রীযুত জেমস কিড সাহেব সভায় উপস্থিত করেন এবং তাহা দেখিয়া দর্শকেরা কহিলেক যে বঙ্গদেশে এপর্য্যন্ত যে তূলা জন্মিয়া সভার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সে সমুদয়াপেক্ষা ইহা উত্তম এবং এই সময়ে বরদেশে উৎপন্ন উত্তম তূলার যে তূলা ছিল তাহাপেক্ষা ইহার মূল্য তিনগুণ অর্থাৎ ১ সিলিং অবধি এক সিলিং দুই পেন্সি পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয়। পঞ্চমত সভায় চাষে ও তৎকালে বিদেশীয় বীচে তূলা জন্মাওনার্থে মহানুদ্যোগ হইতেছিল এবং ১৮৩২।৩৩ সালে তথায় •৪৭০০ পোন তূলা ও ১৪৪০০ পোন বীচ উৎপন্ন হয় তাহা উইলিস আষল কোংদ্বারা লিবরপুল নগরে প্রেরণ করা যায় তৎকালে সভ্যেরা এমত অনুমান করেন যে ঐ তূলা ন্যূনাধিক ৭ পেনির হিং পোন বিক্রয় হইতে পারিবেক ফলতঃ ও গড়ে প্রায় ৭ পেনির হিসাবেই পোন বিক্রয় হইয়াছে কারণ সেই সময়ে তূলার মূল্য তদ্দেশে অতি সুলভ ছিল নচেৎ এক্ষণকার ভাওয়ে তাহার প্রত্যেক পোন ৯ পেনি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে পারিত এমত সুখজনক সম্বাদ এদেশে আসিবা-মাত্রে অবশিষ্ট যে তূলা এখানে ছিল তাহা শ্রীযুত কোর্ট অফ ডাইরেকটরদিগকে সভা প্রেরণ করেন তাহা তন্মহাশয়েরা প্রাপ্ত্যনন্তর তদ্বিষয়ক যে সম্বাদ পাঠান তদ্দ্বারা আমারদের দৃষ্টি হইল যে অপলেণ্ড জিয়রজিয়ার সিটির তূলা প্রত্যেক পোন ২৫ পেন্স পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

ঐ রূপ বীচ ভারতবর্ষের স্থানে২ রোপিত হইয়া ক্রমে২ আরো মূল্যবান ও উত্তম হইয়াছে তাহা দর্শাইতে আমারদের পত্রে স্থান সঙ্কীর্ণ হওনাশঙ্কায় তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইলাম কিন্তু তদ্বিষয়ক ক্রমে২ যে উন্নতিপূর্ব্বক দর্শিত হইল বিবেচক লোকেরা তদ্দ্বারাই অনুভব করিতে পারিবেন যে তৎপরে ক্রমে২ অবশ্যই তূলা উত্তম উৎপন্ন ও তাহা মূল্যবান হইয়াছে। অপরন্ত অদ্যাপিও যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরেরা এবিষয়ে যথা সাধ্য উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা দর্শাওনার্থ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ ক্ষণেক মনোযোগ প্রার্থনা করি।

গত ফেব্রুআরি মাসের শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরদিগের এক পত্র যাহা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট সংপ্রতি আসিয়াছে তাহার প্রতিলিপি তত্রস্থ সেক্রেটরি শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব কৃষি বিষয়ক সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডাং ঙ্খাই সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছেন তদ্দ্বারা অবগতি হইল যে কোর্ট অফ ডৈরেকটরেরা এদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে বিলাতের ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দেশের দুর্ল্লভ ও আশ্চর্য্য চারা ও বীচ সকল ভারতবর্ষে রোপণার্থ প্রেরণ করিবেন এবং সংপ্রতি তাদৃশ কতক চারা ও বীচ যাহা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা শীঘ্র এইদেশে উত্তীর্ণ হওন প্রত্যাশা আছে যদ্যপিও সে সমুদয়ের নাম আমরা ঐ লিপির মধ্যে দৃষ্টি করি নাই তথাচ এই জানিলাম ঐ চারা ও বীচ আহারে এবং ঔষধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মিবে এবং আরো ঐ পত্রে উল্লেখিত আছে যে ১৬ প্রকার বীচ শ্রীযুক্তেরা বোম্বাইর গবর্ণমেণ্টের অধীনে পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাহা সাহরণ-পুরের উদ্ভিদ্বিদ্যার উদ্যানে রোপিত হয়। অপরন্ত কহিয়াছেন যে এদেশের যে সকল দুষ্প্রাপ্য চারা ও বীচ তদ্দেশে জন্মিতে পারে তাহা বিলাতে প্রেরণ করা যায়।

ভারতবর্ষের কৃষি কর্ম্মের প্রতি কোম্পানি বাহাদুর ও তাহারদের বিলাতীয় কর্ত্তারদের যে রূপ উদ্যম উপরে উল্লেখ করিলাম তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি ও সাহস পূর্ব্বক কহিতেছি যে তাহারা ভবিষ্যতে অল্প দিবসের মধ্যে বিলাতীয় দ্রব্য যাহা এদেশে দুষ্প্রাপ্য তাহা এখানে জন্মাইবেন এবং ভারতবর্ষের দ্রব্য যাহা তদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য তাহা তথায় জন্মাইবেন ইহাতে উভয় দেশের মহোপকার স্বীকার্য্য এই মহোপকার জনক কর্ম্মে ইংরাজ মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ ও সংস্রব আছে অতএব ইহার চারা যে লভ্য সম্ভব্য তাহার অংশী তন্মহাশয়েরাই হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি ফলতঃ তাদৃশ হইলে প্রাণ ধারণের যাহা প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য এবং ঔষধ যাহার অধিকার কেবল ইংরাজেরাই হইবেন তাহারদিগকে অবশ্যই গ্রহন করিতে হইবেক কিন্তু যদ্যপি ভারতবর্ষের লোকেরা ঐ সকল দ্রব্যের অংশি হইয়া তদ্বিষয়ে লাভাকাঙ্ক্ষা করেন তবে এক্ষণাবধিই কৃষি বিষয়ে মনোযোগ করুন অপরন্ত স্পষ্ট কথনাবশ্যক যে এই কৃষি কর্ম্ম কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরদের প্রথমত মনোযোগ হওয়া দুরূহ বোধ হইতেছে কেন না তাহারদের কর্ম্ম দ্বারা বোধ হইতেছে যে তাঁহারা কেবল চাকুরি ও ধনের ব্যাজই উত্তম বুঝিয়া তত্তৎপ্রতিই নির্ভরে অন্য বিষয়ে নিঃসম্পর্ক আছেন কিন্তু প্রদেশস্থ ভূম্যধিকারি

যাহারা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি অনেক নির্ভর রাখেন তাঁহারা কৃষি বিষয়ক সভার সভ্য হউন তবে অনায়াসে ঐ ভর্সার মধ্যে নানা দেশ হইতে আনীত বীচ ও চারা প্রাপ্ত হইয়া আপন২ ভূমিতে তাহাই উৎপন্ন করাইয়া ধন্য হইতে পারিবেন।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

( ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ )

নীলকর সাহেবেরদের সমাজ।—কলিকাতাস্থ বাণিজ্য সম্পর্কীয় কুঠি ও বাণিজ্যকারিরদের সমাজ ও ভূম্যধিকারি সমাজের ন্যায় কলিকাতায় নীলকর সাহেবেরদের এক সমাজ স্থাপন করণের কল্প হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে অন্যান্য সমাজস্থ ব্যক্তিরদের ন্যায় তাঁহারা ঐক্য হইয়া আপনারদের নিজ বিষয় রক্ষা করেন। এবং ঐ কল্পনাকারির-দিগকে এমত পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে যে এতদ্রূপ সমাজ স্থাপিত হইলে ভূমি ও নীল-গাছের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তি নীলকুঠিপতি সাহেবেরদের পরস্পর যে বিবাদ হইয়া রক্তপাতাদি হয় সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থ সালিসি কমিটি স্থাপন করা যায়। এতদ্রূপ কমিটি স্থাপিত হইলে যেমন উক্ত সমাজস্থ লোকেরদের উপকার তেমন সাধারণ দেশস্থ লোকেরদেরও উপকার।

( ২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬ )

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র।—উক্ত বাবু মেডিকেল কালেজের নিপুণতম সুশিক্ষিত ছাত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন ইনি ১ শত মুদ্রা বেতনে ও পথ খরচে মহিষাদলের রাজবাটীতে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহা কিছু দিন গত হইল হরকরা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল উক্ত যুবক ব্যক্তিকে তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু অধিক ব্যয় ভয়ে নিবৃত্ত হইয়াছেন। [ ইংলিশম্যান ]

( ২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬ )

নূতন ঔষধাগার।—যাঁহার বিদ্যা ও চিকিৎসা নৈপুণ্য বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম অর্থাৎ চিকিৎসা শিক্ষালয়ের একজন পূর্ব্বকার ছাত্র শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং ঐ কালেজের ইদানীন্তন ছাত্র বাবু গৌরীশঙ্কর মিত্র অনেক কালপর্য্যন্ত যে ঔষধালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন তাহা এইক্ষণে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং উক্ত মহাশয়েরা কাথ্রেল কোম্পানির সাহেবেরদের সাহায্যে উইঞ্জর নামক জাহাজের দ্বারা ইঙ্গলণ্ডদেশ হইতে নানাবিধ উত্তমৌষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় নিঃস্ব লোকেরা যে ইঙ্গলণ্ডীয় উত্তমৌষধ অনায়াসে প্রাপ্ত হন এই নিমিত্ত তাঁহারা কলিকাতাস্থ অন্যান্য ঔষধালয়ে ঔষধের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অল্প মূল্য স্থির করিবেন।

( ৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২ )

গোলাম ক্রয় বিক্রয়করণের দণ্ড।—কলিকাতার মধ্যে প্রায় অনেক লোক আছেন গোলাম ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন অতএব তাঁহারা গত ১৩ জুলাই তারিখে বোম্বাইতে ঐ ব্যাপার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তাহার নীচে লিখিতব্য বিবরণ পাঠ করিয়া নিতান্ত সাবধান থাকিবেন যে ঐ অপরাধেতে কিপর্য্যন্ত দণ্ড না হয়। ইহার পূর্ব্বে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করণেতে প্রায় অপরাধ ছিল না যে ছিল সে কিঞ্চিন্মাত্র। কিন্তু সংপ্রতি ঐ ব্যবসায় বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অতিশক্তাশক্তিরূপে নিষেধিত হইয়াছে। গোলামের স্থান উত্তরামেরিকা। এইক্ষণে যে কোন দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পতাকা উড্ডীয়মানা সেই দেশে কদাচ গোলাম থাকিতে পারে না। বোম্বাইর মোকদ্দমার বিবরণ এই যে।

মহম্মদ আমীন আবদুল রহিম এবং পীর খাঁ হাজি খাঁর নামে এই নালিস হয় যে বোম্বাই উপদ্বীপের সরহদ্দের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কাফ্রি এক বালক ও বালিকাকে বিক্রয় করেন শেষোক্ত ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন। এই মোকদ্দমাবিষয়ে অনেক লোকের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল যেহেতুক উভয় আসামী বিদেশীয় লোক এবং ঐ বালক বালিকা বিক্রয় হওনার্থ বোম্বাই শহরের মধ্যেই অপহৃত হইয়াছিল।

তাহাতে মহম্মদ আমীন এই উত্তর করিলেন যে এই বালিকাকে এক জন আরব বণিক আমার নিকটে আনিয়াছিল এবং আমি ঐ বালিকা পীর খাঁ হাজি খাঁকে এই নিমিত্তে বিক্রয় করিলাম যে তাঁহার নিকটে যে এক ছোকরা কাফ্রি থাকে তাহার সঙ্গে থাকিতে পারে।

পীর খাঁ হাজি খাঁ উত্তর করিলেন যে কান্দহার দেশীয় এক জন বাণিজ্যব্যবসায়ী আমি অশ্ব বিক্রয়ার্থ বোম্বাইতে আসিয়াছি। এই স্থানে পঁহুছনের কিঞ্চিৎ পরে ঐ মহম্মদ আমীন আসামী আমার নিকটে বালিকাবিক্রয়ার্থ প্রস্তাব করিলেন তাহাতে আমি ঐ বালিকাকে ক্রয় করিয়া নির্দ্ধার্য্য মূল্য দিলাম। আমার দেশে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম নহে অশ্বক্রয়বিক্রয় যেমন এক ব্যবসায় তদ্রূপই গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়। আমি ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা অনভিজ্ঞ ইহার পূর্ব্বে আর কখন বোম্বাইতে আসি নাই। আমার অপরাধ বটে কিন্তু ইঙ্গলণ্ডদেশীয় ব্যবহার ও আইন অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্তই তাহা হইয়াছে।

পরে অতিবিশিষ্ট দুই জন আরবীয় বণিক উপস্থিত হইয়া পীর খাঁ হাজি খাঁর শিষ্টতা বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিলেন যে ইনি কান্দাহার দেশজাত ব্যক্তি কেবল সংপ্রতি বোম্বাইতে আসিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে আর কখন এতদ্দেশে আইসেন নাই স্বদেশে ইনি এক জন ওমরা অতি প্রাচীন বড়মানুষের মধ্যে গণ্য এবং তাঁহার ঐ দেশে অন্যান্য ব্যবসায়করণে যেমন অনুমতি তদ্রূপ গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়েও আছে। তাঁহারা শপথ করিয়া কহিলেন যে ইনি অতি শিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি।

পরে জুষ্টীস শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব জুরীর সাহেবেরদের নিকটে সাক্ষ্যের দ্বারা উভয় আসামীর যে দোষ সাব্যস্ত হইল তাহার অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গুরুত্বলঘুত্বের মীমাংসা করিয়া জুরীরদিগকে কহিলেন যে এইক্ষণে ইহারদের অপরাধের নির্ণয়করণের ভার আপনারদের প্রতি।

তাহাতে জুরীর সাহেবেরা স্থানান্তর হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যাগতোত্তর কহিলেন যে উভয় আসামীই দোষী।

পরে শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব আবদুল আমীনের প্রতি কহিলেন যে ইনি ৭ বৎসর-পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর অর্থাৎ মরিচ উপদ্বীপে প্রেরিত হউন এবং পীর খাঁ হাজি খাঁ ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রম যুক্ত হরিন বাটীতে কয়েদ থাকুন।—গেজেট, জুলাই ১৫।

( ১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬ )

কলিকাতাস্থ ঠিকা বেহারা।—সম্প্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে কত ঠিকা বেহারা আছে তাহার এক হিসাব হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে ১১ হাজার কএক শত বেহারা আছে তাহারদের সংখ্যা চারি দিয়া হরন করিলে নগরের মধ্যে কত ঠিকা পালকি আছে তাহার সংখ্যাও অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ তাহা দুই হাজার ৫ শতেরো অধিক। এই বেহারারা প্রায় সকলই উড়িয়া ইহারা উপার্জ্জন করণার্থ কলিকাতায় আইসে এবং প্রচুর টাকা লইয়া দেশে ফিরে যায়। কএক বৎসর হইল হিসাব করা গিয়াছিল যে উক্ত বেহারারা প্রতিবৎসরে যত টাকা কলিকাতাহইতে লইয়া যায় তাহা ৩ লক্ষের ন্যূন নহে অতএব যদি প্রত্যেক জন বেহারা মাসে ২ টাকা করিয়া রোজকার করে তবে এই হিসাব প্রকৃত বোধ হয়।

( ৯ জানুয়ারি ১৮৩৬। ২৬ পৌষ ১২৪২ )

রাণীগঞ্জের কয়লার আকর।—আলেকজান্দর কোম্পানির ইষ্টেটসম্পর্কীয় রাণীগঞ্জের কয়লার আকর গত শনিবারে নীলামহওয়াতে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০০০০ টাকাতে তাহা ক্রয় করিয়াছেন। ঐ আকর পূর্ব্বে অত্যুৎসাহি জোন্স সাহেবের ছিল। ঐ সাহেব প্রথমেই এতদ্দেশে কয়লা বাহিরকরাতে ভারতবর্ষীয় লোকেরা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছেন।

( ১৬ জানুয়ারি ১৮৩৬। ৪ মাঘ ১২৪২ )

ফসল।—বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গদেশীয় ধান্যের ফসলসকলই এইক্ষণে প্রায় কাটা গিয়াছে এবং সকলই অবগত আছেন যে এই বৎসরে যেমন বাহুল্যরূপে ফসল জন্মিয়াছে প্রায় এমন বহুবৎসরাবধি হয় নাই। লোকের প্রাণধারণের এই প্রধান উপায় শস্য দূর২ দেশে কিরূপ

মূল্যে বিক্রয় হইতেছে তাহা অবগত হইতে পারা যায় নাই কিন্তু কলিকাতার সন্নিহিত ইতস্ততঃ প্রদেশে টাকায় ধান্য ৪ মোন এবং তণ্ডুল ২ মোন করিয়া বিক্রয় হইতেছে ইহাতে অস্মদাদির বোধ হয় যে পূর্ব্ব পঞ্চাশ বৎসরেও এতাদৃশ সুমূল্য হয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরা ঈশ্বরের এই দয়া শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অল্পকালীন রাজশাসনের সঙ্গে ঐক্য করিয়া এতদ্রূপে সাহেবের রাজ্যসময় চিরস্মরণীয় করিতে ইচ্ছুক আছেন। এতদ্রূপে তাঁহার নাম ও চরিত্র বর্ণনকরণ অত্যুপযুক্ত বোধই হইতেছে যেহেতুক কি দুঃখি কি সামাজিক লোকেরদিগকে ঐ শ্রীলশ্রীযুক্ত সাহেব যেমত টাকা বিতরণ করিয়াছেন সে রাজারই অনুরূপ বরং অতিরিক্তও কহিতে পারা যায় অতএব তাঁহার রাজ্যসময়ের বিষয়ে ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত উপযুক্ত কি কহা যাইতে পারে যে তাঁহার রাজ্যশাসন যে বৎসরে সে বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা জীবের জীবন শস্য অতিসুমূল্য ছিল। ঢাকার এক জন নবাবের বিষয়ে এমত কথিত হইয়াছিল যে শস্য সুমূল্য করিয়া তিনি একটা দ্বার বন্দ করিয়া এই হুকুম দিলেন যে আমার আমলের পর ইহাঅপেক্ষা যে নবাব আপন আমলে শস্য অধিক সুমূল্য করিতে পারিবেন কেবল তিনিই এই দ্বার খুলিতে ক্ষম হইবেন এ অত্যুত্তম কথা বটে এবং ইহার ভাবও নিয়ত লোকের স্মরণ রাখা উচিত।

( ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২৯ মাঘ ১২৩৯ )

বাণিজ্যবিষয়ক।—এতদ্দেশ উন্নতহওনের প্রধান কারণ বাণিজ্যকর্ম্ম ইহা অবশ্যই সর্ব্বজনকেই স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেননা এতদ্দেশীয় লোক পূর্ব্বে অর্থাৎ জবনাধিকারকালে বাণিজ্যব্যবসায় অত্যল্প করিতেন তাহার কারণ জাহাজের গমনাগমন ছিল না ইঙ্গরেজ রাজার অধিকারহওনাবধি অথবা কহ টুপিওয়ালা এদেশে আসিয়াছেনঅবধি সওদাগরির বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে সন্দেহ নাই কেননা ইঁহারদিগের আগমনেই জাহাজ দেখা গেল যে স্থানে জাহাজ যাইতে পারে সেইখানেই বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য হয় অতএব সওদাগরির উন্নতি ইঙ্গরেজাবাদাবধিই স্বীকার করিতে হয়। ঐ ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা বাণিজ্যকুঠী করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারা প্রায় অনেকেই অবসন্ন হইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় তজ্জাতির দ্বারা সওদাগরি কর্ম্মের কুঠীর বাহুল্য আর সংপ্রতি সম্ভবে না অতএব বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যাদির ভূম্যধিকারী অর্থাৎ জমীদার মহাশয়েরা আপন২ জমীদারীর মধ্যে যে২ দ্রব্যোৎপন্নের কুঠী ছিল সেই সকল দ্রব্যের কুঠী করিয়া বাণিজ্যকর্ম্ম করুন তাহাতে তাঁহারদিগের মহোপকার হইয়া দেশ উন্নত থাকিবেক যেহেতুক যে সকল কাপ্তান লোক এদেশে নানা দ্রব্য ক্রয়ার্থে আসিয়া থাকেন তাঁহারা যদি জানিতে পারেন যে পূর্ব্বমত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তবে তাঁহারা অবশ্যই আগমন করিবেন। যদি জমীদার মহাশয়েরা এমত বিবেচনা করেন যে ইঙ্গরেজ লোক সওদাগরি করিয়া দেউলিয়া হইয়া গেলেন আমরা তাহাতে কিপ্রকারে মুনাফা করিব। উত্তর এতদ্দেশীয় জমীদার লোক ঐপ্রকার বাণিজ্যকুঠী করিলে তাঁহারদিগের ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা

কখনই নাই লভ্যই প্রত্যাশা করা যায় তবে কর্ম্মের গতিকে কখন ন্যূন কখন অধিক লভ্যের বিষয়েই বিবেচনা হইবেক তৎ প্রমাণ যে সকল জমীদারেরা আপন২ অধিকারের মধ্যে নীলের কুঠী করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন লভ্যভিন্ন কদাচ ক্ষতি হয় নাই যে বৎসর তাঁহারদিগের নীল অল্প জন্মে অথবা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে সেই সনের হিসাব দৃষ্টি করিবেন ইঙ্গরেজ লোকের কুঠীতে যে ব্যয় হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ ব্যয়ে সেই-মত তৎপরিমিত দ্রব্য এতদ্দেশীয় লোককর্ত্তৃক প্রস্তুত হইতে পারে বিশেষ জমীদার লোকের···। যদি তাঁহারা ঔদাস্য বা আলস্যবশতঃ বাণিজ্যবিষয়ে মনোযোগ না করেন তবে তাঁহারদিগের কর আদায়হওনেরও ব্যাঘাত হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি বল পূর্ব্বে কি রাজকর আদায় হইত না। উত্তর বর্ত্তমান সময়ে যেপ্রকার ভূমিসকল হাসিল হইয়াছে পূর্ব্বে এমত ছিল না অনেক ভূমি পতিত ও রাজজঙ্গল ছিল এক্ষণে কাহার জমীদারীর মধ্যে তাদৃশ পতিত বা গরআবাদি জঙ্গল দেখাইতে পারিবেন বা তাহার এক প্রধান প্রমাণ পত্তনে তালুক। দেখ জমীদারের মুনাফাসুদ্ধ তাবৎ মালগুজারী সন২ আদায় করে অথচ পাঁচ গুণের ন্যূন নহে পণদিয়া পত্তনে তালুক লয় তারপর দরপত্তনে সে পত্তনে চাহার পঞ্চম পত্তনেপর্য্যন্ত তালুকদার হইয়াছে ইহার কারণ কেবল ভূমি হাসিলহওয়া নিশ্চয় জানিবেন অতএব সওদাগরির হিত হইলে এ তাবৎ পত্তনে উঠিয়া গিয়া পুনর্ব্বার জমীদারীমধ্যে রাইয়ত নূতন পত্তন করিতে হইবেক অতএব আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়াছি জমীদার লোক সওদাগরি করিলে দেশের পরম মঙ্গল নচেৎ কিঞ্চিৎকাল পরেই ছারখার হইবেক তৎপরে কলনাইজ অর্থাৎ এ মুলুক আবাদকরণার্থ নানা দিগ্‌দেশীয় লোক আসিয়া চাসবাস করিবেক এবং জমীদার হইবেক অধিক কি লিখিব।—চন্দ্রিকা।

( ২৭ আগষ্ট ১৮৩৬। ১৩ ভাদ্র ১২৪৩ )

গতবৎসরের কলিকাতার বাণিজ্য।—কলিকাতার বন্দরে যত দ্রব্য আমদানী হয় তদ্বিষয়ক এক গ্রন্থ কষ্টম হৌসের শ্রীযুত বেল সাহেব প্রতি বৎসর প্রকাশ করিয়া থাকেন। সংপ্রতি আমরা গত বৎসরের বাণিজ্য কার্য্যবিষয়ক তাঁহার রচিত হিসাবের গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহার যৎকিঞ্চিৎ স্থূল বিবরণ পাঠক মহাশয়েরদের গোচরার্থ দর্পণস্থ করিলাম···।

কলিকাতার বাণিজ্য পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। আমদানী ও রফ্‌তানীতে ন্যূনাধিক এক কোটি আশী লক্ষ টাকার অধিক বাণিজ্য হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য ত্যাগ করাতে ও বড়২ বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে বাণিজ্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইবেক ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ হইবে কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যে ঐ অনিষ্ট বিষয় তাবৎ শুধরিয়াছে। এইক্ষণে কলিকাতার বাণিজ্য যেমন বাহুল্যরূপে চলিতেছে এমন কখন দৃষ্ট হয় নাই। এবং পূর্ব্বে কেবল ৬।৭ কুঠী বড়২ ছিল কিন্তু সংপ্রতি ন্যূনাধিক ৫০।৬০ কুঠী হইয়াছে সুতরাং তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক কর্ম্ম পাইতেছেন। আমদানী দ্রব্যের

মধ্যে ইঙ্গলণ্ডহইতে ২২ লক্ষ টাকার অধিক দ্রব্য ও বোম্বাইহইতে ন্যূনাধিক ৯।১০ লক্ষ টাকার অধিক লবণ আমদানী হয় কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে পশমী বস্ত্রের আমদানীতে ৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। এবং ইঙ্গলণ্ডদেশজাত কার্পাসীয় বস্ত্রের আমদানী কএক বৎসরাবধি ক্রমে ন্যূনই হইতেছে কিন্তু তদনুক্রমে সূতার আমদানীরও বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার কার্পাসীয় সূতার আমদানী হয়। এতদ্দেশে সূতার আমদানী হইলেই তন্তবায়েরা তাহাতে কর্ম্ম পায়। কিন্তু কাপড়ের আমদানী হইলে তন্তবায় ও সূতাকাটনীয়ারা উভয় কর্ম্ম শূন্য হয়। আরো দেখা যাইতেছে যে এক্ষণে অনেকেই ইঙ্গলণ্ডীয় তাঁত ব্যবহার করিতে অনুরাগী। তন্তবায়েরা কহে যে আমারদের দেশীয় তাঁতে যত কর্ম্ম হয় ইঙ্গলণ্ডীয় তাঁতে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হয়।

আমরা খেদপূর্ব্বক লিখিতেছি যে গত দুই বৎসরের মধ্যে উগ্র সরাপ দ্বিগুণাপেক্ষাও অধিক আমদানী হইতেছে। গত বৎসরে সমুদ্রপথে যত টাকার উগ্র সরাপ আমদানী হয় তাহার সংখ্যা ৫,৫৭,৮৪৫। ইহাতে শঙ্কা হয় যে ঐ সরাপের অধিকাংশ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার হইতেছে।

গত বৎসরের মধ্যে কলিকাতার রপ্তানী দ্রব্যেতে দেড় লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে এতদ্দেশের কিপর্য্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে। গত বৎসরের রপ্তানী আফীন পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ৭০ লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে। গত বৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকার আফীন রপ্তানী হয় তৎসংখ্যা ২ কোটি টাকার ন্যূন নহে। রেশমী বস্ত্রের রপ্তানীরও অনেক বৃদ্ধি হইতেছে। এই রাজধানীর অধীন দেশে যত টাকার রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া রপ্তানী হয় তৎসংখ্যাও ৩২॥০ লক্ষ ইহাতে এই দেশে কত দরিদ্র লোকেরা কর্ম্ম পাইতেছে বিবেচনা করুন। কেহ২ অনুভব করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুর রেশমের বাণিজ্য ত্যাগ করাতে ঐ বাণিজ্যের ন্যূনতা হইবে কিন্তু বোধ হয় না যে তদ্রূপ হইয়াছে। ১৮৩৪ সালে কোম্পানি বাহাদুর ২০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনেরা ৯ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্র রপ্তানী করেন। গত বৎসরে কোম্পানি বাহাদুর ১১॥০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনেরা ২০ লক্ষ টাকার অধিকও রেশমী বস্ত্র রপ্তানী করেন। গত দুই বৎসরে রপ্তানী প্রায় তুল্যই হইয়াছে।

পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা নীল রপ্তানী গত বৎসরে দেড়া হয়। চিনির বাণিজ্যেরও কিঞ্চিৎ২ প্রাদুর্ভাব হইতেছে। পূর্ব্ববৎসরে ইঙ্গলণ্ডে ২২ লক্ষ টাকার ও গত বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকার চিনী রপ্ত হয়।

পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে এই রাজধানীর অধীন দেশস্থ কার্পাসের বাণিজ্য পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের হস্তে ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন তথাপি ঐ বাণিজ্যের উন্নতিই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ১৮৩৪ সালে সাধারণ মহাজনেরা চীন দেশে ২৭॥০ লক্ষ টাকার কার্পাস রপ্ত করেন গত বৎসরে যত রপ্ত হয় তাহার মূল্য ৪৪ লক্ষ টাকা।

( ১৪ জুলাই ১৮৩৮। ৩১ আষাঢ় ১২৪৫ )

বঙ্গদেশের বাণিজ্য।—বঙ্গদেশের সমুদ্রপথে আমদানী রপ্তানীর বিবরণের এক২ ফর্দ প্রতিবৎসরে শ্রীযুত বেল সাহেব প্রকাশ করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা আমরা ঐ বাণিজ্যের বৃদ্ধি বা হ্রাসের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারি। উক্ত সাহেব ১৮৩৭।৩৮ সালের বাণিজ্য বিষয় এইক্ষণে বার্ষিক এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে প্রায় অনেকেই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত এই প্রযুক্ত ঐ সাহেবের দ্বারা যে সকল বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করিতেছি।

গতবৎসরে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা মাল ও নগদ টাকাতে আমদানী ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু এই বৃদ্ধি টাকার আমদানীতেই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক গত বৎসরে নগদ কোটি টাকা এই দেশে আমদানী হয় বিশেষতঃ গত বৎসরে নগদে ও নিসে সর্ব্বশুদ্ধ আমদানী বাণিজ্য ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা হয়।

কিন্তু গতবৎসরে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ২০ লক্ষ টাকা কম রপ্ত হইয়াছে। এই ন্যূনতা-হওনের কারণ এই যে ইহার পূর্ব্ব বৎসরে আবশ্যকের অতিরিক্ত মাল এতদ্দেশহইতে দ্বৈধভাবে প্রেরিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা ভিন্ন দেশের বাজার মালেতে পরিপূর্ণ হইল তাহাতে মহাজনেরদেরও অত্যন্ত ক্ষতি হইল গতবৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ নগদে ও মালে যত টাকা এই দেশহইতে প্রেরিত হয় তৎসংখ্যা সাড়ে ৬ কোটি টাকা।

আমদানী ও রপ্তানীতে কোন২ জিনিসের উপর বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন অতএব তাহা নীচে জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

ইঙ্গলণ্ডহইতে গতবৎসরে তূলার কাপড় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা কম আমদানী হয় বনাত প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা এবং কোন২ ধাতু ৩ লক্ষ টাকা সরাপ সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা।

অন্যপক্ষে তামা দস্তা সীসা লোহাতে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা অধিক আমদানী হইয়াছে সুপারি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা সূতা ৩ লক্ষ টাকা চা ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা এবং সেগুন কাষ্ঠ লক্ষ টাকা।

রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে এই সকল জিনিস কম হইয়াছে রেশম ২৯ লক্ষ টাকা কার্পাস ১৯ লক্ষ টাকা রেশমী কাপড় ১১ লক্ষ টাকা তণ্ডুল পৌনে ৪ লক্ষ টাকা সোরা সওয়া ২ লক্ষ টাকা কার্পাস সূতা ও রেশম মিশ্রিত কাপড় ২ লক্ষ টাকা। চামড়া ও জুথ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তিল ও তিলতৈল ২ লক্ষ টাকা।

রপ্তানীর বৃদ্ধি প্রায় দুই দ্রব্যেতে হইয়াছে আফীন ৩২ লক্ষ টাকা চিনি ১৬ লক্ষ টাকা এবং বাউড়িয়ার কলেতে যে সূতা প্রস্তুত হয় তাহা পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার রপ্ত হয়।

আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে প্রতি বৎসরেই চিনির রপ্তানী অধিক হইতেছে ১৮৩৬।৩৭ সালে যত টাকার চিনি এই দেশ হইতে রপ্ত হয় তৎসংখ্যা ৫১ লক্ষ কিন্তু গত বৎসরে

তাহা ৬৭ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয় এই চিনির মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ইঙ্গলণ্ড দেশে রপ্ত হয়। অতএব ভরসা করি যে ইংঙ্গলণ্ডদেশে যত চিনির খরচ হয় তাহার অধিকাংশ এই দেশহইতে প্রেরিত হইতে পারে তাহা হইলে এতদ্দেশের মহোপকার হইবে।

আমরা শ্রীযুত বেল সাহেবের রিপোর্টের দ্বারা অবগত হইলাম আমদানী রপ্তানী জিনিসের দ্বারা সমূদ্র পথে গবর্ণমেণ্ট যে মাস্থল প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা এমত ভারি যে এই দেশের রাহাদারি মাস্থল রহিত করাতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি হয় নাই।

( ৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩ )

বাণিজ্য কার্য্যের রীতি পরিবর্ত্তন।—শুনিয়া আপ্যায়িত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ বণিক ও মহাজনেরা আপনারদের তাবৎ হিসাব কোম্পানির টাকাতে রাখিতে স্থির করিয়াছেন তেমনি ওজনের বিষয়ে আশী তোলার সেরের চল্লিশ সেরী যে নূতন মোন হইয়াছে ঐ মোন ব্যবহার করিতে স্থির করিয়াছেন। এইক্ষণে অপর যে এক প্রস্তাব হইয়াছে তাহা আমরা ভদ্র কহিতে পারি না। সকলই অবগত আছেন যে বহুকালাবধি এমত ব্যবহার আছে যে ভারি বিক্রয় হইলে নগদ টাকাতে হয়। তাহার বিলের উপরে তিন চারি মাসের মিয়াদ দেওয়া যায় কিন্তু সে নামমাত্র যেহেতুক ক্রেতাব্যক্তি সম্ভ্রম থাকুক বা না থাকুক জিনিস লওনসময়ে বিল ডিসকৌণ্ট করিয়া টাকা দেয়। তাহার এই ফল দৃষ্ট হইয়াছে যদ্যপি জিনিসের মূল্যের অনেক ন্যূনাধিক্য হইয়াছে তথাপি বোম্বাই ও শিঙ্গাপুর অঞ্চলে ধাতু ও কাপড়প্রভৃতি ব্যবসায়িরদের মধ্যে যেমন দেউলিয়া হইয়াছে তদ্রূপ কলিকাতায় হয় নাই অতএব কলিকাতার বাণিজ্য স্থির নিয়মানুসারেই হইতেছে। কিন্তু তথাপি ঐ রূপ হিসাব কিতাব বিলের ডিসকৌণ্ট ইত্যাদি অনর্থক করিতে হইত। সংপ্রতি এই নূতন নিয়ম হইয়াছে যে নীল ও অন্যান্য দুই এক দ্রব্য ডিসকৌণ্ট ব্যতিরেকে নগদ টাকাতেই বিক্রয় হইতে লাগিল। সকলেই বোধ করিতেন যে এমত সুনিয়মেতে সকলের সম্মতি হইবে। কিন্তু শুনিয়া বিস্মিত হওয়া গেল যে কোন২ কুঠী পূর্ব্বকার নাম মাত্র বিক্রয়েতে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবর্ত্তহইতে চাহেন কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য ইচ্ছা করেন যে তিন মাস মুদ্দত ও ডিসকৌণ্ট শতকরা ৮ টাকার অধিক হয় না।

( ১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—ইঙ্গরাজ কোম্পানী বাহাদুরের রাজ্যে লবণের ব্যবসা একচেটিয়া না রাখিলে মুলুকের খাজনা হয় না রাজ্যের শাসন ও প্রজার পালন আবশ্যক এজন্য একচেটিয়া রাখা উচিত। শুনিতে পাওয়া যায় বিলাতে অনেক সাহেবেরা এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন সে ভালুই। পূর্ব্বে শালিয়ানা পঞ্চাশ লক্ষ মোন নীলামে বিক্রি হইয়াও ব্যাপারির আড়ঙ্গে হইল। তখন ব্যাপারের নানা সুখ ছিল লবণ নীলামে খরিদ করিয়া ধরাট পাইয়া বিক্রী

হইত এমত দুই তিন হাত ফিরিলে সকলে কিছু২ পাইত। যে সকল ব্যক্তি লবণ ভাঙ্গিয়া লইয়া আড়ঙ্গে বিক্রী করিত তাহারা ওজন সরফা দরের তফাতি ওগয়রহ ব্যাপারে মুনাফা করিত। এখন সে সকল ব্যাপার তাবৎ লোপ হইয়া ভারি ব্যাপারির লাভের বিস্তর কমতা হইয়াছে দালালের রোজগার বন্দ হইয়াছে। নিরিক দর হওয়াতে খুজরা ব্যাপারির পক্ষে ভাল। কারণ যাহারদিগের ১০০০/ মোন খরিদ করিবার সামর্থ্য নাহি তাহারা অনায়াসে ২৫০/ মোন খরিদ করিয়া লইয়া মফঃসলে মুনাফা করে কিন্তু যাহারা তাহা অপেক্ষা গরিব তাহারদিগের কোন ভরসা নাই। অনেকে এমত আছে ৫০/ মোন হইলে খরিদ করিতে পারে কিন্তু তাহা কোম্পানির হুকুম নাই এজন্য পারে না। হিজলি তমলুকের নেমক মহলে এমত কটকিনা হইয়াছে যে সেখানে সরফা ওজন পূর্ব্বমত পাওয়া যায় না। ২৪ পরগনার ও যশোহরের অনেক ঘাট উঠিয়া গিয়াছে পরে ভাল কি মন্দ হয় বলা যায় না। ভলু চট্টগ্রাম এদেশী ব্যাপারির পৈটমত লবণ ভাঙ্গিবার আড়ঙ্গ নহে। সালিখা অতিভারি ঘাট এখানে হরেক রকম নমক মেলে কিন্তু যেপ্রকার দর চড়তা তাহাতে মুনাফা করা ভার এঘাটে পাঙ্গা ও করকচ সকল রকম আছে। কিন্তু বলা উচিত নহে গায়ের জালায় না বলিলেও চলে না। কটক বালেশ্বর ও খোরদায় পাঙ্গার ভাও ৪৬৪।৪৬৫। ৪৬৯। মান্দ্রাজে করকচের দর ৪০৫ টাকা নিরিক করিয়াছেন কিন্তু ঐ সকল নমক এওল দম সেম চাহরেম পঞ্চম আছে। গোলায় ছাড় রওয়ানা লইয়া গেলে ঐ সকল নমকের উপর প্রধান কর্ম্মকারকেরদের আলাহিদা দর অগ্রে অমুক বাবুর মারফত রফা হইলে তবে ওজন পাওয়া যায় নচেৎ ৫।৭ দিন ছাড় পড়িয়া থাকে। কিস্তির গহরিতে অনেক নোকসান হয় যে যেমন নমক তাহার মত বাট্টা না দিলে অতিময়লা নমক পাওয়া যায়। প্রধান কর্ম্মকারকেরদের বন্দবস্তি আলাহিদা২ দিতে হয় মুনাফা তফাত থাকুক উল্টা ক্ষতি হয়। ইহা ভিন্ন আর২ অনেক আমলাকে যে যেমন যোগ্য তাহাকে তেমনি দিতে হয়। করকচ ও পাঙ্গা নমকের পূর্ব্ব ও হালি আমদানির রকম পশ্চাৎ অবকাশমতে পরিষ্কার লেখা যাইবেক। কোন ব্যক্তি সৈন্ধব নমক তৌল হইলে বড় অহ্লাদিত হন। শুনা যায় তিনি যৎকিঞ্চিৎ বার্ষিক পাইয়া প্রধান-কর্ম্মকারক ও অমুক বাবুর নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন এথন তাঁহার প্রতি দিন২ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে ব্যাপারির প্রতি কড়া নজর রাখিলে তাঁহার কখন ভাল হইবেক না। বোর্ডের কোন ওয়াকিফহাল লোকদ্বারা শুনা আছে যে সন ১৮২৬ সালের জুন মাহায় বোর্ডের ও কৌন্সিলের হুকুম আছে যে ময়লা ফরসা জুদা বিক্রী হইবেক সুতরাং তাহার দর আলাহিদা হইবেক তবে সে হুকুম রদ হইয়া গোলার আমলারদিগের নূতন হুকুম বাহির হয় কেন। অতএব যদ্যপি ফরসা ময়লার নিরিক জুদা করিয়া দেন আর আড়াই শত মোনহইতে কম মেকদার করেন এবং আমলা লোকের জুলুমহইতে বাঁচান তবে গরীব ব্যাপারিরা কিছু কাল ব্যবসা করিতে পারে। ঘুসড়ির শীলন নমক সস্তা বটে কিন্তু আমলা লোকের খরচায় সস্তা ঘুচিয়া উল্টা উৎপত্তি হয়। জুলাই মাহায় সাল বিবেচনায় দর কমিবেক কিন্তু এক গুদামে তিন চারি সালের লবণ মিশাল থাকে যে যেমত বাট্টা

দিবেক তাহাকে তেমনি লবণ দিবেন এবং হালের লবণ ৮০ সিকার ওজন পাইলে কি সস্তা পড়িবেক লাটেকে ২৫/ মোন কমতা।—পূর্ব্বে মহাজন এইক্ষণে দালাল।

( ১৮ মার্চ ১৮৩৭। ৬ চৈত্র ১২৪৩ )

এতদ্দেশীয় উত্তম কার্পাস জন্মান।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উৎকৃষ্ট আমেরিকীয় কার্পাস উৎপাদনার্থ শ্রীযুত কর্ণল কালবিন সাহেব যে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে এইপর্য্যন্ত কার্পাস জন্মানের যে সকল উদ্যোগ ও পরীক্ষাদি হইয়াছিল তাহাতে তাদৃশ ভরসা ছিল না যেহেতুক সাধারণ ব্যক্তিরদের বোধ ছিল যে উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ এতদ্দেশে বপন করিলে ক্রমে এমত মন্দ হইয়া যাইবে যে পরিশেষে তাহা অত্যপকৃষ্ট কার্পাসের তুল্য হইবে। কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত কালবিন সাহেব আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটিকে আমেরিকাহইতে আমদানী করা বীজজাত পঞ্চমবর্ষীয় কার্পাস প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ কার্পাস সোসৈটির কএক জন সুবিজ্ঞ মেম্বরেরদের নিকটে উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনার্থ প্রেরণ করা গিয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়র [ Dr. Speirs ] সাহেব সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে এতদ্দেশীয় উৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষা তাহার আঁশ কিছু লম্বা আছে কিন্তু তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ২ ছোট আঁশের কার্পাসও আছে তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল কালবিন সাহেব কহিলেন যে এই কার্পাস যাহারা তুলিয়া থাকে তাহারা কিছু২ দেশীয় কার্পাসও ইহাতে মিশ্রিত করিয়াছিল। ফলতঃ শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়র সাহেব কহিলেন যে ক্ষুদ্র আঁশের কার্পাস ব্যতিরেকে আর২ কার্পাসের আঁশ আমেরিকীয় কার্পাসের আঁশের তুল্য লম্বা সূক্ষ্মাংশও তুল্য কিন্তু কিঞ্চিৎ কম জোর। শ্রীযুত উলিস সাহেব লেখেন যে ইহা নিতান্ত অপ্রাপ্ত জর্জিয়া কার্পাস এবং উত্তরামেরিকার উৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষাও উত্তম এবং তাঁহার বোধ হয় যে পশ্চিম প্রদেশে যে সামান্য কার্পাস জন্মে তদপেক্ষা এই কার্পাসের শতকরা ২০।২৫ টাকা অধিক মূল্য ইঙ্গলণ্ড দেশে হইতে পারে।

ওটাহিটার অত্যাশ্চর্য্য বৃহৎ ইক্ষু শ্রীযুত শ্লিমন সাহেবের উদ্যোগে জবলপুরে উত্তমরূপ জন্মিয়াছে এবং এইক্ষণে পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপিয়া ক্রমে২ তাহার কৃষি হইতেছে। এতদ্দেশীয় কৃষাণেরা তাহা বহুমূল্য জ্ঞান করে যেহেতুক দেশীয় সাধারণ ইক্ষু অপেক্ষা তাহাতে অধিক প্রাপ্তি হয় অতএব ভরসা করি যে এইক্ষণে এই অত্যুৎকৃষ্ট ইক্ষু তাবৎ পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপ্ত হইবে। এবং এতদ্দেশীয় চিনির উপরে ইঙ্গলণ্ড দেশে যে ভারি মাসুল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা উঠিয়া যাওনেতে এতদ্দেশজাত চিনি অত্যাধিক্যরূপে ইঙ্গলণ্ড দেশে বিক্রয় হইতে পারিবে।

( ২৬ নভেম্বর ১৮৩৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ )

কার্পাসের কৃষি।—বোম্বাইর শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পুণ্যনগর জিলা ও সোলাপুরের ডেপুটি কালেক্টরের এলাকার মধ্যে ও আহম্মদনগর জিলার মধ্যে কার্পাসের কৃষির বাহুল্যকরণেচ্ছু হইয়া এমত হুকুম দিয়াছেন যত ভূমিতে জলসেচন হউক বা না হউক

বর্ত্তমান বৎসরে এবং তৎপরে পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ ফসলী ১২৫১ সালপর্য্যন্ত তাহার রাজস্ব লওয়া যাইবে না।

( ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ২৭ ভাদ্র ১২৪৩ )

কলিকাতায় নূতন গুদামবাটী নির্ম্মাণ।—বহুকালাবধি কলিকাতাস্থ বাণিজ্যকারিরদের এমত বাসনা আছে যে কলিকাতার বন্দরে দ্রব্য ন্যস্ত রাখণার্থ গুদাম বাটী নির্ম্মিত হয়। এবং যে সকল দ্রব্য পুনর্ব্বার রফ্তানী হওন অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা বিনা মাস্থলে ঐ গুদামযাতকরণ ও তাহাহইতে বহিষ্করণার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন। ইহাতে কলিকাতার বাণিজ্যবিষয়ে অবশ্যই অধিক উৎসাহ জন্মিবে। কিন্তু তদ্বিষয় সফল করণার্থ ইহা আবশ্যক হইবে যে পুনশ্চ রফ্তানী হওনার্থ যে সকল দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের এক জন কর্ম্মকারকের অধীন থাকে। তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্ট হইবে যে এতদ্রূপে বিনা মাস্থলে যে সকল দ্রব্য আমদানী হয় তাহা বাজারে গোপনে বিক্রয় হইতে পারিবে না। অতএব তৎপ্রযুক্ত বড় এক গুদাম বাটী প্রস্তুতকরণ আবশ্যক হইবে। কিয়ৎকালাবধি এই বিষয় বাণিজ্যসমাজের বিবেচনাধীন আছে। সংপ্রতি ঐ গুদাম গাঁথানের যে প্রকার নকশার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা এই যে ঐ গুদাম বাটী ক্লাইব স্ট্রিটনামক রাস্তাবধি গ্রথিত হইয়া গঙ্গাতীরস্থ রাস্তাপর্য্যন্ত ৫৫৬ ফুট দীর্ঘ এবং গঙ্গার সম্মুখ দিগে ২০০ ফুট প্রস্থ হইয়া তন্মধ্যে পঞ্চ শ্রেণী গুদাম এমত হইবে যে প্রত্যেক গুদাম ৪৮ ফুট চৌড়া হইতে পারে। অধিকন্তু তাহা দোতালা করণার্থ প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার নীচের তালা ১৯ ফুট উপর তালা ২৪ ফুট উচ্চ হইবে এবং তাহার স্তম্ভ ও কড়ি সকল লৌহময় করা যাইবে। ঐ বাটী নির্ম্মাণার্থ ৪ লক্ষ টাকারো বরং অধিক লাগিবে এমত অনুমিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যস্থ কুঠরীতে ৫৪,০০০ টন অর্থাৎ ১৬ লক্ষ মোনেরো অধিক মাল থাকিতে পারিবে।

( ১৮ মার্চ ১৮৩৭ । ৬ চৈত্র ১২৪৩ )

ধন প্রাপণার্থ মৃত্তিকাখনন।—সকলই অবগত আছেন দিল্লীনগরের আট অংশের একাংশ লোকেরদের এতদ্রূপে দিনপাত হয় যে ঐ সকল লোক স্ব২ গৃহহইতে অতিপ্রত্যূষে গিয়া দিল্লীর প্রাচীন২ ভগ্ন অট্টালিকা স্থান খনন করিয়া যাহা পায় তাহা লইয়া দিবাবসানে গৃহে আইসে এবং যদ্যপি তাহারা তাহাতে ধনী না হউক তথাপি অনায়াসে গুজরান করিতে পারে কিন্তু কখন২ এমত বহুমূল্য বস্তুও পায় যে তদ্দ্বারা একেবারে ধনী হয়।—দিল্লী গেজেট।

## শাসন

( ৩০ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৮ )

হিন্দুদিগের দুরদৃষ্ট বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি পাঠকবর্গ অবশ্যই পাঠ করিবেন প্রথম হিন্দুরাজা রাজ্যচ্যুত হওয়াতে রাজনীতির ব্যতিক্রমে ধর্ম্ম[কর্ম্ম] রীতি বর্ত্ম সকল ছিন্নভিন্ন হইল পরে

যবনরাজার অধীন হইয়া কালযাপন করেন তাহাতে যে প্রকার দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কতকত পুস্তকাদিতে বর্ণিত আছে এবং অস্মদাদিকর্ত্তৃকও বহুতর বর্ণনা হইয়াছে তাহা প্রায় তাবতেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ হিন্দুস্থানে প্রায় শাস্ত্র লোপ পায় বঙ্গদেশে কিঞ্চিৎ ছিল বিষয়ি লোক কিতাবৎ আর পারসী ব্যবসায়ী হন এবং হাকিমের কদমবোসী অর্থাৎ পদচুম্বন করিয়াছেন হিন্দুদিগকে দীন হীন ক্ষীণ করিলে পর তাঁহারদিগের রাজ্য অবসান কালে একেবারে ধর্ম্ম কণ্টক হইয়াছিলেন তজ্জন্য এতদ্দেশীয়েরা পরস্পর কহিতেন ধন মান যায় যাউক ধর্ম্ম রক্ষা কর২ হিন্দুস্থানের লোকেরা কহিত বাবা ধরম্ রাখ্২ ।—

এই ভয়ানক সময়ে মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তি ইংলণ্ডাধিপতির এপ্রদেশ অধিকার হইবায় কেমন হইল যেমন তৃণকাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহদাহ হইতেছে এমত সময়ে ঐ গৃহোপরি মূষলধারে বারি বর্ষণ হইলে ঐ গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের যেপ্রকার আনন্দ হয় তাহা বিবেচনা করিবেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সকল দূর হইল প্রজার ধন হইলে প্রকাশ করিবার শঙ্কা নাই নানাবিধ বাণিজ্য ব্যবসায়ে কালযাপন হয়। রাজা কে কখন কেহ দেখে নাই লোকেরদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল রাজার নাম শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পল্লীগ্রামে অদ্যাপি অনেক লোকের এমত বোধ আছে এজন্য সদ্বিচারাদিতে সুখপ্রাপ্ত হইলেই কহে কোম্পানির জয় হউক এবং ধার্ম্মিক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের উচিত কর্ম্ম প্রতিদিন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন তাঁহারা অদ্যাপিও কহিয়া থাকেন কোম্পানি দীর্ঘায়ু হউন আমারদিগের দেশে কোম্পানি বাহাদুর চিরদিন রাজত্ব করুন—

যদ্যপিও কোম্পানি ইজারাদার বটেন কিন্তু রাজার ন্যায় প্রজাদিগের পালনের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন কাহারও ধর্ম্ম হানি না হয় স্বস্বধর্ম্ম যাজনপূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম বা রাজাদি দত্ত বিত্তভূমি ভোগ করত কালযাপনের কোন বাধা জন্মান নাই এবং বিদ্যাচর্চ্চা যাহাতে হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ইহাতে সকলেই সুখী অপর বর্ত্তমান গবরনর জেনরল শ্রীশ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের এপ্রদেশে শুভাগমন হইলে জনরব হইল যে এ বড় সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে পরম দয়ালু যাহাতে ইহারদিগের ধন মানের বৃদ্ধি হয় তাহা করিবেন তাহার প্রমাণো কতক২ দেখা [শুনা] গিয়াছিল। প্রথমতঃ প্রকাশ হয় যাহার ইচ্ছা বড়-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ইহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অতি কঠিন ছিল অর্থাৎ অত্যল্প লোকের সহিত বড়সাহেবের দেখা হইত এবং ইংরাজের অধিকারাবধি নিষেধ ছিল এতদ্দেশীয় হিন্দু কিম্বা মোছলমান পালকী ইত্যাদি যানারূঢ় হইয়া গড়ের মধ্যে গমন করিতে পারিতেন না শ্রীশ্রীযুতের অনুজ্ঞামতে এক্ষণে অনায়াসে যানবাহনারোহণপূর্ব্বক সকলেই গমনাগমন করিতেছেন। অপর শুনা গিয়াছে যে এতদ্দেশীয়দিগকে জজের কর্ম্মে ভারার্পণ করিবেন বিশেষ বেতনও দিবেন ইত্যাদিরূপ কত প্রকার দয়ার কথা উত্থিত হইয়াছে—

অভাগা হিন্দুদিগের ভাগ্যহেতুক ঐ পরম দয়ালু কোম্পানি বাহাদুর একেবারে নির্দয় হইয়া নিষ্কর ভূমির উপর করস্থাপনের আইন করিলেন ইহাতে লোকেরদিগের কি পর্য্যন্ত ধনহানি

হইবেক তাহা বিবেচনা কে না করিতে পারিবেন ধনের ব্যাঘাত পরেই ধর্ম্মহানির সূত্রপাত করিলেন অর্থাৎ সতীধর্ম্ম একেবারে লোপ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন— ...

( ১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮ )

শ্রীশ্রীযুতের শেষ ঘোষণা।—সুপ্রিম কৌন্সেলে সম্প্রতিকার এক ঘোষণার দ্বারা এই হুকুম হয় যে উত্তর কালে সৈন্যেরদের গমনাগমনে যখন কোন শস্যাদির হানি হয় তখন সেনাপতি সাহেব তৎক্ষণাৎ যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়া পরে সরকারী হিসাবে তাহা তুলিয়া দিবেন।

( ৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০ )

এতদ্দেশীয় আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক।—অতিবিশ্বাস ও সম্ভ্রম ও লাভের পদ এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে প্রদানকরণের দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ কি পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা আছে তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত থাকিবেন। সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ডেপুটি কালেক্‌টর ও প্রধান সদর আমিনপ্রভৃতির কর্ম্মে নিযুক্ত করাই গবর্ণমেণ্টের সুমানসের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। এইক্ষণে আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক আমারদের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের পরমশিষ্ট ও দয়ালু পরমহিতৈষিতার অন্য এক চিহ্ন আমরা প্রকাশ করিতেছি। সৈন্যেরদের প্রতি সংপ্রতি যে এক আজ্ঞা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীযুত হুকুম দিয়াছেন যে চিকিৎসাসম্পর্কীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরা সুশিক্ষিত হইয়া পরীক্ষায় উত্তম সর্টিফিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ৫০ অবধি ১০০ টাকাপর্য্যন্ত করিয়া বেতন প্রাপ্ত হইবেন এবং বেতনের বৃদ্ধিও তাঁহারদের সদ্‌গুণানুসারে হইবেক।

( ৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ )

অচিহ্নিত কর্ম্মকারিদিগকে প্রধান২ রাজকীয় পদে নিযুক্তকরণের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। বাবু দুর্গাচরণ রায় যিনি পশ্চিম বর্দ্ধমানে সদরঃসদুর ছিলেন তিনি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ২৫ অক্তোবরে সির্বিল শেষণ জজের চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম আইসে সেপর্য্যন্ত ভার পাইয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় লোকের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে এতদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত আছি। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের স্নেহ পাইবেন কারণ তাঁহারদিগের গুণের আদর শিক্ষাইবার এবং গুণ অবজ্ঞেয় বস্তু নহে ইহা দর্শাইবার এই যথার্থ উপায় ইহার স্বাভাবিক ফল এই তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন এবং যথার্থ বুঝিলে পর অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিবেন যাহাতে তাঁহারদিগের অবস্থা শোধন হইতে পারিবেক। —জ্ঞানান্বেষণ।

( ৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২ )

লেজিসলেটিব কৌন্সেলের অতিস্মরণীয় কার্য্য অর্থাৎ রাহাদারি মাস্থল উথাপনের চিরস্মরণার্থ গত বৃহস্পতিবার সায়ংকালে এতদ্দেশীয় কতিপয় বরিষ্ঠ যবিষ্ঠ কর্তৃক [ চোরবাগানে ] জ্ঞানান্বেষণ ব্যাপারালয়ে এক ভোজ সম্পন্ন হয়।

( ২৯ অক্টোবর ১৮৩৬। ১৪ কার্ত্তিক ১২৪৩ )

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এক্ষণে ইংরাজদিগের মধ্যে এমত নিয়ম হইয়াছে যে তাঁহারা হিন্দুদিগের পূজা সময়ে নাচ দেখিবার আহ্বানে তদভবনে গমন করিবেন না অনুমান করি এনিয়ম বৃথা নহে যেহেতু এ বৎসরে প্রায় ইংরাজেরা কোন স্থানে যান নাই...।...পূর্ব্বে চিরকাল রীতি ছিল এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগকে বড় দিনের সময়ে এবং অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে ডালি বা সওগত দিতেন লার্ড বেন্টীঙ্ক বাহাদুরের আইন হইয়া তাহা রহিত হইয়াছে যদি বল সে আইন কেবল সিবিল মিলেটরীর উপর মাত্র এস্থলে আমারদিগের সেইমাত্র প্রার্থনা কেননা উকীল কৌন্সেলীকে বাটীতে লইয়া যাওয়া কাহারো দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে আর সওদাগর সাহেবেরা বাটীতে গেলেও কেহ আপনার শ্লাঘা জ্ঞান করেন না আর আইন হইলে একটা ধারা পড়িয়া যায় সেইমতে সকলে চলে তাহারও প্রমাণ ডালি দেওয়ার বিষয়ে দেখা যাইতেছে।

( ২৬ নভেম্বর ১৮৩৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ )

বোম্বাইস্থ গর্ভিণী স্ত্রীরদের মাস্থল উঠান।—সংপ্রতি মফঃসলের এক পত্রে লিখিত হইয়াছে যে বোম্বাইতে গর্ভিণী স্ত্রীরদের উপর মাস্থল আছে বোধ হয় ইহা সত্য না হইবে। ফলতঃ ঐ রাজধানীর মাস্থল অতিঅসঙ্গত বটে। সংপ্রতি পুণ্যনগরে এক ইশতেহার জারী হইয়াছে তাহাতে ঐ শহরের মধ্যে এইপর্য্যন্ত যে কএক ক্ষুদ্র বিষয়ে মাস্থল লাগিত তাহা রহিত হইয়াছে এমত লেখে। তদ্দ্বারা কোন্২ বিষয়ের উপর মাস্থল ছিল তাহা অবগম হইল। যাহার২ মাস্থল উঠিয়াছে সে এই চাউল ঝাড়িয়া কুঁড়া বাহিরকরণে এবং বিবাহে বাদ্যাদি লইয়া পথে২ গাড়েলনামক এক প্রকার গীত গাওয়াতে এবং ডাকনামক পূজা অর্থাৎ প্রেতেরদিগকে গুহ্যবিষয় প্রকাশকরণার্থ উৎসবকরণে এবং ত্বক্‌ছেদে ও বিবাহে ও রাত্রিজাগরণে ও মেষচ্ছেদন ইত্যাদি বিষয়ে এবং আর২ যে বিষয়ে মাস্থল লাগে তাহা লিখনের যোগ্য নহে তাহার মাস্থল উঠেও নাই। কিন্তু ইহা মনে করিতে হইবে যে পূর্ব্বকার মহারাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয়-সকলে মাস্থল বসাইয়াছিলেন এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলেও এইপর্য্যন্ত বজায় ছিল। কেবল এইপ্রকার ক্লেশজনক ২৬টা বিষয়ের মাস্থল রহিতহওয়াতে তত্রস্থ লোকেরদের পরম সুখ হইয়াছে।

( ২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ )

এতদ্দেশের তত্ত্ব। শ্রীযুত দায়েরসায়েরী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।—ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি প্রদেশের মধ্যে দেশীয় তত্ত্বনির্ণায়ক রিপোর্ট প্রস্তুতকরণার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন। অতএব বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে সরকারী অন্যান্য কর্ম্মকারকেরদের ন্যায় আপনি এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন।

২। এতদ্রূপে দেশীয় তত্ত্ব নির্ণয়ের ভার চিকিৎসক সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইল অতএব আপনার অধীন তাবৎ কর্ম্মকারকেরা ঐ সাহেবেরদের প্রতি সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।

৩। রেবিনিউ ও মাজিস্ত্রেটী সম্পর্কীয় সাহেবেরদের বহুতর কার্য্য থাকিতে যে তাঁহারা উক্ত অভিপ্রেত সিদ্ধার্থ কিঞ্চিৎ২ সময় দিতে পারিবেন শ্রীলশ্রীযুত এমত অপেক্ষা করেন না কিন্তু শ্রীযুক্তের এই মাত্র ইচ্ছা যে যে সাহেবেরা দেশীয় তত্ত্ব লওনে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাগজপত্র দেখিতে দেন এবং এতদ্দেশীয় আমলারদের কর্তৃক সাহায্য প্রাপণার্থ তাঁহারদের প্রতি পরওয়ানা দেন এবং জমিদার ও এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি ব্যক্তিরদের প্রতি সোপারিশ লেখেন যে তাঁহারা ঐ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিষয়ে শীঘ্র সুফল হয় এতদর্থ তাঁহারদিগকে সুপরামর্শ দেন। শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বিলক্ষণ অবগত আছেন যে বঙ্গাদি প্রদেশে এতদ্রূপ দেশীয় তত্ত্ববিষয়ক সম্বাদ পাওয়া অতিদুষ্কর কিন্তু তিনি এমত বিবেচনা করেন যে অতিবিজ্ঞ জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন২ আমলারদের স্থানে এমত সম্বাদ প্রাপ্তিসম্ভাবনা যে তদ্দ্বারা এই অভিপ্রায় সিদ্ধির সুযোগ হইতে পারে। জমিদারেরদিগকে বিশেষ জ্ঞাপন করিতে হইবে যে এতদ্রূপ তত্ত্ব লওন দেশের পরম মঙ্গল ও হিতজনক হইবে। এবং তাহার এক মুখ্যাভিপ্রায় এই দেশের মধ্যে রোগের ন্যূনতা হয় জমিদারেরদিগকে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় বিশেষ না জানাইলে কি জানি তাঁহারা এইরূপ তত্ত্ব লওনের বরং ব্যাঘাতকও হইতে পারেন।

৪। এতদ্দেশের তত্ত্ববিষয়ক বিদ্যা এইক্ষণে প্রায় দুর্লভ সুতরাং তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান ক্রমে২ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত এমত বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র অন্বেষণ করিলে এবং বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিরদের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে এবং গ্রাম্য হিসাব ও বাজার হারের রেজিষ্টর ও চৌকিদারের টাক্সের হিসাবপ্রভৃতি তজবীজ করিলে তদ্দ্বারা এমত উপায় পাওয়া যাইবে যে নীচে লিখিতব্য হারের অনুসন্ধান বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে।

১। লোকসংখ্যা।

২। লোকের আহারের অপ্রতুল বা সুপ্রতুলের কারণ ও ফল।

৩। দরিদ্র লোকেরদের আহওয়াল অর্থাৎ উপজীবিকা প্রভৃতি।

৪। মজুরেরদের বেতন।

৫। অপরাধের নিমিত্ত কারণ।

৬। লোকসংখ্যানুসারে মৃত্যুসংখ্যা।

৭। সামান্যতঃ বিবাহেতে কত সন্তানোৎপত্তি। জিলার পরিমাণ ও ভূমির উর্ব্বরানুর্ব্বরাত্ব। লোকের আচার ব্যবহার। হিন্দু ও মোসলমান প্রভৃতির জাতীয় সংখ্যা।

৮। এই সকল বিষয়ে আপনি ও আপনার অধীন কর্ম্মকারকেরা মনোযোগ না করিলে কিছু স্থিরহওনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি অবশ্য অবগত হইতে পারিবেন যে আপনার অধীন যে সকল প্রজালোক আছে উক্তপ্রকার দেশীয় নানা তত্ত্ববিষয়ক বিবেচনার দ্বারা তাহারদের নিতান্ত মঙ্গল হইবে। অতএব শ্রীলশ্রীযুত নিঃসন্দেহই এমত বিবেচনা করিতেছেন যে এতদ্রূপ হিতজনক গুরুতরবিষয়ক তত্ত্ব লওনে আপনি সাধ্যানুসারে উদ্যোগী হইবেন।

ফোর্ট উলিয়ম ২৫ আপ্রিল ১৮৩৭। স্বাক্ষরীকৃত রস ডি মাঙ্গলস

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

( ১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আষাঢ় ১২৪৪ )

গৃহ নির্ম্মাণবিষয়ক নূতন আইন।—উত্তরকালে কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ অর্থাৎ অদহনীয় দ্রব্যেতে গৃহ আচ্ছাদন করিতে হইবে ঐ আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য সপ্তাহদ্বয় হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছি তাহা এইক্ষণে লেজিসলেটিব কৌন্সেলে জারী হইয়া চলিত হইয়াছে। এবং নবেম্বর মাসের পরঅবধি করিয়া কোন ব্যক্তি ঘর বাটী বা উপবাটী নির্ম্মাণ করিবে তাহা যাহাতে শীঘ্র অগ্নি না ধরিতে পারে এমত বস্তুর দ্বারা করিতে হইবে।

( ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২৯ ভাদ্র ১২৪১ )

...শ্রীযুক্ত ডেবিড ক্রেমিকেল স্মিথ সাহেব সাবেক সেসন জজ ধর্ম্মাবতারের বিচারে রাধা সরদারের বিধিমত দুশ্চরিত্র বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কবিরহাটীর গঞ্জে রাজকৃষ্ণ দের গোলাতে ডাকাইতী করিয়া রূপচাঁদ চৌকিদারকে বধকরা মোকদ্দমা রাধার উপর নিশ্চিত সাব্যস্ত হইয়া চূড়ান্ত হুকুম সাদের জন্য সন হালের ৭ জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত হাকেমান আলিসান সদর নিজামতের হুজুরে মিছিল প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে হাকেমান ধর্ম্মাবতারেরদের সূক্ষ্মবিচারে সেসন জজসাহেবের রায় এক্য হইয়া দুষ্টের দমন ও প্রজাবর্গের আপদ্ নিবারণজন্য রাধা সরদারের প্রাণদণ্ডকরণ ও তৎসঙ্গিগণের মধ্যে মঙ্গরু ও সেবক চামারকে দ্বীপান্তর প্রেরণ এবং মধু মালা ও গোপাল চঙ্গকে যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধরাখণ ও রাধার কালান্তক সেখ গোলাম হোসেন নাজিরকে ৩০০ ও থানা বাঁশবেড়ের দারোগা গোলাম আলীকে ১০০ এবং তৎসমভিব্যাহারি বরকন্দাজপ্রভৃতিকে যথাসম্ভব পারিতোষিকে পুরস্কৃতকরণের হুকুম আসিবাতে ১৮৩৪ সালের ২৫ আগস্ত মোতাবেক ১২৪১ সালের ১০ ভাদ্র সোমবারে দশ ঘণ্টাসময়ে উদ্বন্ধনে রাধা সরদারের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সকলের আনন্দজনক দুষ্ট দুরাত্মার প্রাণদণ্ডদর্শনে যাদৃশ লোকের সমৃদ্ধি

হইয়াছিল বোধ হয় মহাং বারুণী যোগে ত্রিবেণীতে ৺ ভাগীরথীস্নানে এবং ৺ দফর খাঁ গাজী পীরের মেলাতেও তাদৃশ সমারোহ হয় না।……

( ৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩ )

যে অবধি পোলীসের নূতন বন্দোবস্ত মত কর্ম্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে চুরি না হয় এমত দিন নাই যে সকল গৃহস্থের বাটীতে পিপীলিকাদি কীট পতঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে নাই সে সকল বাটীতে অনায়াসে সিঁধ দিয়া চুরি করিয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে কলিকাতায় সিঁধালচোরের ভয় কোনকালে ছিল না।

দ্বিতীয়। রাহাজানির জালা কি কেহ কখন জানিতেন এইক্ষণে টাকা লইয়া রাস্তা দিয়া দিবসে যাওয়া কি ভয়ানক হইয়াছে তাহা তাবৎ ধনী লোক অনুভূত আছেন কতশত লোকের স্থানে রাস্তায় টাকা কাড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে বেণিয়ারা টাকার দোকান করে রাস্তার ধারে ঘরের দ্বারে টাকার তোড়া এবং কতক ছড়াইয়া রাখিয়া কারবার করে কোন কালে কাহারো টাকা কেহ কাড়িয়া লয় নাই এইক্ষণে তাদৃশ ডাকাইতীর সংবাদ মাসের মধ্যে কত শুনা যায়।

তৃতীয়। রাস্তা ঘাট গলি ঘুজিতে সন্ধ্যার পর কি মনুষ্য নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে বিশেষতঃ শীতকালে এক জন বা দুই জন গমন করিতেছে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গাত্র বস্ত্র হরণ করে তাহাতে শাল রুমাল হউক আর সূতার কাপড়ই বা হউক তৎক্ষণাৎ কড়িয়া লয় এমত প্রায় প্রতি দিন নগরমধ্যে দশ পনর স্থানের ঘটনার সম্বাদ পাওয়া যায় এসকল সমাচার পোলীসে বড় রিপোর্ট হয় না যেহেতু পথিক উদাসীন বা ভদ্রলোক এপ্রকারে দায়গ্রস্ত হইলে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন ক্ষান্ত না হইলেই বা কি হইতে পারে কেন না কাহারো বাটীতে চুরি হইয়াছে সিঁধ মহানায় বাটীর মধ্যে চোর ধরা পড়িয়াছে তথাপি পোলীসের আইন মতে তাহারা নিরপরাধী হইয়া খালাস পায় এমন শত২ লোক খালাস হইয়াছে ও হইতেছে অতএব রাহাজানি যাহারা করে এআইন মতে তাহারা পরম সাধু সর্টিফিকট পাইয়া খালাস পাইবেক ইহার সন্দেহ কি ইত্যবধানে কেহ কোন স্থানে বস্ত্রাদি অপহারককে ধৃত করিতে পারিলেও ক্ষান্ত হন।

চতুর্থ। পথিক বা দীন ক্ষীণ ব্যক্তির উপর বলবান লোক দৌরাত্ম্য করিলে তাহার নিস্তারের কোন উপায় নাই যেহেতু কেহ কাহাকে মারপিট করিলে পোলীসে যাইয়া নালিশ করিতে হয় উদাসীন লোক তাহাতে পারক হয় না এই সাহসে যে যাহাকে মনে করে অনায়াসে মারপিট করে ইহাতে রক্ত পাত হইলেও প্রহারিত ব্যক্তির পক্ষে কেহই কথাটি কয় না এজন্য কত লোক রাস্তায় মারি খাইয়া বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হয় তাহা কি পোলীসের মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা জ্ঞাত নহেন।

পঞ্চম। গোরা বা ইহুদি আরবাদি জাহাজি খালাসি ও বাবুর্চি সোকনিপ্রভৃতি মূর্খ ফিরিঙ্গি লোক রাস্তায় কি কি দৌরাত্ম্য না করে ভদ্রলোকের জানানা সোয়ারি যাইবার সময় কতবার দুর্ঘট ঘটনার সম্বাদ পোলীসে হইয়া মোকদ্দমা হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন

তদ্ভিন্ন রিপোর্ট হয় নাই এমত কত আছে অনেকেই আপন মানরক্ষার্থ তাহাতে নিরস্ত হইয়া থাকেন।

ষষ্ঠ। খুন বিষয় পূর্ব্বে কি এত খুন খারাবী হইত এবিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগকে সাক্ষি মানি তাঁহারাই যথার্থ কহুন যদি তাঁহারা না কহেন তথাপি রিপোর্ট বহী দেখিলেই সকলেই জানিতে পারিবেন। এসকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না লিখিয়া অনুমান সিদ্ধ কথাই লিখিলাম আপত্তি উৎপত্তি হইলে সপ্রমাণের আটক কি।

এইসকল উৎপাত ঘটিয়াছে কেবল নূতন বন্দোবস্ত হওয়াতে ইহা কি হরকরার লেখক অস্বীকার করিতে পারিবেন যদি স্বীকার করেন তবে রাজা বাহাদুরের পরামর্শ অপরামর্শ বলায় বালকত্ব প্রকাশ করা হয় কি না।—চন্দ্রিকা।

( ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩ )

পোলীসের দারোগারা চুরি ডাকাইতির এবং মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের আজ্ঞাপ্রামাণিক তদারকের উপার্জনভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন হরকরার এক জন পত্রপ্রেরকের লেখা প্রমাণে আমরা তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি এবং আমারদিগের বোধ হয় মফঃসলের পোলীসের যে নূতন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইয়াছে তাহা স্থির হইলে এই সকল মন্দ প্রকরণ দূর হইবেক।

দারোগার মাসিক বেতন ২৫ বৎসরে·································৩০০
প্রথম থানাতে আসিলে চৌকীদারপ্রতি·································১
দোলের পার্ব্বণি·························ঐ ·································ঐ
দুর্গোৎসবে ·························ঐ·································ঐ
আড়াইশত চৌকিদারপ্রতি গড়ে বৎসরে·································৭৫০
এক স্থানহইতে অন্যত্র যাইতে প্রত্যেক প্রজাপ্রতি························ ১ অবধি ৩
বৎসরে এইরূপে দুই শত প্রজা প্রতি গড়ে·································৪০০
জমিদারেরদের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদারেরদের যাণ্‌মাসিক
রিপোর্টপ্রতি অনিশ্চিত লাভে তালুক বুঝিয়া গড়ে·····························৮০০
প্রথম আসিলে তালুকদারের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদারের দত্ত নজর বৎসরে······২০০

২,৪৫০

—জ্ঞানান্বেষণ।

( ২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।— ·· সংপ্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে তিতুমিরনামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবর ডাঙ্গানিবাসি বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আর২ হিন্দুদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত্ত হইলে তথাকার মাজিস্ত্রেট সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া

ফৌজদারী নাজির মহম্মদ পুলিমকে কএক জন চাপড়াশ সমেত নারিকেল বাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঐ অভাগা পুলিম নাজিরকে বধ করিলে মাজিস্ত্রেষ্ট সাহেবের রিপোর্ট মতে কলিকাতাহইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমির জবন এক কালীন নিপাত হইল। ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লানামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটি দেশে চর্ম্মের রজ্জু ভৈল করিয়া তৎচতুর্দ্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেব দেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকত গঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে এক জন ভদ্র লোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্ম রাশি করিলে এক জন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দওরায় অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কএক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এবিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃসলে এসকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষির ত্রুটি কি আছে। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিস্ত্রেট ধর্ম্মাবতার শ্রীযুত রাবর্ট গ্রট সাহেব এমতপ্রকার কএক মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া জবনেরদিগকে শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু জবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কি না শ্রুত হই নাই…। আমি বোধ করি সরিতুল্লা যবন যেপ্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীলশ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দল ভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র।

—জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখি তাপিগণস্য।

( ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩ )

বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সমাজের প্রস্তাবিত নিষ্কর ভূমির করগ্রহণে ভূপতির কর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষজ মহাশয় স্বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পুরঃসর যে প্রত্যুত্তর পত্রী প্রেরিতা করিয়াছেন তাহা অবিকল প্রকাশ-করণে আমারদিগের অদ্যকার প্রভাকরের অর্দ্ধ ভাগ প্রদান করিলেও স্থলের সংকীর্ণতা হইতে পারে। তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে সঙ্কলনপূর্ব্বক উদিত না করিয়া সমুদয় উদয় করত হর্ষপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি। রামলোচন বাবু অতিসচ্চরিত্র কর্ম্মক্ষম বিচক্ষণ বহুকালাবধি সরকার সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত কার্য্যে মান্যরূপে নিযুক্তপ্রযুক্ত সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং আমরা অবশ্যই অন্তঃকরণের সহিত স্বীকার করি যে ঘোষজ বাবু সর্ব্ববিষয়েই বিজ্ঞ এবং অপক্ষপাতী কিন্তু এইক্ষণে এতদ্বিষয়োপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বনে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল যেহেতু তিনি ভূপালের অধীন এতন্নিমিত্ত নিষ্কর ভূমির করগ্রহণকে অন্যায় জানিয়াও ভয় মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন যাহা হউক ইহাতে আমরা ঘোষজ বাবুকে কদাচ তুষ্য করিতে পারি না কেন না প্রতিপালকের বিরুদ্ধ বক্তৃতায় পাপের সম্ভাবনা।

রামলোচন বাবু লিখেন যে অন্য২রূপে মাসুলাদি গ্রহণের প্রথা বর্জ্জনীয় হইয়াছে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ ভিন্ন অন্য কি সদুপায় পূর্ব্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অস্মদাদির দেশ ঋণহইতে মুক্ত হইতে পারে।

উত্তর। আমরা অনুমান করি যে বিশেষ লাভের অভাব অথবা অপর কোন নিগূঢ় হেতু বশত এদেশে মাসুলাদির বিষয় ভূপতিকর্ত্তৃক রহিত হইয়া থাকিবেক। অতএব তদ্দ্বারা রাজ্যের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা কদাচ ছিল না। জাহাজি দ্রব্যের পরমিটে অধিক লভ্য জানিয়া তাহারি প্রবলতা করিতেছেন এবং সংপূর্ণরূপে মাসুলাদির প্রথা বর্জ্জনীয় কিরূপে হইয়াছে যেহেতু লবণ ও বাটী এবং ইষ্টাম্পপ্রভৃতির মাসুল অদ্যাপিও প্রজাদিগের বক্ষে শূলের স্বরূপ রহিয়াছে ইহাতে কি লোচন বাবু একবারো লোচন বিস্তার করেন নাই পরন্ত আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এতদ্দেশের উৎপন্ন হইতে ইউরোপীয় পাদ্রি সাহেবেরা বৎসরে ১০।১২ লক্ষ টাকা কি নিমিত্ত প্রাপ্ত হন তাহাতে আমারদিগের কি উপকার হইতে পারে ইহার বিনিময়ে সেই টাকা দেশের কোন হিতজনক কর্ম্মে কিম্বা রাজার ঋণ পরিশোধে ব্যয় করিলে অনেক ভাল হইতে পারে যদি নৃপতির ধর্ম্মশাসক বলিয়া এদেশের উপস্বত্ব হইতে পাদ্রিদিগের বেতন দেওয়া শ্রেয় হয় তবে আমারদিগের ধর্ম্মোপদেশকসমূহের অশনবসনার্থে প্রাচীন নৃপতিদিগের কর্ত্তৃক চিরোপকারস্বরূপ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির কর নির্দ্ধারিত কিরূপে ধার্য্য হইতে পারে।

অপিচ হিন্দু ও মহম্মদিয়ান এবং ইংরেজী ব্যবস্থা পুস্তকে এমত লিখিত আছে যে ২০ বৎসরের অধিককাল হইলে স্থাবরাদি বিভবের অধিকারিরা কদাচ আপন অধিকারীয় সত্বে বর্জ্জিত হইতে পারেন না অতএব এইক্ষণে পুরুষানুক্রমে প্রামাণিক অধিকারিরা আপন যথার্থ

বিষয়ে বঞ্চিত হন যদি তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পত্রের প্রত্যাশা করেন তবে তাহা কি প্রকারে সম্ভবে কেন না এদেশে অনেক বার অনেক রাজবিদ্রোহি দ্বারা এবং বহুকাল গত জন্য অন্যং কারণে সে নিদর্শন পত্রসকল নষ্ট হইয়াছে অতএব বহুকাল অধিকারই তাহার প্রবল প্রমাণ জনিবেন।

দ্বিতীয় প্রকরণে বেতন কর্ত্তনের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এবিষয়ে লক্ষ্য করিলে অনেক আগুন উঠিবে।

তৃতীয় প্রকরণে লেখেন যে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ স্বত্বব্যতীত নিষ্কররূপে ভূমির উপস্বত্বাদি ভোগ করায় স্বত্বাধিকারী নহেন উত্তর। নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বাদির বলবৎ স্বত্বের শব্দার্থ বোধে আমরা অশক্ত হইলাম অতএব তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া বাধিত করিবেন।

অপর লেখেন যে দেশ ও ভূমিতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব। উত্তর পৃথিবীতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব যথার্থ বটে কিন্তু সে ভৌতিক লক্ষণে পঞ্চতত্ত্বের প্রভেদ প্রকরণ সামান্য স্থাবর বিষয়ে অধিকার এবং ফলের অনেক তারতম্য আছে।

চতুর্থ প্রকরণে ইং ১৭৬৫ সালের পূর্ব্বে দত্ত নিষ্কর ভূমির উপলক্ষে দিল্লীর বাদশাহের নিকট ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপণে সন্ধিপত্রের বিষয় যাহা লেখেন তাহার উত্তর নিরুত্তরই সদুত্তর কেন না দিল্লীর রাজা এবং মুরশিদাবাদের নবাবের সহিত সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার বিষয়ে পরিশেষ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা কি এপর্য্যন্ত বিচক্ষণ-গণের অবিদিত আছে এইক্ষণে করহীন স্থলের স্বীকার বিষয়ে তদ্রূপ বিলক্ষণ সত্যতা রক্ষা হইয়াছে।

অপর লেখেন যে জবনেরা বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশ আক্রমণ করিয়াছেন অতএব ঐ অপহ্নবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না উত্তর। জবনেরা যে বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশ অধিকার করেন এ অতিঅযুক্তি কেন না যুদ্ধকালীন বিপক্ষ-দমনে কোন্ রাজা বিক্রম ও বীরত্ব প্রকাশ না করেন অতএব তাহাকে কিরূপে দস্যুবৃত্তি বলা যাইবেক এবং তাহার সহিত দানের অসিদ্ধতার পোষকতাই বা কিরূপে হইবেক ইহাতে বোধ হয় যে ঐ বাবু বুঝি আপন মনিবের নিকট প্রতিপন্ন হওনের মানসে এরূপ সন্তোষজনক বাক্য লিখিয়া থাকিবেন।

পঞ্চম প্রকরণের অভিপ্রায় বর্ত্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় লোকেরা যেরূপ অসভ্য তাহাতে তাঁহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব কর্ত্তৃক অশনবসনের উপায় থাকিলে কদাচ দেশের মঙ্গলেচ্ছু হইবেন না বরং পশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির অলীক সুখে সর্ব্বদা মত্ত থাকিবেক।

উত্তর। এতদ্দেশীয়েরা কিরূপ অসভ্য গুরুপরম্পরা প্রচলিত রীতি রক্ষা করিলে কি তাহাকে অসভ্য কহিতে হইবে এবং দেশের মঙ্গলেচ্ছু তাঁহারা নহেন এমত নহে যেহেতু নিষ্কর ভোগি ব্রাহ্মণেরা প্রত্যুষে প্রত্যুষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একান্তচিত্তে ভূপতির মঙ্গলেচ্ছা করিয়া

থাকেন তবে আতপভোগি ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ বিষয়ে তীর ধনুক তলওয়ার বন্দুক ইত্যাদি ধরিয়া রাজার সহায়তা করিতে সংপূর্ণরূপে অক্ষম সুতরাং ইহাতে তাঁহারা অসভ্য হইলেও হইতে পারেন।

পরন্তু ইন্দ্রিয়াদি সুখের বিষয়ে যাহা লেখেন তাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই ন্যূনাধিক জানিবেন অনেক সাহেব লোকেরাও তাহাতে আচ্ছন্ন আছেন। যদি ইন্দ্রিয়েরা বশজন্য তাঁহারদের স্থাবরাদি বলপূর্ব্বক হরণ করা শ্রেয় হয় তবে এদেশের মধ্যে ধনি ও মহাজন এবং অপরাপর জমিদার মাত্রেই ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত অতএব তাঁহারদিগের বিভব সমুদয় বলদ্বারা হরণ করিলে ভূপতির দেনা পরিষ্কার হইয়া রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকিতে পারিবেক এইক্ষণে রামলোচন বাবু তাঁহারদিগের সেই পরামর্শ দেউন ইহাতে ভূপালের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হইতে পারিবেন এবং এতদ্ভিন্ন নৃপতির ঋণ পরিশোধের অন্য কোন উপায় দেখি না।

( ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩ )

শ্রীযুত বঙ্গভাষাপ্রকাশিকাসম্পাদক মহাশয়সমীপেষু।

প্রশ্ন। রাজকর্ত্তৃক নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ করা উচিত কি না।

বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরকর্ত্তৃক যে সন ১৮১৯ সালের দ্বিতীয় তথা সন ১৮২৮ সালের তৃতীয় আইনানুসারে নিষ্কর ভূমির করগ্রহণার্থে মহান উদ্যোগ হইতেছে এ অকিঞ্চনের বিবেচনায় অন্যায় অবিচার বোধ হয় না যেহেতু তাবৎ রাজ্য যুক্তিসিদ্ধ চিরকালের নিয়ম এই যে দেশের উৎপন্ন দেশ রক্ষার্থ ব্যয় হইয়া থাকে অতএব আদৌ জানা কর্ত্তব্য যে অস্মদাদির রাজ্যের উপস্বত্ব রাজ্য রক্ষার্থ ব্যয়ে সঙ্কলন হয় কি না যদ্যপি আমি রাজ্যের আয় ব্যয়ের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে কহিতে অশক্ত কিন্তু সকলেই সুন্দর অবগত আছেন যে দেশরক্ষা জন্য অনেক তঙ্কা ঋণ হইয়াছে এবং দেশের উপস্বত্বহইতে ব্যয় অধিক হইতেছে এস্থলে অবশ্য প্রণিধান কর্ত্তব্য যখন অন্য২ রূপে মাসুলাদি গ্রহণের প্রথা বর্জ্জনীয় হইয়াছে নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ ভিন্ন অন্য কি সদুপায়পূর্ব্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অস্মদাদির দেশ ঋণহইতে মুক্ত হইতে পারে এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশ রক্ষার্থে পূর্ব্বে অনেক তঙ্কা নিজহইতে ব্যয় করিয়াছেন ঐ টাকা তাঁহারদের যথার্থ প্রাপ্য তাহা কিরূপে পরিশোধ হইবেক যদি বাচ্য হয় ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজকর্ম্মকারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতেছেন এমতে ব্যয়ের বাহুল্য হইতেছে একথা প্রমাণ বটে কিন্তু ইহার উত্তর আমাকে অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া বলিতে হইল যে যদি অস্মদাদির দেশের মনুষ্য অসভ্য এবং রাজকর্ম্মে রাজশাসনে তথা যুদ্ধ বিগ্রহে অনভিজ্ঞ না হইতেন ও পরস্পর দ্বেষমৎসরতারহিত হইয়া নিরপেক্ষ হইতেন ও আমারদিগের কর্ত্তৃক উক্ত ব্যাপারাদি যথোচিত সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইত সুতরাং ইঙ্গলণ্ডীয়দিগকে অধিক বেতন দিয়া ব্যয় বাহুল্যকরণের প্রয়োজনাভাব ছিল।

যদি বলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারিদিগের বেতনের লাঘব করিলে ব্যয়ের অল্পতা হইতে পারে আমার জানিত যেপর্য্যন্ত অল্পকরণ সম্ভব তাহার উদ্যোগের ও অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখিতেছি না কিন্তু ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য যে ঐ বিজ্ঞবরেরা বিপুলধন ব্যয়পূর্ব্বক সুশিক্ষিত হইয়া কেবল

ধন লোভে মহাঘোর সমুদ্র ও দুর্গম পথ অতুল ক্লেশে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমনানন্তর অস্মদাদির দেশ রক্ষার্থে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি যথাসাধ্য নিরপেক্ষতারূপে পরিশ্রম করেন ইহাতে তাঁহারদিগকে প্রচুর বেতন দেওয়াই বিচারসিদ্ধ নচেৎ অল্প বেতন প্রদানে নানারূপ বিপরীত মন্দাচরণের সম্ভাবনা।

আমার বোধে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ স্বত্বব্যতিরেকে নিষ্কররূপে ভূমির উপস্বত্বাদি ভোগকরার স্বত্বাধিকারী নহেন যেহেতু বিবেচনা করুন যে দেশের তাবৎ প্রজা রাজশাসনকর্ত্তৃক দস্যু ও তস্করাদি অন্য২ উপদ্রবে তুল্যরূপে রক্ষিত ও বিচারিত হইতেছেন তবে কি বিশেষ কারণে কাহারো স্থানে ভূমির কর গ্রহণ করা ও কাহাকে নিষ্কররূপে দেওয়া যাইবেক যুক্তিসিদ্ধ সাধারণের মঙ্গলার্থে যাঁহারা স্বোপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়াছেন অথবা দেশের শুভার্থে বিশেষ সংগ্রামাদিতে যাঁহারা স্বার্থ বিহীন হওত ক্লিষ্ট হইয়াছেন এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন জন নিষ্কররূপে ভূমি প্রাপ্ত হওনের কদাচ যোগ্য নহে এবং কোন রাজা কোন ব্যক্তিকে উক্ত কারণবিশিষ্ট নহিলে নিষ্কররূপে ভূমি প্রদান করার ক্ষমতাপন্ন নহেন যেহেতু দেশ ও ভূমিতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব রাজা কেবল সদসদ্বিবেচনা ও বিচারের অধিকারী মাত্র।

যদি কথিত হয় যে জবনেরা যুদ্ধ বিগ্রহেতে এদেশ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া স্বাধীনত্বরূপে তাবৎ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন অতএব তাঁহারা নিষ্কররূপে ভূমি প্রদানে অবশ্য২ ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে দিল্লীর বাদশাহের নিকট এরাজ্যের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হন তাহাতে অনেকরূপ প্রতিজ্ঞাদি আছে তদনুসারেও জবন বাদশাহের দত্ত নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ করা উচিত হয় না এ আপত্তি ভঞ্জনার্থে আমার নিজাভিপ্রায় বক্তব্যের পূর্ব্বে এই বলিতেছি যে বর্ত্তমান রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ বা চলিতাইনানুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী প্রাপণের পূর্ব্বে অর্থাৎ ইং সন ১৭৬৫ সালের অগ্রে যে সকল নিষ্করভূমি দত্ত হইয়াছে যাহার যথার্থ নিদর্শন পত্রাদি নিঃসন্দেহরূপে প্রাপ্ত হয় তাহা কর গ্রহণ হইতে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন ফলিতার্থ এ অকিঞ্চনের বোধে জবনেরা যে বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশাধিকার করেন অতএব যথার্থ বিচার করিলে ঐ অপহ্নবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না যেমন কোন নিয়মানুসারেই দস্যুবৃত্তির ধনের দান প্রসিদ্ধ হয় না বিশেষতঃ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের সহিত সন্ধিপত্র করেন তখন ঐ বাদশা রাজ্যভ্রষ্ট ছিলেন অর্থাৎ স্থানে২ অনেক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়াছিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি অগ্রপশ্চাৎ অনেক কারণ বিবেচনা করিয়া তৎকালীন রাজবিদ্রোহিদিগের ক্ষান্ত ও নিবারণার্থে এরূপ সন্ধিপত্র করেন নচেৎ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বুদ্ধির কৌশলে তথা চতুরতাপ্রযুক্তই এদেশ হস্তগত হয়।

বর্ত্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় মনুষ্যেরা যেরূপ অসভ্য ও উৎসাহ রহিত তাহাতে যদি তাঁহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বকর্ত্তৃক অশন বসনের উপায় হয় কদাচ তাঁহারা

দেশের মঙ্গলার্থে উৎসাহী উদ্যোগী হইবেন না বরঞ্চ প্রায় অসভ্য সন্তানেরা ইন্দ্রিয়াদির অলীক সুখে সর্ব্বদা মত্ত হইয়া পশ্বাদির ন্যায় কালযাপন করিবে তৎপ্রমাণ দেখুন যে সকল প্রাচীন ধনী ও ভূম্যধিকারী এদেশেতে বিখ্যাত তাঁহারদিগের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তির সভ্যতা ও সুধারা দেখাইতে পারিবেন যদি বলেন যাঁহারদিগের একালপর্য্যন্ত নিষ্কর ভূমি জীবন উপায়ের কারণ ছিল এইক্ষণে তাঁহারদিগের উপজীবিকা কি হইবেক আমি অনুভব করি যে উক্ত উপায়াভাবে ঐ সকল জনেরা ধন উপার্জ্জনার্থে অধিক উৎসাহী ও পরিশ্রমী হইয়া নানাবিধ উপায়ের চেষ্টা করিবেন যে তৎ কর্ত্তৃক দেশের পরস্পর শুভজনক হইবেক যদ্যপি আশঙ্কা করেন নিষ্কর ভূমি অভাবে তত্ত্ব ভোগি ব্যক্তিরা দস্যু বৃত্তি ইত্যাদি মন্দ কর্ম্ম করিতে পারেন তৎপ্রতিবন্ধকার্থে স্থানে২ বিদ্যালয় ও পোলীসাদি রাজশাসন প্রবলরূপে চলিতেছে ও উত্তর২ বাহুল্যহওনের যথেষ্ট উদ্যোগাদি হইতেছে।

যদিস্যাৎ আমি জানিতেছি যে অস্মদাদির দেশীয় প্রায় তাবৎ লোকই নিষ্কর ভূমির বিষয়ে যে আমার মতের বিপরীত কহিবেন এবং আশ্চর্য্য বোধ করি না যে আমি তাঁহারদিগের সমীপে অত্যন্ত নিন্দিত হইব কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে উপরি উক্ত বিশেষ প্রবল কারণের বিরহে অন্য কি হেতু বাদে কোন ব্যক্তি নিষ্কররূপে ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারেন।

শ্রীরামলোচন ঘোষস্য।

( ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ )

লাখেরাজ ভূমি।—আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে উত্তর কালে কোন নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে তাহার উপস্বত্বের অর্দ্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না। অতএব ভূম্যধিকারিরদের সনন্দ কৃত্রিম হইলেও যদি তাঁহারা অর্দ্ধেক উপস্বত্ব ভোগী হন তবে বোধ করি যে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণেতে তাঁহারদের প্রতি যে নির্দয়াচরণের ভয় ছিল তাহা দূর হইবেক।

কিন্তু এই আজ্ঞা প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তিরদের ভূমিতে অধিক কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাঁহারদের বিষয়ে কি করিতে হইবে। আমরা বিলক্ষণরূপে জানি যে তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত দরখাস্ত করিবেন যে এইক্ষণে অন্যান্য ভূম্যধিকারিরা যেরূপ ভোগবান হইবেন তদ্রূপ অনুগ্রহ আমরাও পাইতে পারি। গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি তাঁহারদের প্রার্থনা সফলা করেন তবে আমারদের পরম সন্তোষ জন্মিবে। এইক্ষণে ভূমির কর ন্যূন করণ বিষয়ক আজ্ঞা আমরা নীচে প্রকাশ করিলাম।

"আমার প্রতি নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বের অর্দ্ধেক কর বসাওন বিষয়ক এই আজ্ঞা প্রকাশ করণের হুকুম হইয়াছে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত কৌন্সলের প্রেসিডেণ্ট সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে আজ্ঞা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ ও বিহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে বাজেয়াপ্ত করণের হুকুম অনুসারে যে সকল নিষ্কর ভূমি কর বসাওনের যোগ্য এবং

চিরকালীন বন্দোবস্তের উপযুক্ত হয় সেই সকল ভূমির বন্দোবস্ত যদ্যপি পূর্ব্বকার লাখেরাজ-দারেরদের সঙ্গে হয় তবে রায়তেরা যে খাজনা দেয় তাহার অর্দ্ধেক কর স্বরূপ বসান যাইবে কিন্তু যদি পূর্ব্বকার লাখেরাজদার আপনি ঐ ভূমিতে কৃষি করেন তবে তাহার উপস্বত্বের অর্দ্ধেক কর বসান যাইবে।

"কৌন্সলের শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রসিডেন্ট সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে গত জুলাই মাসের ১৫ তারিখে আমার যে পত্র তোমার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহাতে এমত হুকুম ছিল যে যেপর্য্যন্ত এই কল্প সম্পন্ন না হয় সেই পর্য্যন্ত এই২ প্রকার ভূমির উপরে উপস্বত্বের অর্দ্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না সেই পত্র তোমারদের প্রাপ্ত হওনের তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরনর সাহেব কর্ত্তৃক যে সকল ভূমির বন্দোবস্ত মঞ্জুর হয় নাই সেই ভূমির বিষয়ে উপরি লিখিত হুকুম চলিবেক।"

( ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ । ৬ মাঘ ১২৪৬ )

নিষ্কর ভূমি।—কিয়ৎকাল হইল পাঠকমহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট অতি বদান্যতা পূর্ব্বক এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের পর অবধি যত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহার উপর কেবল অর্দ্ধেক কর বসান যাইবে। এই অনুগ্রহেতে যে সকল লোকের ভূমির উপরে কোন কর স্থাপন হয় নাই তাঁহারদের মহা সন্তোষ জন্মিল এইক্ষণে শুনা গেল যে ঐ সন্তোষ সর্ব্বসাধারণের হয় এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে ১৮২৮ সালের ৩ আইন ক্রমে যত নিষ্কর ভূমির উপর কর নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে সেই তাবৎ ভূমির উপর অর্দ্ধ কর নিরূপিত হইবে। ইহা হওয়াতে আমারদের বোধ হয় যে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ ব্যাপার অতি শীঘ্র নিষ্পত্তি হইতে পারে। যেহেতুক বোধ হয় যে প্রায় সকল লাখেরাজদারেরা নানা আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দমা না করিয়া বরং লাঘবত এক কালে আপনারদের ভূমির উপর চিরকালের নিমিত্ত অর্দ্ধ কর স্থাপন বিষয়ে স্বীকৃত হইবেন।

( ১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭ )

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—...প্রথমতঃ আমারদের দেশহইতে অনেক মুদ্রা নানা প্রকার ঘটনাতে বহির্গতা হইয়াছে ভূম্যধিকারিরা নানা বিপাকে ব্যয়াধিক্য হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা কিপর্য্যন্ত রাজকরের বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা সীমা করা যায় না যদি কহেন ভূম্যধিকারিরা পূর্ব্বেই বা কি ব্যয় করিতেন আর এক্ষণেই বা তাঁহারদের কি ব্যয়াধিক্যের প্রয়োজন হইয়াছে উত্তর একখানি গ্রাম অধিকার করিবার মানস করিলে প্রথমে মূল্যাধিক্যে ক্রয় করিতে হয় গ্রামে দুই জন কর্ম্মচারি ভিন্ন কর্ম্ম চলে না তন্মধ্যে এক জন করসাধনেতে প্রবৃত্ত থাকেন অন্য জন রাত্রে গ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করেন গ্রামে দুর্ঘটনা হইলে বিচার গৃহহইতে ভূম্যধিকারিরই বিশেষ বিড়ম্বনা প্রাপ্তির অগ্রেই সম্ভাবনা সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্বারি নিযুক্ত না থাকিলে বিশেষ যাতনার ভাজন হইতেই হয় আদালতহইতে কখন কি আদেশ প্রকাশ হয়

তাহা জ্ঞাত নিমিত্ত এক জন মোক্তার নিয়ত নিযুক্ত করিতে হয় অভাব পক্ষে তাহার বেতন পাঁচ মুদ্রার ন্যূন হয় না কিম্বা অনেক পরিবারকে স্বতন্ত্র ব্যয়ে জিলাতে বাস করিতে প্রয়োজন করে সুতরাং ইহাকে ব্যয়াধিক্যভিন্ন কি কহা যাইতে পারে। অপর কোন প্রজা অঙ্গীকৃত কর না দিলে প্রথমে ইষ্টাম্পের মূল্য ও উকীলের বেতনবিনা বিচারপতিকে জানান যাইতে পারে না যদিও বা তাহার সঙ্গতি হয় পরে করপ্রাপ্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইলে প্রজা বন্দিগৃহে যায় কিম্বা বিভবহীন হইলে শপথপূর্ব্বক জানাইয়া কিছু কাল বন্দিগৃহে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ভূম্যধিকারিকে নৈরাশ করে। প্রজারা পূর্ব্বের সদৃশ সবল হয় না পরিশ্রমও করিতে পারে না সময়ে জলেরও অত্যন্ত অভাব এমতে পূর্ব্ববৎ শস্য জন্মে না কর অধিক লাগে সুতরাং প্রজারা সাচিব্য মূল্যে শস্য বিক্রয়ে সক্ষম হয় না পূর্ব্বে স্বদেশ উৎপাদিত শস্য ভিন্ন দেশে এতাদৃক প্রেরিত হইত না দেশেই অধিকাংশ থাকিত অস্মদ্ দেশে এ তাবৎ ভিন্ন দেশীয়েরদের বসতি থাকে নাই অধিক লোক জন্যে অধিক শস্যাবশ্যক করে কিন্তু শস্য উৎপন্নের একে এই ন্যূনতা তাহাতে ভিন্ন দেশে দ্রব্যাদি প্রেরণের এই আধিক্যতা সুতরাং দুর্মূল্যের অভাব কি পূর্ব্বহইতে লোকেরদের সুখেচ্ছা অধিক হইয়াছে তাহাতে ব্যয়াধিক্য করে কিন্তু আয় অল্প সুতরাং দুঃখের অধিক কারণ হয় যদি কেহ কহেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখেচ্ছা অধিক কিমতে হইয়াছে উত্তর এক্ষণে কি আহারের কি পরিধেয় বিষয়ে অত্যন্ত পরিপাটী হইয়াছে পূর্ব্বে বস্ত্রের মূল্য এক মুদ্রা যথেষ্ট ছিল এক্ষণে দশ মুদ্রার বস্ত্রেও মনঃপ্রশস্ত হয় না পূর্ব্বে কেবল শঙ্খালঙ্কার শ্রেয়োমধ্যে গণ্য ছিল এক্ষণে রজতের শঙ্খেও মনোমালিন্য সংপ্রতি বিবেচনা করিলে সকল বিষয়ই অধিক ব্যয়সাধ্য জানিবেন এক্ষণে বিষয়ি লোক অধিক কিন্তু কর্ম্ম স্বল্প সুতরাং সকলের দিনপাত দুষ্কর অধিক লিপি বাহুল্য অপর যখন যে বিষয়ে বক্তৃতা হইবেক কৌমুদীতে প্রেরণ না হইবেক এমত নহে নিবেদন মিতি।

কস্যচিত বঙ্গহিত সভাধ্যক্ষচ্ছাত্রস্য

( ২৪ মার্চ ১৮৩৮। ১২ চৈত্র ১২৪৪ )

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবানুসারে জমিদারেরদের এক সভা স্থাপনার্থ গত সোমবারে অপরাহ্ন চারি ঘণ্টাসময়ে শিষ্টবিশিষ্ট মান্য জমিদারেরদের এক বৈঠক হয়। ঐসভাতে উপস্থিত মান্যবরেরা বিশেষতঃ

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ বসাক শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায় শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রেমচাঁদ চৌধুরী শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল ও তদ্‌ভ্রাতৃবর্গ শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত মুনশী আমীর শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রামতনু রায় শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরী…।

তদ্ব্যতিরেকে শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ডেবিড হের এবং অন্যান্য কতিপয় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

পরে শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন যে এই সভাধিপত্য সম্ভ্রম নবদ্বীপাধিপতি মহারাজকে দেওয়া উচিত হয় যেহেতুক তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জমিদার বংশ্য ঐ রাজার এই সভাতে সমাগমের অপেক্ষা ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাঁহার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত পরে লক্ষণীয় যশোহরের রাজা বরদাকণ্ঠ রায় যেহেতুক তিনি তৎপর কালীন প্রাচীন জমিদার বংশ্য পরন্তু সভাস্থ মহাশয়েরা আমাকে এই সম্ভ্রম প্রদান করিলেন অতএব আমি অত্যাহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি। পরে রাজা কহিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট প্রজারদের হিতার্থ কি কার্য্য করিয়াছেন কএক বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্যাপ্রযুক্ত উপদ্রুত হইল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপনারদের দাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সুদ সমেত উসুল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী ভ্রষ্ট হইল ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিল। প্রজারদের যে সকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্য প্রধান অনিষ্টকর নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ। অতএব সময় মতে আমারদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয় এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রায় নিয়তই দরখাস্ত করিতে হইয়াছে এবং যদ্যপি কোন ব্যক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত ঐ দরখাস্তে কোন বৈলক্ষণ্য করিয়া থাকে তবে এই সমাজের দ্বারা তাহা সংশোধন হইতে পারে এবং এই সমাজের দ্বারা যাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তি বন্ধন করিতে পারা যায় অতএব প্রজা লোকের ঐক্য বাক্য হওয়া অতি উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকেরদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমারদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা উপযুক্ত বোধ হয়।

তৎপরে শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রস্তাব করেন এবং তাহাতে শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রতিপোষকতা করেন তাহা এই যে ভূম্যধিকারি সভা নাম্নী এক সভা হইয়া তাহার নিয়ম সকল নির্দ্ধার্য্য করা যাউক তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন।

পরে শ্রীযুত সভাপতির অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব সভার নির্ব্বন্ধ ইঙ্গরেজী ভাষায় পাঠ করিলেন তৎপরে শ্রীযুত সভাপতি ঐ নির্ব্বন্ধ পত্র বঙ্গভাষাতে পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীযুত বাবু

রামকমল সেন যে প্রতিপোষকতা করেন তাহা এইক্ষণে যে সকল নির্ব্বন্ধ পাঠ করা গেল তাহা এই সভার নিয়মস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হউক।

অনন্তর শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব সভাতে যে বক্তৃতা করিলেন তদ্বিষয়ে আমরা এইক্ষণে এইমাত্র কহিতে পারি যে ঐ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আমরা যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এই বক্তৃতা উত্তম। তিনি উপস্থিত এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অতি ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যরূপে কহিলেন যে এইরূপে আপনকারদিগের সমাজে একত্র হওয়াতে মহোপকার হইবেক এবং তৎপরে এইরূপ ঐক্য বাক্য হওনেতে যে পরাক্রম জন্মিবে সেই পরাক্রমানুসারে বিবেচনা সিদ্ধ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। ঐ শ্রীযুক্ত বিজ্ঞবর সাহেবের সদ্বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমারদের এমত লালসা হইল যে শ্রোতারদের অন্তঃকরণের মধ্যেও শ্রীযুত সাহেবের তুল্য উৎসাহ জন্মে। তাঁহার বক্তৃতা স্মরণীয় বটে আমরা তাঁহার বক্তৃতার স্থূলাংশ স্মরণ পুর্ব্বক যথাসাধ্য আহরণ করিয়া কল্য মুদ্রাঙ্কিত করিব।

অপর শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে উক্ত সাহেবের বক্তৃতা যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাহাতে অবশ্য তাঁহারদের সন্তোষ ও জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু এই বৈঠকের তাবৎ ব্যাপার বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ করিতে আমারদের কল্প আছে এই প্রযুক্ত তদ্বিবরণ কথনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। তৎপরে শ্রীযুত দেওয়ান এই প্রস্তাব করিলেন যে কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন বিশেষতঃ শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব ও শ্রীযুত জর্জ প্রিন্সেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত মুনশী আমীর ও শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর। এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী পোষকতা করাতে সকলই সম্মত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল তৃতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীযুত প্রতিপোষকতা করেন তাহা এই যে সকল মহাশয়রা এই সভার অন্তঃপাতী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারদের নাম লিখিবার নিমিত্ত এক গ্রন্থ প্রস্তুত করা যায়।

অপর সায়াহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুত সভাপতির নিকটে বাধ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

## স্বাস্থ্য

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—অতীত মাসাবধি এই কলিকাতা মহানগরে এক প্রকার জ্বররোগ কোথাহইতে আসিয়া প্রায় সর্ব্ব মানবদেহে ভোগ করিতেছে কিন্তু

আহ্লাদের প্রকরণ যে কোন প্রাণির তাদৃশ হানী হয় নাই আর কালধিক্য স্থিতি করে না ৩।৪ দিবসমাত্র আর শরীরে অতিশয় দৌর্ব্বলতাকারক এই জরের ঔষধ বাঙ্গালী বৈদ্য মহাশয়েরা কি সেবন করান তাহা অনভিজ্ঞ কিন্তু কিয়দ্দিবস হইল শোভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের ঐ পীড়া হইয়াছিল শুনিলাম যে নৃপনিকেতনের সুচিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর হালিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেণ্ট সরজন রেচনদ্বারা তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুস্থ করিয়াছেন কেহ বা স্নানদ্বারা আরোগ্য করিতেছেন...।

( ২৭ জুন ১৮৩৫ । ১৪ আষাঢ় ১২৪২ )

শ্রীযুত দর্পন প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কলিকাতা মহানগরে পীড়িত ব্যক্তিদিগের আরোগ্য নিমিত্তে এক চিকিৎসালয় স্থাপন হওন জন্য অনেক২ প্রধান লোকেরা কমিটি ও পরামর্শ করিয়া শ্রীযুত সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেবকে প্রধান অধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি করিয়াছেন। গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার ঐ বিষয়ক উদ্যোগে টৌনহালে এক মহাসভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেব সভাপতি হইয়া উপবেশন করেন। তৎকালীন ডাক্তর জক্সন সাহেব ও ডাক্তর মারটিন সাহেব ও ডাক্তর নিকলসন সাহেব এবং শ্রীযুত সর এডওয়ার্ড রৈয়ন ও সর চার্লস গ্রাণ্ট ও শ্রীযুত লর্ড বিসব ও শ্রীযুত আর ডি মাইঙ্গলস সাহেব প্রভৃতি ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরা অনেকেই উপস্থিত হন তদ্ভিন্ন এদেশস্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তথা বাবু রামকমল সেন ও বাবু রোস্তমজি ও বাবু রাধাকান্ত দেবপ্রভৃতি অনেক মহাশয়েরা ঐ সভায় সমাগত হইয়া শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ইঙ্গলণ্ডীয় প্রধান২ মহাশয়েরা ঐ চিকিৎসালয় হইলে যে রূপ উপকারদায়ক হইবেক তাহার বক্তৃতা নানা রূপ করিলেন। ঐ চিকিৎসালয় স্থাপন করাতে তাবৎ মহাশয়েরদিগের অভিপ্রায় ও বক্তৃতার সারভাগ নীচে লিখিত হইল।

সকল জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মতানুসারে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থে ধন দান ও সাহায্য করা যে গুরুতর পুণ্য ও লৌকিক এক মহা প্রতিষ্ঠার কারণ ইহাতে কেহ অস্বীকৃতৎ নহেন প্রায় সকলে অবগত আছেন বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের দ্বারা জানা যাইতেছে যে অনেক দীন দুঃখি লোক কম্পজর ইত্যাদি নানা রোগে পীড়িত হইয়া চিকিৎসা ও যত্নাভাবে নষ্ট হইতেছে। যদ্যপি কিয়ৎকালাবধি এই মহানগরে দুই চিকিৎসালয় এক চাঁদনি চকে দ্বিতীয় গরানহাটা স্থানে স্থাপিত আছে কিন্তু গরানহাটার চিকিৎসালয় চাঁদনিচকের আরোগ্যালয়হইতে ক্ষুদ্র আর গরানহাটাও চাঁদনি চক প্রায় ডেড় ক্রোশের অধিক ব্যবধান ইতি মধ্যে ও ইহার চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূরি২ লোকের বসতির স্থান ঐ মধ্যবর্ত্তি স্থানের স্থায়ি ব্যক্তিসকল পীড়িত হইলে উক্ত চিকিৎসালয় দ্বয় বহু দূরস্থ বিধায় ও সূর্য্যের উত্তাপ ইত্যাদি ব্যাঘাত নিমিত্তে উক্ত দুই স্থানের কোন স্থানে যাইতে

অশক্ত হয়। সুতরাং তাহারদিগের নিরাময়ার্থে কোন যত্ন ও চিকিৎসা হইতে পারে না অতএব অত্যন্ত উচিত জানা যাইতেছে যে ঐ দুই স্থানের মধ্যে মেছুয়া বাজারের নিকটবর্ত্তি কোন বিশেষ স্থানে তৃতীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয় এবং ঐ চিকিৎসালয়েতে এরূপ প্রণালি করা যায় যে রুগ্ন ব্যক্তিরা যে কেহ অভিলাষ করে ও অশক্তপর হয় অক্লেশে অনায়াসে ঐ স্থানে থাকিয়া আপন২ পীড়ার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করায় এবং ঐ স্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাকিবার জন্য পৃথক২ স্থান নির্ণয় ও চিহ্নিত থাকিবেক। যে কোন বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংস্পর্শ না হয়। যাহাতে জাতীয় ও ধর্ম্ম বিষয়ে কোন ব্যাঘাতের আশঙ্কা না থাকে পরন্তু এ অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া এদেশস্থ ধনি শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাহায্য ও দয়াভিন্ন কোন মতে সম্ভবপর নহে ও এদেশস্থ প্রধান মহাশয়দিগের স্বদেশীয় লোকের উপকার নিমিত্তে উক্ত কর্ম্মে নানা রূপ সাহায্য করা অত্যন্ত শ্রেয় এবং এমত সন্দেহ নাই যে বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই এবিষয়ে বিশেষত মনোযোগ না করিবেন। কিন্তু যখন জানা যাইবেক যে তাবৎ মহাশয়েরদিগের কর্তৃক কিপর্য্যন্ত ধনের আনুকূল্য হইবেক তখন এবিষয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধনদাতাদিগের সহিত সভা করিয়া সকলের পরামর্শ মতে ঐ চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার যেমত উচিত কর্ত্তব্য হইবেক করিবেন।

কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অভিপ্রায় করেন যে কোন মহাশয় এবিষয়ে অধিক ধন প্রদান করিবেন তাঁহার সৌরভ ও গৌরবার্থে এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবার জন্যে ঐ চিকিৎসালয়ের মধ্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় করিয়া ঐ ধনদাতার নামে চিহ্নিত করিয়া দেন।

এদেশস্থ মহামহিম মহাশয়দিগের মনোযোগপূর্ব্বক প্রবিধান করা কর্ত্তব্য যে ঐহিক পারমার্থিকের পুণ্য ও সুখ্যাতি ও সুপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ধন দান করার এই এক উত্তম পথ বটে।

শ্রীযুত ডাক্তর মার্টিন সাহেবের মাসিক হিসাব দৃষ্টে জানা গেল যে সর্ব্বদা অধিক লোক পীড়িত হওয়াতে চাঁদনি চকের চিকিৎসালয়ের ব্যয়ানন্তর অতিঅল্প টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহাও সংক্ষেপকালে ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয় নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক। অতএব চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উপরি উক্ত তৃতীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ঐ অল্প ধনে হস্তক্ষেপণ করা উচিত জানিলেন না ইতি।

( ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২ )

আমরা ১৮৩৫ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে লিখিত মেদিনীপুরের এক পত্রহইতে নীচে লিখিত বিষয় প্রকাশ করিলাম।

...বর্ত্তমান মাসের ২ তারিখে একাদশ ঘণ্টার কালে মেদিনীপুরের ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে

মেদিনীপুরনিবাসি ও ইউরোপীয় লোকেরা এক সভা করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের অভিপ্রায় পীড়িত লোকেরদের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপনের চাঁদা করিবেন। প্রথমতঃ কোন্ মহাশয় এবিষয় উপস্থিত করেন তাহা আমি জানি না কিন্তু মেদিনীপুরের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব সভা ডাকিয়াছিলেন তৎপরে এবিষয় সম্পন্নকরণার্থ এক কমিটি মনোনীত হইলেন এবং চাঁদাপত্রে সাত শত টাকার অঙ্কপাত হইল। আর সভার মধ্যস্থ কএক মহাশয় এমত স্বাক্ষর করিলেন যে তাহাতে প্রতিমাসে ৭০ টাকা স্থিত হইল শ্রীযুত আর মার্টিন সাহেব শ্রীযুত কর্ণেল জি কুপর সাহেব শ্রীযুত কাপ্তান ক্রাপ্‌ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর চেম্বর্লে সাহেব এই কএক জন কমিটি হইয়াছেন এবং বোধ হয় শেষোক্ত ব্যক্তিই চিকিৎসালয়ের কর্ত্তা হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেযু।— ...এই অঞ্চলে বহুকালাবধি এতদ্দেশীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপনের আবশ্যক ছিল এইক্ষণে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। হুগলি শহরের মধ্যস্থলেই অর্থাৎ পোলীস থানার চৌকির নিকটে নিরূপিত ঐ চিকিৎসালয়ে সর্ব্বজাতীয় রোগিব্যক্তিরা বিনা ব্যয়েতে আরোগ্য প্রাপ্ত হইতেছেন। উক্ত স্থানে উত্তম বৃহৎ এক বাটী কেরায়া হইয়া তাহাতে হিন্দু মোসলমান রোগিরদিগকে স্বতন্ত্র২ কুঠরী দেওয়া গিয়াছে ঐ চিকিৎসালয়ের কর্ম্মকারক ও তদ্বিষয়ে ব্যয়ের ফর্দ প্রকাশ করিতেছি তাহাতে অনায়াসে বোধ হইবে যে রোগিরদের জাতীয় মানবিচের বিষয়েও কোন হানি সম্ভাবনা নাই। গত ফেব্রুআরি মাসে তথায় কত রোগির চিকিৎসা হয় তাহার সংখ্যা নীচে লিখিতেছি তৎদৃষ্টে পরমসন্তোষ জন্মে। মৃত ব্যক্তিরদের সংখ্যা দৃষ্টি করিলে অনুভব হয় রোগিরা অন্যত্র চিকিৎসাবিষয়ে ভগ্নাশ না হইয়া প্রায় এ স্থলে আইসে নাই।

এই চিকিৎসালয়ের খরচ অতিপ্রসিদ্ধ ইমামবাটীর যে জমিদারী ৺ প্রাপ্ত হাজি মহম্মদ-হুসেন দান করিয়া যান তাহার উপস্বত্বহইতে চলিতেছে। এবং শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের উদ্যোগেতে এই অতিপ্রশংস্য ব্যাপার নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত শ্রীযুত সাহেব উদ্যোগ ও প্রযোজকতাবিষয়ে নিতান্ত অশ্রান্ত উৎসাহী। এই চিকিৎসালয় স্থাপন এবং হুগলির বিদ্যালয় স্থাপন ও হর্টিকল্‌তুরাল সোসৈটি স্থাপনে শ্রীযুত সাহেব যেরূপ মহোদ্যোগ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তিনি অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদযোগ্য হন। কেষাঞ্চিৎ হুগলিনিবাসিনাং।

এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত কর্ম্মকারকবর্গ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মোসলমান হকিম | মাসিক | ... | ৭৫ |
| ১ | হিন্দু কবিরাজ ... | ঐ | ... | ৩০ |
| ১ | তদধীন কবিরাজ ... | ঐ | ... | ৮ |
| ২ | ঔষধ প্রস্তুতকারক ... | ঐ | ... | ১২ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মুহুরীর | ··· ঐ | ··· | ৫ |
| ১ | পাচক ব্রাহ্মণ | ··· ঐ | ··· | ৫ |
| ২ | পাচক মোসলমান | ঐ | ··· | ৭ |
| ১ | ভিস্তিওয়ালা | ··· ঐ | ··· | ৪ |
| ১ | মেহতর | ··· ঐ | ··· | ৪ |
| ৩ | দরওয়ান ও হরকরা | ঐ | ··· | ১৪ |
| | | | | ১৬৪ |

## সম্ভ্রান্ত লোক

( ১৯ জুন ১৮৩০। ৬ আষাঢ় ১২৩৭ )

এইক্ষণে ১৮৩০ সাল সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে ৫৬ বৎসর হইল ইহার মধ্যে এই নগরের কত লোক কাঙ্গাল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না যেহেতুক যাহারদিগের মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে গিয়াছে সে সংসার প্রায় ছারখার রাজা আমারদিগের মঙ্গলার্থে কোর্ট স্থাপন করিয়াছেন এবং অতিবিজ্ঞ ধার্ম্মিক বিচারক বিচারকর্ত্তা তাহাতে নিযুক্ত করিয়া থাকেন হতভাগারদিগের ভাগ্যে সূক্ষ্ম বিচার হইলেও অমঙ্গল ঘটে যেহেতুক খরচার দায় প্রায় ধনের শেষ হয় এবং সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে বাদী বিবাদী অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারে না সুতরাং ধনোপার্জনে নিবৃত্ত থাকিয়া ধনক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয় যদি বল ধনী সকল আপন ধন মৃত্যুকালে যথাশাস্ত্র বিবেচনামতে উত্তরাধিকারিরদিগের দেয় না এই কারণে বিবাদ হয় সুতরাং সুপ্রিম কোর্টে সূক্ষ্ম বিচারপ্রাপ্ত হইতে যায় ইহা সত্য কথা কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই নগর মধ্যে ধনী ও বিবেচকাগ্রগণ্য বাবু নিমাইচরণ মল্লিক খ্যাত ছিলেন এবং সুপ্রিমকোর্টের রীতি বিলক্ষণ জানিতেন অপর পণ্ডিতসমূহের সহিত সর্ব্বদা সহবাস ছিল তাঁহার বিবেচনার ত্রুটী স্বীকার করিতে পারা যায় না তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল বা ইচ্ছাপত্র অর্থাৎ আপন সম্পত্তি যাঁহাকে যাহা দেয় তাহা কএক পত্র করিয়া যান তদ্বিশেষঃ। বাবু নিমাইচরণ মল্লিক আপন মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিকের নামে এক উইল করেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্পত্তি হইতে তাঁহার পুত্র দুই জন এবং শ্রীযুত বাবু রামতনু মল্লিক বাবু রামকানাই মল্লিক শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক বাবু হিরালাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু সরূপচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক এই আট জনে প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন অবশিষ্ট কোম্পানির কাগজ নগদ তালুক ও বাটী ও ভূম্যাদি ও এলবাস পোশাক ও সোনারূপার গহনা ও বাসন ও জওয়াহেরপ্রভৃতি সম্পত্তির কর্ম্মকর্ত্তা ঐ দুই জন এবং ঐ দুই জনে পিতার দেনা দিবেন পাওনা আদায় করিয়া লইবেন

ও পিতামাতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ করিবেন আর সর্ব্বদা পুণ্য কর্ম্ম করিবেন যখন যে যে পুণ্যকর্ম্ম কিম্বা অন্য কর্ম্ম করিবেন তখন তাঁহারদিগের অন্য ছয় সহোদরকে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাতে তাঁহারা সম্মত হন তবে আট সহোদর মিলিয়া সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন সম্মত না হন তবে তাঁহারা দুই জনে যাহা ভাল বুঝেন তাহা করিবেন তাহাতে কেহ কোন আপত্তি করেন সে অগ্রাহ্য এবং আর এক কোডেসেল করেন তাহাতে ঐ দুই জনকে অনেক পুণ্যকর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দেন এবং আর দুই কোডেসেল করেন তাহাতে দশ হাজার টাকা করিয়া ঐ দুই জনের নিকট রাখিয়া তাহার দুই কন্যাকে প্রতিবৎসর আট শত টাকা করিয়া উপস্বত্ব দিতে আজ্ঞা করে ১২১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের যে দিবস ৺প্রাপ্তি হয় তাহার তৃতীয় দিবসে ঐ ছয় সহোদর ঐ দুই সহোদরের নামে সুপ্রিম কোর্টে বিল ফাইল করিলে ধারামত এনসোএর ও উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয় যে নিমাইচরণ মল্লিক যে উইলপ্রভৃতি করিয়াছেন তাহা শাস্ত্র সম্মত এবং মঞ্জুর হইল তাঁহার পুত্রদিগকে যে তিন লক্ষ টাকা করিয়া দিতে লিখিয়াছেন তাহা দিবা এবং যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করিতে লেখেন তাহা একবার ঐ দুই জনে করিবেন সে কর্ম্ম হইয়া যে ধন থাকিবেক তাহাতে সমান স্বত্বাধিকারী আট পুত্র সেই অবশিষ্ট ধনের কর্ম্মকর্ত্তা ঐ দুই জন। এই সকল বিষয়ের হিসাব স্থির করিয়া শীঘ্র রিপোর্ট করিতে কোর্টের মাষ্টরকে ভার হইল নিমাইচরণ মল্লিকের আজ্ঞার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ স্বকুলের ধারামতে ঐ দুই জন তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডকরণে সাত লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিলে ঐ ছয় জন আপত্তি করিলেন যে সত্তরি হাজার টাকা ব্যয় করিলে উপযুক্ত হইত। পরে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইলে মাষ্টর ঐ ছয় জনের পক্ষে রিপোর্ট করিলে দুই জনে একসেপসন করার কোর্টে শুনানি হইলে ঐ রিপোর্ট না মঞ্জুর হইয়া হুকুম হয় যে শ্রাদ্ধে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সাবুদ হইলে মুজুরা পাইবেন তাহাতে তাবৎ বিতরণ কারক দ্বারা প্রমাণ হইলে মাষ্টর ছাটছোট করিয়া ২০৫১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে স্থির বুঝিয়া রিপোর্ট করিলে উভয় পক্ষের একসেপসন হইয়া কোর্টে শুনানি হইলে ঐ রিপোর্ট মঞ্জুর হুকুম হয় ঐ হুকুমে অসম্মত হইয়া উভয় পক্ষে বিলাত আপিলের দরখাস্ত করেন কিন্তু দুই জনের প্রোশডিং অর্থাৎ কাগজাত কোন কারণে যাইতে না পারিবায় ছয় জনের কাগজপত্র এক তরফ আপিলে শুনানিতে তথাকার বিচারকর্ত্তা ঐ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া পুনর্ব্বার তদারক করিবার জন্যে মাষ্টরকে ভারার্পণ করিতে হুকুম দেন তাহাতে মাষ্টরের নিকট ঐ ছয় বাবুরা পিতা মাতার শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণের ব্যয়ের টাকা এবং পুণ্যকর্ম্মের ব্যয়ের টাকা অনেক ন্যূন করিবার নিমিত্তে ইষ্টেটমেণ্ট দাখিল করিয়াছেন। মধ্যে গত সেপ্তম্বর মাসে ছয় জনের দরখাস্ত মতে নিমাইচরণ মল্লিকের ইষ্টেটসংক্রান্ত যতটাকা ঐ দুই জনের নিকট ছিল তাহা সমুদায় অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের টাকাসমেত কোর্টে দাখিল করিতে হুকুম হইয়াছে পরে ঐ দুই জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে মাতার শ্রাদ্ধের ২০৫১০০ টাকা কোর্টে না

গিয়া তাঁহারদিগের নিকট থাকে কারণ তিনি অতিবৃদ্ধা ও পীড়িতা হইয়াছেন তাহাতে কোর্ট হুকুম দিলেন যে এ টাকা স্বতন্ত্র থাকিবেক যখন আবশ্যক হইবেক তখনি পাইবেন কিন্তু তাঁহার ৺ প্রাপ্তি হইলে ঐ শ্রাদ্ধের টাকা শীঘ্র পাইবার দরখাস্ত দুই জন করিলে মাষ্টর রিফেরেনস আরম্ভ করিয়া সাবেক প্রোশডিং দৃষ্টে এবং সংপ্রতিও পণ্ডিত ও কৃতকর্ম্মা বড় মানুষদ্বারা সাবুদ লইয়া শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক ইহা শ্রাদ্ধের দুই তিন দিবস থাকিতে রিপোর্ট করিলেন।

ইহাতে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারিবেন মল্লিক বাবুদিগের মোকদ্দমা ২২।২৩ বৎসর-পর্য্যন্ত হইতেছে অদ্যাপি শেষ হয় নাই দুই পক্ষে খরচও অনুমান ১৮।১৯ লক্ষ টাকা হইয়া থাকিবেক অতএব ইহাতে কি শ্রেয় আছে ইহারা অতিধনী এ জন্য অদ্যাপি যুদ্ধ করিতেছেন অন্যের অসাধ্য।

( ২৮ আগষ্ট ১৮৩০। ১৩ ভাদ্র ১২৪০ )

—শ্রীলশ্রীমতী বেগম শমরু বাষ্পীয় জাহাজের চাঁদাতে সহী করিয়াছেন।

( ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২ )

অবগত হওয়া গেল যে হত ফ্রেজর সাহেবের হন্তাকে যিনি ধরিয়া দিবেন তাঁহাকে পুরস্কার দেওনার্থ দিল্লীবাসি ইউরোপীয় সাহেব লোকেরা যাহা সহী করিয়াছেন তদ্ব্যতিরিক্ত দিল্লীর শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ পুরস্কারস্বরূপ ১২০০০ টাকা নগদ ও বার্ষিক ৬০০ টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং বেগম শমরুও ঐ হত সাহেবের প্রতি স্বীয় স্নেহ সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপনার্থ ধারক ব্যক্তিকে ১০০০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

( ১৬ এপ্রিল ১৮৩৬। ৫ বৈশাখ :২৪৩ )

মৃতা বেগমের জায়গীর।—মৃতা বেগম শমরুর অধিকারের মধ্যে বাদশাহপুরের জায়গীর গুরগাঁওস্থানে প্রতিবৎসরে মেলা হইয়া থাকে তাহাতে চতুর্দ্দিগহইতে ভূরি২ লোক সমাগত হয়। এইপর্য্যন্ত বেগমের ১০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য ও ৪ পল্টন সিপাহী ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহার আমলে নানাপ্রকার অত্যাচার হইত। কিন্তু বেগম শমরুর মৃত্যুর পরঅবধি উক্ত জায়গীর কোম্পানির হস্তগত হইয়া এইক্ষণে শ্রীযুত চার্লস গবিন্স সাহেব যে জিলার কর্তৃত্ব করিতেছেন ঐ জিলাভুক্ত হইয়াছে। ঐ স্থানে এই মাসে যে মেলা হয় তাহাতে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা যদ্যপি অধিক জনতা হয় এবং অল্প সওয়ার ও বরকন্দাজ নিযুক্ত থাকে তথাপি সাহেবের স্থনিয়মপ্রযুক্ত অত্যাচার মাত্র হয় নাই।

( ৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২ )

বেগম শমরু।—শুনা গেল যে মৃতা বেগম শমরুর যে ৩০ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে তদ্ব্যতিরেকে বাটী জহরাৎ আভরণ ও জায়দাদ ইত্যাদিতে ৬০ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারীই পাইবেন। কিন্তু এই বহুল সম্পত্তি যে তিনি অবিরোধে প্রাপ্ত হন এমত বোধ হয় না যেহেতুক আগ্রা আকবারের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার পিতা শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব মিরটের দেওয়ানী আদালতে ঐ বিষয়ের কিয়দংশপ্রাপণার্থ নালিস করিয়াছেন।

( ২০ নভেম্বর ১৮৩০। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ )

গত ৭ রবিবার কলিকাতার নিম্বতলা সন্নিকৃষ্ট নিবাসি পীতাম্বর লানামক এক ব্যক্তি জররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দিবসপর্য্যন্ত শয্যাগত থাকিয়া লোকান্তর গত হন তাহাতে তৎসম্পর্কীয় তাবল্লোক অত্যন্ত খেদসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ও সুশীল সদন্তঃকরণক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আঠার বৎসরপর্য্যন্ত তিনি শ্রীযুত আনরবিল সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেবের নিজ মুহরী ছিলেন এবং যাহাতে শ্রীশ্রীযুতের সন্তোষ জন্মিত এমত কর্ম্ম তিনি সতত নির্ব্বাহ করিতেন ইঙ্গরেজী ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুগণেরা তাঁহার যে ভরসা রাখিতেন তাহা নির্দ্দয় কৃতান্তের শাসনেতে এইক্ষণে লোপ হইল।

( ২৯ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৭ মাঘ ১২৩৭ )

...মোকাম শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহুড়ি মহাশয় যিনি মীর্জাপুরের প্রধান বিচারাধ্যক্ষের সেরেস্তাদারি কর্ম্মে প্রায় ১০ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন তেঁহ এক্ষণে আমারদিগের ভাগ্যক্রমে এই কোর্টের [ আলিপুরের কোর্ট আপীলের ] তৃতীয় বিচারাধ্যক্ষের মীর মুন্সী অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

( ৫ নভেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮ )

পাঠকবর্গ অবগত আছেন মেং ড্রোজুনামক এক জন এতদ্দেশজাত ফিরিঙ্গি হিন্দু কালেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি বালকদিগকে অসদুপদেশদ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম পথে গমন রোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এ কথা রাষ্ট্র হওয়াতে কালেজাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে তৎকর্ম্মচ্যুত করেন এমত শুনা গিয়াছে। তিনি এইক্ষণে ইষ্টিণ্ডিয়াননামক এক ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন।...

( ১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ )

শারদীয় পূজা।—...উক্ত বাবু [ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ] হিন্দু দেবদেবীর নিন্দক। যদ্যপিও তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠেরদের অনুরোধে অথবা তাঁহার মিত্রের সন্তোষার্থে তিনি শারদীয় পূজা

করিলেন তথাপি তিনি দেবদেবীর পূজা ছেলেখেলার ন্যায় জ্ঞান করেন। অপর চন্দ্রিকাপ্রকাশক লেখেন যে তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যাকরা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ন ও নিয়মিত সময়ে দর্শন পূজন জপ যজ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কিমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহাঁর তুল্য অবিবেচক আর নাই। এই সকল কথা অমূলক যেহেতুক বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও কালীকুমার ঠাকুর ও নন্দকুমার ঠাকুর হিন্দুশাস্ত্রের বিধান কিছুই মানেন না কেবল বাবু হরকুমার ঠাকুর হিন্দুরদের আচারে রত। তাঁহারদের বংশের মধ্যে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রধান রিফার্ম্মর এবং সর্ব্ববিষয়েতেই তিনি আপনার ভ্রাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দ্রিকা কিনিমিত্ত ঐ বাবুরদিগের উপাসনা করেন ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। তাঁহারা যে সতীধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ এক পয়সায় সহী করিবেন ইহা তিনি কথন মনে না করুন। সতীবিরুদ্ধ ক্লোনিজেসিয়ানের পক্ষে যে দরখাস্ত বাবু রামমোহন রায় বিলাতে লইয়া গিয়াছেন ঐ দরখাস্তে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্বহস্তে সহী করিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাপ্রকাশক জ্ঞাত নহেন। তবে চন্দ্রিকাপ্রকাশকের তাঁহারদিগের অনুরোধকরণে অভিপ্রায় কি তিনি কি ইহাঁরদিগের দ্বারা ধনোপার্জন করিতে চাহেন…। কস্যচিত সত্যবাদিনঃ।

( ৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮ )

সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক। —

শ্রীযুত বাবু নবকিশোর সেন সকলকে জ্ঞাত করাইতেছেন তাঁহার শ্রীরামপুরের বাটীহইতে গত ১৯ পৌষ সোমবার রাত্রে সিঁদ দিয়া বহুবিধ দ্রব্য লইয়া গিয়াছে…।

হীরার কণ্ঠা। …… … ১ ছড়া
সোণার কামারাঙ্গাহার। ……১ ছড়া
সোণার কোমরপাট্টা। ……….১ ছড়া
মূড্‌কিমাছুলি। ……………১ জোড়া
বালা। …………………১ জোড়া
রূপার হুঁকার খোল। ……….১টা
মাঠামাছুলি। …………………১ জোড়া
ধানিমাছুলি …………………১ জোড়া

( ১৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ৬ মাঘ ১২৩৮ )

শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়।—গত শুক্রবারের ইনকোয়েরর পত্রে লেখেন যে শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সদর আমীনের পদপ্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন এবং লেখেন যে তাঁহার তৎপদপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অপর শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের তৎকর্ম্মে যোগ্যতাবিষয়ে ঐ সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত নহি অনেককালাবধি শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যদ্যপিও তাঁহার

আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সৎপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ। যদ্যপি তিনি তদুচ্চপদ প্রাপ্ত হন তবে স্বীয় বুদ্ধির নৈপুণ্যপ্রযুক্ত তৎকর্ম্মের যে সুসম্পাদন করিবেন এবং কর্ম্মসুসম্পাদকতাদ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত প্রশংসনীয় হইবেন যে উত্তরকালে তিনি প্রধান সদর আমীনের পদ প্রাপ্তিযোগ্য হইবেন এমত আমারদিগের দৃঢ় বোধ আছে।

( ২৭ জুন ১৮৩২। ১৫ আষাঢ় ১২৩৯ )

……বাবু রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে যদ্যপিও আমারদিগের তাদৃশ আলাপাদি নাই তথাপি আমরা ইহা জানি যে যখন যাঁহার সঙ্গে তাঁহার আলাপাদি হইয়া থাকে সে অতিশিষ্টতারূপ। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহারেতে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় যাহা কহিবেন সুতরাং তাহাই আমারদের বিশ্বাস্য। উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিদ্যাতে বিদ্বান্ এবং সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের প্রধান পোষক ও প্রয়োজক ইহা কে না অবগত আছেন। তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কালেজ ও স্কুল বুক সোসৈটি ও হিন্দু পাঠশালার কর্ম্মে অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত মনোযোগী আছেন এবং চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়াপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিদ্যাধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটীতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মধ্যে প্রথম যে হিন্দু কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে আনীতা হয় সে ঐ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও ঐ বাবুকে আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিদ্যা শিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাবোপদেশ তাহারদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। আমরা ইহাহইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তাঁহার কিয়ৎ জমীদারী দিয়া আমারদের গমনাগমন থাকাতে তাঁহার কতক প্রজারদের সঙ্গেও পরিচয় আছে অতএব আমরা সানন্দে লিখিতেছি জমীদারস্বরূপেও তিনি অতি সদ্বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমরা জ্ঞাত হইয়াছি।……

( ১৮ জুলাই ১৮৩২। ৪ শ্রাবণ ১২৩৯ )

বালশাস্ত্রী জজবী।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক লিখিতেছি যে পুণ্যনগরে গবর্ণমেণ্টের পাঠশালার প্রধান শাস্ত্রী বালশাস্ত্রী জজবী গত সোমবারে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোকগত হন। তিনি পুণ্যনগর ও বোম্বাই রাজধানীস্থ তাবৎ প্রধান২ হিন্দু লোকের নিকটে অতিপরিচিত ছিলেন এবং অত্যন্ত বিদ্যাবান্ এমত সকলেই জ্ঞাত ঐ শাস্ত্রী সংস্কৃত বিদ্যায় অতিনিপুণ ও কবি অলঙ্কার ও নাটক শাস্ত্রেও বিলক্ষণ প্রজ্ঞ। এডুকেসন সোসৈটির কর্ম্মে তিনি ১৮২৪ সালে নিযুক্ত হইয়া ঐ সোসৈটির নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এক ডিক্সানরি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ

পূর্ব্বে হাটিন সাহেবের গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে অনুবাদ করিতেও উদ্যুক্ত ছিলেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসেতে তাঁহার সাহায্য ও গুণের দ্বারা অনেক ফল দর্শিবে এমত অনেকের ভরসা ছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম ছত্রিশ বৎসরমাত্র হইয়াছিল।—বোম্বে দর্পণ।

( ১৮ আগষ্ট ১৮৩২। ৪ ভাদ্র ১২৩৯ )

হেষ্টিংশ সাহেবের স্মরণার্থ অট্টালিকা। হেষ্টিংশ সাঁকো।—লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের স্মরণার্থ অট্টালিকা ও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনার্থ যাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন গত ১৩ সোমবারে তাঁহারদের টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুত চেষ্টর সাহেব সভাপতি হইতে আহূত হইলেন।

শ্রীযুত ধনাধ্যক্ষ সাহেবেরদের হিসাব মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইল।

ঐ অট্টালিকাগ্রন্থনার্থ সর্ব্বসুদ্ধ ৬০৫২১ টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬৪৭৩ টাকা হস্তে আছে অবশিষ্টসকল গবর্ণমেণ্ট হৌসের লালদীর্ঘিকার সম্মুখস্থ অট্টালিকা নির্ম্মাণে ব্যয় হয়।

উক্ত মৃত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনার্থ যে টাকা চাঁদায় স্বাক্ষর হয় তাহার সংখ্যা ৩০৫৭১ তন্মধ্যে ২৫৩৩১ টাকা তৎকর্ম্মে ব্যয় হইয়াছে উদ্বৃত্ত টাকা উপরিউক্ত টাকার সঙ্গে যোগ করিয়া ১২০০০ হয়। অতএব ঐ বৈঠকের অভিপ্রায় এই যে এইক্ষণে ঐ টাকাতে কি কার্য্য করা যাইবে। তাহাতে ঐ সাহেবেরা সকলেই একবাক্য হইয়া এই স্থির করিলেন যে কোম্পানির বাগানের আড়পার ও কলিকাতা এই উভয় স্থানের মধ্যে যে নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে সংক্রম সুসম্পন্নার্থ ব্যয় হয়। এবং ঐ সংক্রম উত্তরকালে হেষ্টিংশ সাঁকোনামে খ্যাত হয়।

( ২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯ )

৺ হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন।—আমরা শোকাকুল হইয়া প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গ বিশেষাবগত আছেন আসাম গুয়াহাটিনিবাসি হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন অতিপ্রধান বিখ্যাত লোক তিনি গত ১১ শ্রাবণ কোন রোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তরগমন সম্বাদে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতুক তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসরের অধিক নহে সুপুরুষ শিষ্টশান্ত শরলান্তঃকরণ শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক দেব পিতৃকর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত সর্ব্বত্র সম্মানান্বিত বিশেষতঃ প্রধান রাজকর্ম্ম করিয়াছেন ইদানীং আসিষ্টাণ্টমাজিস্ত্রেট হইয়াছিলেন এবং ধনী লোকোপকারী লোকহিতার্থে সর্ব্বদা রত থাকিতেন তদ্বিশেষ তদ্দেশীয় লোকসকল জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতাদির সহিত যে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তন্মধ্যে এতদ্দেশে যাহা প্রকাশ আছে তৎস্মরণেও লোকোপকারিতা গুণ বিবেচনা হইতে পারিবে। আদৌ ঐ ফুকন মহাশয় এতদ্দেশের বিশেষতঃ তদ্দেশের উপকারার্থ বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের উপদেশস্বরূপ বিবিধ সম্বাদ লিখিয়া সমাচারপত্রে প্রচার করিয়াছিলেন তত্তৎ সমাচার রাজা প্রজার গোচরহওয়াতে

অনেক উপকার হইয়াছে। পরন্তু আসাম বুরঞ্জি পুস্তকপ্রকাশে তাঁহার বিশেষ গুণ ব্যক্ত হয় ঐ পুস্তকমধ্যে তদ্দেশের রাজাবলী ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনা রাজ্যশাসন রীতি ব্যবহার চরিত্র লোকের ক্ষমতা বিদ্যা এবং নদ নদী পর্ব্বতাদির বিশেষ লিখিয়াছেন এবং বাণিজ্যব্যাপারেরও কি রীতি এবং শস্যাদির উৎপত্তিবিষয়ক বহুতর বিষয়ে গ্রন্থ চারি খণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে আপন পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় অনেক করিয়াছেন কেন না ঐ গ্রন্থ তাবৎ আপনি রচনা করিয়া নিজার্থব্যয়দ্বারা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ইত্যাদি।

অপর ধার্ম্মিকতাবিষয়ে অর্থাৎ দেব পিতৃকর্ম্মে কিপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ লিখি। দুই বৎসর গত হইল আপন বিষয়কর্ম্ম তাবৎ রহিত করিয়া কাশ্যাদি তীর্থে গমন করিয়া নানা ধামে কায়িক কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক বহুধন ব্যয় করিয়া অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তদ্দেশীয় ও তত্রস্থ লোক অনেকে জ্ঞাত আছে।

অপর কামাখ্যাযাত্রাপদ্ধতি এক গ্রন্থ নানা পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রহইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে তাবল্লোককে দেওনের অভিলাষ ছিল ঐ গ্রন্থের প্রায় তৃতীয়াংশ মুদ্রিত হইয়াছে ইত্যাদি সমূহ গুণান্বিত ব্যক্তির মৃত্যুশ্রবণে অনেকের মনে দুঃখ হইবেক। সং চং

দর্পণসম্পাদকের উক্তি।…চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়কে মৃত উক্ত মহাশয়ের অন্য এক বিষয়ের প্রশংসাকরণের সুযোগ করাই। কিয়ৎকাল হইল চন্দ্রিকা ও প্রভাকরের বিরুদ্ধে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে যে অতিচাতুর্য্যরূপে লিখিত যে পত্র কস্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকস্য ইতিস্বাক্ষরিত যে পত্রসকল দর্পণে প্রকাশমান হইয়াছিল তাহাও ঐ হলিরাম ঢেঁকিয়াল মহাশয়ের লিখন অতএব এইক্ষণে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে ইহা কহিতে হইবে যে হলিরাম প্রকৃত হিন্দু ছিলেন না নতুবা তাঁহার ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষায়ণের বিষয়ে চেষ্টা পাইলেও হিন্দুধর্ম্ম লোপ হয় না ইহা চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অপহ্নুত ছিল।

( ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৬ পৌষ ১২৩৯ )

জাকিমো [ Monsr. Jacquemont ] সাহেবের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এই মাসের সপ্তম দিবসে জাকিমো সাহেব একত্রিংশবর্ষবয়স্ক হইয়া বোম্বাইতে পরলোকগত হন। তাঁহার অত্যন্ত নৈপুণ্যদৃষ্টে এতদ্দেশসম্পর্কীয় পশু ও বৃক্ষইত্যাদির অনুসন্ধান-করণার্থ ফ্রান্সীয় গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে মনোনীত করিয়া এতদ্দেশে প্রেরণ করেন। ১৮২৯ সালের আপ্রিল মাসে ঐ সাহেব ফুলচেরীতে পঁহুছেন পরে তদ্বর্ষেই তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বাসকরণানন্তর উক্ত বিষয়সকলের তত্ত্বাবধারণ করণার্থ হিন্দুস্থানের উত্তর অঞ্চলে যাত্রা করেন তৎপরে হিমালয়প্রভৃতি দর্শন করিয়া পাঞ্জাবদিয়া গমনপূর্ব্বক গত বৎসরে মে মাসে কাশ্মীর দেশে গমন করেন। তদনন্তর তীব্বদ্দেশ পর্য্যটন করিয়া চীন দেশসংক্রান্ত তার্তার দেশ-পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের মে মাসে তিনি দক্ষিণ দেশে পঁহুছিয়া তাবদ্দক্ষিণদেশ ব্যাপিয়া কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্তের তত্ত্বাবধারণার্থ নিশ্চয় করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে রজপুতানা দেশে

তাঁহার যে ক্ষয়কাশ জন্মে তদুপলক্ষেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ঐ সাহেব অনেক লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ভূমি বিদ্যার অনেক সুগম পথ প্রকাশ হইবে। এই মাসের ৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকসাহেব ও অন্যান্য অনেক সাহেবেরা তাঁহার শবানুগমনপূর্ব্বক তৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইল।

( ১৫ মে ১৮৩৩। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ )

অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক আমারদের আনরবিল গবরনর্ হলন্‌বর সাহেবের মৃত্যু জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে তাঁহার এই অত্যন্ত শোকজনক মৃত্যু গত শনিবারের [ ১১ই মে ] অতি প্রত্যুষে হয়…। শ্রীরামপুরনিবাসি প্রায় প্রত্যেক জন খ্রীষ্টীয়ান তাঁহার সম্ভ্রমসূচক শবানুগমনপূর্ব্বক কবরপর্য্যন্ত গমন করিলেন।… তাঁহার আয়ু সমসংখ্যক মিনিটে২ আটত্রিশ তোপ হইল।…

হলন্‌বর সাহেব ১৮২২ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম আগমনকরত শহরের জজ ও মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাজকীয় সভান্তঃপাতী হইলেন কর্ম্মে প্রবিষ্টহওনঅবধিই প্রজার হিতকার্য্য ও জ্ঞান বৃদ্ধিজনক কার্য্যেই নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় পদোপলক্ষে দুষ্টদমন শিষ্ট প্রতিপালন এবং নির্ম্মলবিচারাদি সম্পাদন ইত্যাদি কার্য্যেই নিরন্তর নিরত হইয়া শ্রীরামপুর শহরে যদ্রূপ রাজকীয় কার্য্য চলিতেছিল তাহার অনেক রূপান্তর করিলেন। ইহার পুর্ব্বে এই শহরে স্নানযাত্রাদি উৎসবসময়ে চীনীয় লোকেরা আসিয়া রাস্তার ধারে অনেক ঘর করিয়া জুয়া খেলাপ্রভৃতি করাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক রাজস্ব লাভ হইত কিন্তু সাহেব ঐ পাপাশ্রয়াদি ব্যাপার হেয়বোধে কোনপ্রকারেই করিতে দিলেন না। অপর সতীনিবারণার্থ নিত্যোৎদ্যোগী ছিলেন কিন্তু তাঁহার উপরি পদস্থ কর্তৃত্বকারক সাহেবের দ্বারা কখন২ তাঁহার ঐ কারুণিক উদ্যোগ বিফল হইলে প্রসঙ্গক্রমে প্রায়ই তাঁহার অশ্রুপাত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। এক বৎসরে অত্যন্ত দুঃসময়প্রযুক্ত পীড়িত ও মুমূর্ষু যাত্রিক লোকেতে প্রায় রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে আদালতের ঘর চিকিৎসালয় করিয়া এই শহরের চিকিৎসক সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন এবং শহরের নিকটস্থ দুই তিন ক্রোশ-পর্য্যন্ত রাস্তায় স্বয়ং অশ্বারোহণে গমন করিয়া ঐ সকল দরিদ্র পীড়িত লোককে শহরে আনয়ন করাইলেন অপর এক সময়ে প্রায় তাবদ্দেশ জলপ্লাবিত হইয়া ভূরি২ লোকেরদের তাবদগৃহ বাটী পতিতহওয়াতে ঐ সকল দুঃখিলোকেরদের দুঃখোপশমক উপায়করণার্থ এই শহরের তাবদ্ভদ্র প্রধান২ আঢ্য লোকেরদের আহ্বানপূর্ব্বক সমাগমেতে চাঁদা করিলেন এবং শহরে যে সরকারী এমারত আছে তাহাতে ঐ আশ্রয়হীন ব্যক্তিরদিগকে স্থানদান করিলেন এবং শহরস্থ যত লোকের বাড়ীঘর পতিত হইয়াছিল প্রত্যেক লোকের বিভবের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাহারদের নিকটে গিয়া উপকারার্থ চাঁদার দ্বারা সংগৃহীত টাকা তাহারদিগকে বিতরণ করিলেন। ইত্যাদিরূপ অশুভ সময় উপস্থিত হইলেই তিনি লোকেরদের এতদ্রূপ উপকার্য্য কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার নিজ-পরিবারের মধ্যে তত্তুল্য সচ্ছীলতা নিত্য প্রকাশ করিতেন।

জজ ও মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে হলন্‌বর সাহেব অনুপম ন্যায্য ও যথার্থ বিচার

করিতেন যদ্যপি তাঁহার কখন যৎকিঞ্চিৎ পক্ষপাতিতা যে ছিল সে কেবল ধনি ও পরাক্রমি ব্যক্তিরদের প্রাতিকূল্যে দীন দরিদ্র লোকেরদের আনুকূল্যার্থই। কোন মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থ সত্যতা নিশ্চয়করণার্থ যে পর্য্যন্ত আয়াস পরিশ্রম করিতেন তাহা প্রায় অনির্ব্বচনীয়। যেহেতুক আদালতের বিশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত তাবৎ রুবকারী স্বহস্তেই লিখিতে হইত তাহার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত লিখিতে আলস্য ছিল না।

পরে শ্রীযুত স্বদেশে গমন করেন ১৮২৭ সালে নগরে প্রত্যাগত হইয়া ১৮২৮ সালে ক্রাপটিন সাহেবের মৃত্যুপর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক এই শহরের গবর্নরী পদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মহানুভবের পদে প্রবিষ্ট হইয়াও তাবল্লোকের মনোভিরাম হইলেন। এবং নিজ অপ্রকাশ্যরূপেই তিনি পরিবারের মধ্যে প্রায় বাস করিতেন এবং স্বীয় পরিবারের যৎপরোনাস্তি স্নেহপাত্র ছিলেন। যত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার আলাপ কুশল ছিল তাঁহারা অতিপ্রীতি প্রণয়েতেই বদ্ধ ছিলেন ফলতঃ তাঁহার নিকটে যত লোকের গমনাগমন ছিল তাঁহারদের কর্তৃক অন্তর্বাহে তুল্যরূপ অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক সম্মানিত ছিলেন।

( ১ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৭ শ্রাবণ ১২৪২ )

শ্রীরামপুরের বড় সাহেবের শুভাগমন।— গত শুক্রবাসরে শ্রীলশ্রীযুত কর্ণল রিলিং সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কীয় বাদশাহকর্তৃক শ্রীরামপুরের বড় সাহেবীপদে নিযুক্ত হন তিনি সাগর-হইতে যে বাষ্পীয় জাহাজ আরোহণে আগমন করেন ঐ জাহাজেই শ্রীরামপুরে পঁহুছিলেন এবং তৎসময়ে শ্রীরামপুরের তোপখানাহইতে যথারীতি সেলামী তোপ হইল। এই বড় সাহেব ভারতবর্ষীয় কার্য্যে বহুকালপর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়াছেন এবং ইহার পূর্ব্বে তৈলাঙ্গবাড়ের গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কীয় বাদশাহ এই বড় সাহেবকে বিশেষরূপ বিশ্বাসপাত্রের চিহ্নস্বরূপ দানিবোরোব উপাধি প্রদান এবং কর্ণলী পদেও নিযুক্ত করিয়াছেন।

( ২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫ )

শ্রীরামপুরের গবর্নর্।—শ্রীযুক্ত হেনসন সাহেব মহাপ্রতাপী শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কের বাদশাহ কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের গবরনরী পদে নিযুক্ত হইয়া গত বুধবারে কলিকাতা নগরে উত্তরণানন্তর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীরামপুর রাজধানীতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং অবতরণ সময়ে সম্ভ্রমসূচক সেলামী তোপ ধ্বনি হইল।

( ২৪ জুলাই ১৮৩৩। ১০ শ্রাবণ ১২৪০ )

সংপ্রতিকার রাজোপাধি প্রদান।—···শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব সংপ্রতি যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন কলিকাতা সম্বাদপত্রে তদ্বিষয়ক আন্দোলন

দেখিয়া আমারদের খেদ জন্মিল।…শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি যে অতিগুণ-প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হওনের পরেই যিনি প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন তাঁহার সন্তান তিনি অতএব এবম্বিধ সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রদানের অত্যুপযুক্ত পাত্রই বটেন। পক্ষান্তরে অস্মদাদির বক্তব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন দেবকে শ্রীলশ্রীযুতকর্তৃক যে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রীলশ্রীযুতের অত্যন্ত সদ্বিবেচনাই দৃষ্ট হইতেছে। যদ্যপি সতীবিষয়ক অথবা ভারতবর্ষীয় মঙ্গলসূচক অন্যান্য বিষয়ে রাজা গোপীমোহন দেবের সঙ্গে আমারদের সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকুক তথাপি আমরা সচ্ছন্দে কহিতে পারি যে তিনি কলিকাতার স্বদেশীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে যেমন মান্য তেমন অন্য ব্যক্তি দুর্লভ অতএব তাঁহাকে এই উপাধি প্রদত্ত হওয়াতে যেমন সাধারণের সন্তোষ অন্যান্যকে উপাধি প্রদানে তাদৃশ নহে।…

( ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০ )

দরবার।…[কুরিয়র পত্রহইতে নীত।] গত বৃহস্পতিবার বেলা এগার ঘটিকার সময়ে গবর্ণমেণ্ট হৌসে এক সাধারণ দরবার হইয়াছিল তৎকালে শ্রীশ্রীযুত যোদ্ধপরিচ্ছদধারণপূর্ব্বক স্বীয় মোছাহেব আর পারসী দপ্তরের সেক্রেটরী শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব এবং প্রাইবেট সেক্রেটরী শ্রীযুত পেকেন্‌হাম সাহেব সমভিব্যাহারি হইয়া দরবার প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলে অনেক চোবদার মোরছলবরদারপ্রভৃতি শ্রীশ্রীযুতের পশ্চাতে এক শ্রেণীবদ্ধপুরঃসর দণ্ডায়মান রহিল। গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর মর্য্যাদানুযায়ি সভাস্থদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসাকালীন যুবরাজ শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকটে আগমন করিলে রাজা স্বীয় প্রস্তুত এক পুস্তক অর্পণ করিবাতে শ্রীশ্রীযুত আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এক জন পারিষদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

এতদুপলক্ষে পশ্চাল্লিখিত ভদ্রলোকের খেলায়ৎ সিরোপা হইল।

শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুরকে সাত পার্চার খেলায়ৎ, জড়াও জিগা, সিরপেচ, মুক্তার মালা, ঢাল, তলওয়ার, প্রদত্ত হইল তৎকালে এক স্বর্ণের মিডিল রাজার জামার উপরিভাগে দোদুল্যমান দর্শন হইল। রাজা বাহাদুরের পুনরাগমন কালীন প্রায় ২৫ জন চোবদার সোটাবরদার বল্লমবরদার তৈনাতি ছিল আর চারি ঘোড়ার গাড়িতে এবঞ্চ দুই জন অশ্বারোহি সঙ্গে লইয়া স্বীয়াবাসে পুনরাগমন করিলেন।

শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব খেলায়ৎ ও তদঙ্গের তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।…

শ্রীশ্রীযুত আতর ও পান দিয়া গমন করিলেন।

( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩ )

সুপ্রিম কোর্ট।—গত শুক্রবার ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখে উক্ত আদালতের অনুজ্ঞাক্রমে

মাষ্টর সাহেবের রিপোর্টমতে এলিয়াট মাকনাটন সাহেব শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং প্রাপ্তাপ্রাপ্তবয়স্ক তদ্ভ্রাতৃগণের পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারণ রিসিবর অর্থাৎ তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং কোন পক্ষের বিন্যস্ত তালিকানুসারে স্বদ্ধ বহুমূল্য মণিমুক্তা হীরক ও স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি আভরণাদিতে বহুসংখ্যক বোধ হইতেছে এবং অনুমান হয় ঐ সকল দ্রব্য রাজবাটীর ভাণ্ডারে উক্ত সাহেবের সাবধানতায় থাকিবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ১ অক্টোবর ১৮৩৬। ১৭ আশ্বিন ১২৪৩ )

রিসিবর আফিস।—৺মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ইষ্টেটের তাবৎ স্থাবরবিষয় ইজারা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৩৬ সালের ১৬ সেপ্তম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্টের হুকুম-প্রমাণ শ্রীযুত এলিয়াট মাকনাটন সাহেব উপরিউক্ত মহারাজের তাবৎ ইষ্টেটের রিসিবর মোকরর হইয়া জমিদারীপ্রভৃতি ইজারা দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। অতএব সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৭ অক্তোবর শুক্রবার বেলা দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর আফিসে নীচের লিখিত জমিদারিদিগর চারি খণ্ড করিয়া ইজারা দেওয়া যাইবেক। ইজারার মিয়াদ ঐ সময়ে নিরূপিত হইবেক অতএব যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হন ঐ সময়ে রিসিবর আফিসে উপস্থিত হইবেন।

প্রথম খণ্ড। জিলা ত্রিপুরার পরগনা গঙ্গামণ্ডল ওগয়রহ।

দ্বিতীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশ পরগনার পরগনা মুড়গাছা পরগনা হেতেগড় মায়পানা রঘুনাথপুরের লাখেরাজ জমি এবং মহত্রাণ রাস্তা ইং বেহালা লাং কুলপি মৌজে পেনেটি আগড়পাড়া এবং ভবানীপুর মৌজে নাটাগোড় ও বাগান আগড়পাড়ার হাট ও জলকর ওগয়রহ।

তৃতীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশ পরগনার কিসমত বারবাকপুরের মায় গুদিমহল ও জিলা হুগলির বাজে শ্রীরামপুর কিসমত বাণসই স্বর্ণপাড়া মাহেন্দ্রপুর কিসমত বেণিপুর ওগয়রহ।

চতুর্থ খণ্ড। বরাহনগর ও দক্ষিণেশ্বর বাগান ও রাইয়তী মহল তালুক সুতালুটি ও বেঁশোহাটা হাটসুতালুটি চার্লসবাজার ওগয়রহ বাজার সুতালুটি সাহেবান বাগিচা সিতি জয়পুর সাতগাছি দক্ষিণরাড়ি বাগবাজার শ্যামবাজার জায়গা মায় জলকর বাগবাজার কুলিমহল ফ্রিচেলওয়ালা জায়গা ও চাঁদনির জায়গা ও ইটালি সিন্দুরেপটি যোড়াসাঁকো বৈঠকখানা মহল মনোহর মুখোপাধ্যায় মহল মাতা গোস্বামী কালীশঙ্কর নেউগি ওগয়রহ ও রাধাবাজার জায়গা রাণীওয়ালা বাটী যোড়াবাগান মহল গোপীবাগান মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বাগান হোগলকুড়ে মায় জলকর ওগয়রহ এবং মল্লিকের বাগ ওগয়রহ। রিসিবর আফিস ২৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৬।

( ২৭ মে ১৮৩৭। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ )

[ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ] সুপ্রিম কোর্ট। ষ্টেট ৺ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।—শ্রীমতী মহারাণী ও রাণীদিগের ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্‌ভ্রাতৃবর্গের এবঞ্চ ধর্ম্ম কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে ব্যয়বিষয়ে উক্ত আদালতের আজ্ঞানুসারে তথাকার মাষ্টর সাহেব রিপোর্ট করেন যে রাজবাটীর পরিবারের সাম্বৎসরিক ব্যয়নিমিত্ত ২৭ আগস্ত ১৮৩৬ সালাবধি প্রতিবর্ষে ৩১৫০০ টাকা প্রদত্ত হয়।

এই রিপোর্ট বর্ত্তমান ১৬ মে তারিখে শ্রীশ্রীযুত চিফ জুষ্টিস সাহেব দ্বারা গ্রাহ্য হয়।

উক্ত মাষ্টর সাহেব অন্য রিপোর্টের পাণ্ডুলেখ্যে ব্যক্ত করেন যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যয় কারণ প্রতিবৎসরে ৮০০০ টাকা উপযুক্ত বিধায়ে ষ্টেটের উপস্বত্ব হইতে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত হয়।

এই টাকা কোম্পানি বাহাদুরের প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিকটহইতে আনয়নার্থ উভয় পক্ষের উক্তিকার শ্রীযুত ডবলিউ এচ ডফ্‌ সাহেব ও শ্রীযুত টি সাণ্ডিস সাহেব এজেণ্ট রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

( ২৮ জুন ১৮৩৪। ১৫ আষাঢ় ১২৪১ )

লার্ড টেনমথ সাহেবের মৃত্যু।—ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত আসিয়ানামক জাহাজের দ্বারা লার্ড টেনমথ সাহেবের মৃত্যু সম্বাদ শুনা গেল। তিনি প্রথমতঃ বঙ্গভূমির সিবিল-সম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক ১৭৮৬ সালে সুপ্রিম কৌন্সেলে নিযুক্ত হইলেন এবং ১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কর্ম্মে ইস্তফা দিলে পর ঐ সাহেব সর জন সোর নামধারী হইয়া কলিকাতার গবর্নর্ জেনরলীপদে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ১৭৯৮ সালে তৎকর্ম্মে ইস্তফা দিলে লার্ড মার্নিংটন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন পরে ঐ লার্ড মার্নিংটন লার্ড মার্কুইস উএলেসলি নাম ধারণ করিলেন। অপর লার্ড টেনমথ সাহেব ত্র্যশীতিবর্ষবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন।

( ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ২৬ মাঘ ১২৪১ )

এতদ্দেশীয় লোকেরদের বৈঠক।—…গত ৩০ জানুআরি শুক্রবার হিন্দুকলেজে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দিগ্‌নিবাসি এতদ্দেশীয় অনেক২ মহাশয়েরদের এই অভিপ্রায়ে সমাগম হইল যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক অতিশীঘ্র ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করিবেন তন্নিমিত্ত কিরূপে শ্রীলশ্রীযুতকে তাঁহারদের খেদ জ্ঞাপন করিতে পারেন।

অপর ঐ সভাতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবেতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পোষকতাকরাতে শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব সভাপতি হইলেন।…

অপর শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত…এইরূপ উক্তি করিলেন…শ্রীলশ্রীযুতের রাজশাসনের

প্রথমকার যে কার্য্য আমারদের বিবেচনীয় সে এই যে তিনি এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র একেবারে মুক্ত করিলেন এবং ১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে যে অতিপ্রসিদ্ধ আইন ছিল তাহা একপ্রকার পণ্ড রাখিলেন। যন্ত্রালয় মুক্ত হওনেতে উপকার এই যে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণ লোক দেশে কোন্ স্থানে কি হইতেছে তাহা স্বচ্ছন্দে অবগত হইতে পারেন এবং দেশীয় লোকেরদের প্রকৃত অবস্থা ও ভাব জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা রাজা ও প্রজার মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস জন্মিতে পারে এবং অহিতাচারের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাও হইতে পারে। গত কএক বৎসরের মধ্যে যন্ত্রালয়ের দ্বারা বিদ্যাধ্যয়নের অনেক উপকার হইয়াছে এবং এতদ্দেশের মধ্যে হওয়া বহুতর অনিষ্ট ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে। এবং শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের আমলে যেমন মুদ্রাযন্ত্র নিত্য মুক্ত ছিল তেমন যদি বরাবর থাকে তবে অবশ্য তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের সুখ ও মঙ্গলের বৃদ্ধি হইবে।...

...শ্রীলশ্রীযুতের ভারতবর্ষহইতে কল্পিত প্রস্থানের বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের খেদজ্ঞাপক এবং শ্রীলশ্রীযুতের সমাদর ও তাঁহার চরিত্রবিষয়ক সম্ভ্রম ও তাঁহার রাজশাসনবিষয়ক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক উপযুক্ত এক আবেদনপত্র তাঁহাকে দেওয়া যায়। এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল পৌষ্টিকতা করিলেন এবং তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন। তৎপরে বাবু রসময় দত্তের হস্তে যে আবেদন পত্রের পাণ্ডুলেখ্য ছিল তাহা বৈঠকে পাঠ করিতে অনুমত হইয়া নীচে লিখিতব্য ঐ পত্র পাঠ করিলেন।

শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম কাবেণ্ডিস বেন্টীঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বরাবরেষু।

...এইক্ষণে আপনকার আমলে যে২ নিয়মেতে দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হিতাহিত লিপ্ত আছে তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে আপনি নিয়তই দেশীয় লোকের অবস্থার মঙ্গল ও তাহারদের ভাব চরিত্রের উন্নতিবিষয়ের পরমচেষ্ট ছিলেন। এবং সম্প্রতিকার পার্লিমেণ্টের আক্টের দ্বারা ধর্ম্ম বা জন্মভূমি বা কৌলিন্য বা শারীরিক বর্ণপ্রযুক্ত যে প্রতিবন্ধকতা তাহা রহিতহওনের পূর্ব্বেই আপনি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস ও লাভজনক পদ প্রদানেতে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারদের মহামহোচ্চপদের চেষ্টার পথ মুক্ত করিলেন এবং কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের বিচারে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে অনুমতি দিলেন এবং তদ্দ্বারা আপনি এতদ্দেশীয় ভূরি২ ব্যক্তিরদিগকে নূতন২ কার্য্যে নিযুক্ত ও নূতন২ বিষয়ের অধিকারি করিয়া যথার্থ ও মহানুভাবক ভাবসকল তাঁহারদের মনের মধ্যে বর্দ্ধিত করিলেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের যে অপমানক শারীরিক শাস্তিদেওন ব্যবহারের দ্বারা তাহারা অধমাবস্থায় পতিত ছিল এবং তাহাতে অতিভারি নূতন২ অনিষ্টবিষয় জন্মিত সেই ব্যবহার আপনি রদ করিয়াছেন এবং সরকারী কর্ম্মকারকেরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অতিযথার্থ বিবেচনীয় আচার ব্যবহার করেন এতদর্থ তাবৎ সরকারীকর্ম্মের মধ্যে আপনি অতিআঁটাআঁটিরূপ নূতন২ নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন এবং যে অন্যায়জনক ঘৃণ্যব্যবহারের দ্বারা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর অপমান ও অবিশ্বাস জন্মিত ঐ

ব্যবহারের প্রতি আপনি বিমুখ হইয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের উন্নতিবিষয়ে এবং বিদ্যানুশীলনের বৃদ্ধিবিষয়ে লোকেরা যাহা চেষ্টা করিয়াছেন তদ্বিষয়ের পোষকতা করিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহাতে স্বচ্ছন্দে শিষ্টালাপাদি হয় তদ্বিষয়ে অতিকৃতযত্ন হইয়াছেন। ইত্যাদি নানা কার্য্যের দ্বারা আপনকার হিতৈষিতা ও অতিবিবেচনার অভিপ্রায়ই দৃষ্ট হইতেছে।......

( ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ২৬ মাঘ ১২৪১ )

গত শনিবারে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় মহাজন ও ইউরোপীয়েরদের এক্সচেঞ্জঘরে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের এতদ্দেশহইতে গমননিমিত্ত নীচে লিখিতব্য এক আবেদনপত্র শ্রীলশ্রীযুতকে প্রদানকরণ স্থির হইল।

অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত আপনি স্বীয় অত্যুচ্চপদ পরিত্যাগ করিতে এবং যে দেশে প্রায় সপ্ত বৎসরাবধি রাজশাসন করিতেছেন সেই দেশ চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিতে যে কাল স্থির করিয়াছেন সে আগতপ্রায়। অতএব আমরা নীচে লিখিতব্য মহাজন ও এজেণ্ট ও দেশোৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যকারি ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়া বিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে আপনকার এতদ্দেশহইতে প্রস্থানকরণজন্য যে অনিষ্ট তাহাতে আমারদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে এবং আপনকার গমনের যে কারণ অস্বাস্থ্য তাহাতে আমারদের মহাদুঃখ হইয়াছে। এইক্ষণে আমরা যে সকল ব্যক্তির একপ্রকার প্রতিনিধি হইয়া আপনকার নিকটস্থ হইয়াছি তাঁহারদের পক্ষে আমারদের অতিকর্ত্তব্য যে এতদ্দেশের সাধারণ উন্নতির এবং দেশীয় অসংখ্যক প্রজারদের নীতি ও সাংসারিকবিষয়ের উপকারক বিশেষতঃ দেশীয় বাণিজ্য ও কৃষিসম্পর্কীয় উপায়বর্দ্ধক আপনকার নিষ্পত্তিকরা ও প্রস্তুতকরা নানা নিয়মের বিষয়ে আমরা আপনকার নিকটে পরমবাধ্যতা স্বীকার করি। আপনি যে সকল সুনিয়ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে আমরা অতিকৃতজ্ঞ আছি এবং যে২ সুনিয়ামক ব্যাপার নিষ্পত্তিকরণের ভার আপনকার পরপদস্থব্যক্তির প্রতি থাকিল। তদ্বিষয়ে যদ্যপি উত্তরকালে তাঁহার নিকটে আমারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে তথাপি ঐ সকল সুনিয়ামকগুণের কিয়দংশ অবশ্য আপনিই আদর্শের ন্যায় জন্মাইয়াছেন এবং রাজশাসনের যে ভাব আপনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই ঐ সুনিয়মের মূল ইহা আমরা বোধ করি।

নানা বিষয়ে আপনকার রাজশাসন পূর্ব্ব২ গবর্নর্ জেনরলেরদের অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন আছে। তাঁহারদের আমলে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকৌশল ও বহুতর ব্যয় ছিল। আপনার উপরে তাবদ্বিষয়ের দৃঢ়তা ও রক্ষা ও সুনিয়মকরণ ও রাজকোষের অপ্রতুলতা দূরকরণ ও অর্থের অতিদারুণ অনাটনের উপশমকরণ এবং অতিকঠিনরূপে পরিমিত ব্যয় ও খরচের লাঘবকরণের ভার পড়িয়াছে ইত্যাদি ভার যদ্যপি লঘুগণ্য তথাপি তাহা অত্যন্ত উপকারক ও সুকঠিন। আপনকার আমলে কলিকাতার বাণিজ্যকুঠীর অপূর্ব্বরূপে দুঃখ ঘটিয়াছে। ঐ অভদ্র সময় এইক্ষণে

অতীত হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি আমারদের বিস্মরণের বিষয় নহে যে ঐ অতিদুঃসময়ের আরম্ভে যখন সরকারের উপকারকরাতে দুর্ঘটনার উপশম সম্ভাবনা ছিল তখন আপনি অতিবদান্যতাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং দেশের মঙ্গলকরণার্থ অথবা দেশীয় উন্নতির শক্তি ব্যক্তকরণার্থ যে সকল উপায় নিষ্পন্ন বা কল্পিত হইয়াছিল তন্মধ্যে আপনার চেষ্টা আমরা আপনারদের অতিকৃতজ্ঞতাজনক স্বীকার করি।

কলোনিজেসিয়ন এবং এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরদের স্বচ্ছন্দে গমনাগমন ও অবাধে বসতবাসকরণ এবং ভূম্যাদি ক্রয়করণবিষয়ে আপনার যে মহানুভাবক অভিপ্রায় ছিল তাহাতে আমরা পরমোপকৃতি স্বীকার করি। এবং আমারদের এই নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের উন্নতিবিষয়ক ঐ মহোপায়ে আপনি সপক্ষ হইয়া তদ্বিষয়ক বিবেচনা করিতে সকলের সম্মুখে যে সাহসিক হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্তই এই দেশের মহোন্নতির ঐ উপায় হইয়াছে।

বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা এতদ্দেশের মধ্যে এবং বহিঃসমুদ্রে গমনাগমনের বিষয়ে আপনি অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও আঁটাআঁটিরূপে যে পৌষ্টিকতা করিলেন তাহাতে এই ফলোদয় হইল যে আপনকার কথাক্রমেই এইক্ষণে পার্লিমেণ্টে ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীযুত কর্ত্তা মহাশয়েরা তদ্বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন।

যে সন্ধি পত্রক্রমে সিন্ধুনদী ও তন্মধ্যবাহিনী নদী দিয়া গমনাগমনের পথ সাহসিক মহাজনেরদের প্রতি এইক্ষণে প্রথম বার যে মুক্ত হইয়াছে এবং ঐ নদীর তীরস্থ ভিন্নজাতীয় নানা রাজবর্গ স্ব২ ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া যে ঐ মহা কল্পনার সাহায্য করিতেছেন ইহা আপনারই গুণকার্য্য এমত বোধ করি এবং আমারদের নিতান্ত ভরসা আছে যে এই অঙ্কুর কাল ও সদুপায় জলসেচনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর বাণিজ্য ও বাণিজ্যমূলক সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে।

আমারদের ভরসা আছে যে আপনার অতিদূরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাস্থল এবং এতদ্রূপ রাজকরের অতি অসভ্য ও সেকাল্‌কার শৃঙ্খলহইতে তাবৎ ভারতবর্ষের আন্তরিক বাণিজ্য মুক্তহওনের বিষয়ে আপনি কল্পনা করিয়াছেন। এবং আমারদের প্রার্থনা যে আপনকার এই অতি হিতৈষার কল্পনা অতিশীঘ্র সম্পন্ন হয় এবং এতদ্দেশোৎপন্ন প্রধান দ্রব্য অর্থাৎ নীল মফঃসলহইতে কলিকাতায় আমদানীহওনের যে সুগম করিয়াছেন অতএব আপনার এতদ্রূপ সুযোগ কল্পের চিহ্ন দেখিয়া আমরা পরমবাধ্য হইলাম। এবং আপনকার আমলে কলিকাতায় ষ্টাম্পের মাস্থলের যে শৈথিল্য হইয়াছে তাহাতেও আমরা বাধ্য আছি। যে রূপে ঐ টাক্স বসান গিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত এবং আমারদের অন্তস্তেজি বাণিজ্যের অতি অনুচিত-রূপ ভার থাকনপ্রযুক্ত তাহা কলিকাতাবাসি লোকেরদের অতি ঘৃণ্য ছিল। এবং আমারদের মধ্যে নগরীয় উন্নতি এবং আমরা যে নিজে এক প্রকার রাজশাসনীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করি ইহাতে এবং আমারদের জন্মভূমিতে যে প্রকার সামাজিক নির্ব্বন্ধ আছে সেই প্রকার এতদ্দেশেও যে আপনি করিতে প্রবোধ জন্মাইয়াছেন ইহাতেও আমরা পরম সন্তুষ্ট আছি। এই সামাজিক

নির্ব্বন্ধের মধ্যে চেম্বর অফ কমর্স ও ট্রেড আসোসিএসন ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদিগকে জুষ্টীস অফ দি পিসী কর্ম্মে নিযুক্তকরণ এবং কনসলবেন্সী অর্থাৎ নগর রক্ষণাবেক্ষণের সুনিয়মকরণ এবং কলিকাতার অর্থ বিতরণীয় সমাজের পোষকতাকরণ এবং সঞ্চয়ার্থ বেঙ্ক স্থাপনকরণ এবং নগরীয় স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি চেষ্টাকরন এবং পূর্ব্ব অঞ্চলের ঝিলহইতে জলসেচনের দ্বারা অকর্ম্মণ্য ভূমিকে কর্ম্মণ্যকরণ এবং যে নূতন খাল এইক্ষণে অতি দৃঢ় সংক্রমের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে তদ্দারা কলিকাতা রাজধানী বেষ্টিতকরণ এবং ভাগীরথীর সঙ্গে সুন্দরবনের পথ সংলগ্নকরণ ইত্যাদি নানা ব্যাপারেতে আমরা মহাহৃষ্ট আছি। অপর আন্তরিক গমনাগমনীয় পথের আপনি যে সুগম করিয়াছেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। বিশেষতঃ দোয়াব অর্থাৎ অন্তর্বেদ দিয়া আপনি এক নূতন পথ করিয়াছেন এবং প্রধান বন্দর মীর্জাপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে অতিদৃঢ় অথচ মহোচ্চ এক রাস্তা করিয়াছেন এবং ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যে এক মহাখালকরণের দ্বারা অতিগ্রীষ্মকালে গমনাগমনের পথ মুক্তকরণের যে কল্প করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা দেখিতেছি যে আপনি এতদ্দেশের উন্নতি ও মঙ্গল বিষয়ে নিতান্ত চেষ্টিত আছেন। এবং আপনকার আমলের আরম্ভে সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে আপনি গমনাগমন করিতে ও পরামর্শ লইতে প্রস্তুত ছিলেন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং নিত্যই সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপাদি যে করিয়াছেন এবং আপনকার পূর্ব্বতন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মুদ্রাযন্ত্রালয়ের দ্বারা তাবৎ নিয়মের আন্দোলনকরণবিষয়ে যে অতিভীত ও প্রতিবন্ধক ছিলেন তাহাতে আপনি ভীত না হইয়া বরং প্রতি পোষকতা করিয়াছেন ইত্যাদি নানা বিষয়েতে আমারদের যে ভরসা জন্মিয়াছিল তাহা সফল হইয়াছে।

আমরা যে দেশে বাস করিতেছি সেই দেশের হিতার্থ আপনি যে সকল উপায় করিয়াছেন তাহার কতিপয় বিষয়ের বর্ণন করিলাম।...

( ১৭ আগষ্ট ১৮৩৯। ২ ভাদ্র ১২৪৬ )

লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। ইহার পূর্ব্বে উক্ত সাহেব পীড়িত হইয়া পারিস নগরে স্বাস্থ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে অতি বিলপনীয় ব্যাপার ঘটিল তাঁহার ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

( ১৩ জুন ১৮৩৫। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২ )

রাজা রাজনারায়ণ রায়।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে আমারদের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব আন্দুলনিবাসি রাজা রাজনারায়ণ রায়কে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

( ১৬ জুলাই ১৮৩৬ । ২ শ্রাবণ ১২৪৩ )

শুভজন্ম ।—আমরা পরমাপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১০ জুন শুক্রবার আন্দুলের ভূপত্যালয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের এক নবকুমার শুভজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই শুভবার্ত্তা বহুসংখ্যক তোপধ্বনিদ্বারা উক্ত রাজধানীতে সুপ্রকাশ করা গেল। পরে এই আনন্দজনক সম্বাদ শ্রবণে রাজবাটীস্থ এবং ভিন্নং গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। কথিত আছে যে তদবধি নিরন্তর রাজকোষহইতে বদান্যতা প্রকাশ দ্বারা দীন দরিদ্রগণকে সন্তোষিত করিতেছেন এবং ইদানীং ঐ কুমারের শুভজন্মোপলক্ষে উক্ত শ্রীমন্মহারাজ স্বীয় দলস্থ ও মহানগর কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানের ভিন্ন২ দলস্থ ভূরি২ লোকদিগকে সামাজিক দ্রব্য প্রদানার্থ পিত্তল নির্ম্মিত কলস ও স্থাল ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করত বৃহদ্দানারম্ভ করিয়াছেন তদ্দান মহোৎসবে প্রতিগ্রাহকগণ অত্যন্তাপ্যায়িত হইতেছেন।

( ২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬ )

শ্রীনাথ রায়ের মোকদ্দমা।—শ্রীনাথ রায়ের মোকদ্দমা বিষয়ে নীচে লিখিত বিবরণ আমরা নানা সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। বহুবাজার নিবাসি রামচাঁদ ঘটক ও চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি রামকৃষ্ণপুর গ্রাম নিবাসি তারাচাঁদ চাটুয্যে ইহাঁরা আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায়ের কর্ম্মকারক ১০ তারিখে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষ্য দিলেন যে ৯ তারিখে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের হুকুমক্রমে ভৈরবচন্দ্র চাটুয্যে ও কালীপ্রসাদ নন্দী ও বারকত সিংহ ও হর খানসামা ও শীতল সিংহ ও জগমোহন শ্রীনাথ রায়কে মারপিট করিয়া শুকেশের রাস্তার নিকটস্থ বাটী হইতে ধৃতকরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রহার করত আন্দুলের বাটীতে লইয়া গেল। এবং শ্রীনাথ রায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত উত্থান শক্তি রহিত হইয়া অচৈতন্য প্রায় ছিলেন তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে বসাইতে হইয়াছিল।

এইপ্রযুক্ত ঐ সকল ব্যক্তিরদিগকে গ্রেপ্তার করণার্থ এক পরওয়ানা বাহির হইল এই বিষয় আসামীরা অবগত হইয়া ১৭ জানুআরি তারিখে শীতল সিংহ ও জগমোহন ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া এই মোকদ্দমায় জওয়াব দেওনের বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০ টাকার তাইনে জামীন দিলেন এবং প্রত্যেক জন জামীনের জামীন দুই জনের প্রত্যেকে ২৫০ টাকা করিয়া জামীন দিতে হইল।

রাজা রাজনারায়ণ রায়ের শ্যালক কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং বৈদ্যনাথ দে সরকার ইহাঁরা আসামীর জামীন হইলেন।

( ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬ )

রাজা রাজনারায়ণ রায়।

২৭ জানুআরি সোমবার।

উক্ত আসামী অদ্য আটচমেণ্ট অনুসারে আদালতে হাজির হইলেন।······

আসামীর স্বকৃতিপত্রে এমত লিখিত ছিল যে শ্রীনাথ রায় বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে মুক্ত হইয়াছেন এবং তদবধি আমার জিম্মায় নাই। পক্ষান্তরে স্বকৃতিপত্রে এমত লিখিত ছিল যে শ্রীনাথ রায় আন্দুলের রাজার লোক সমূহেতে বেষ্টিত আছেন এমত অদ্য পূর্ব্বাহ্নে দৃষ্ট হইয়াছে।

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ১২ পৌষ ১২৪২ )

ইশতেহার।—খড়দহর শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের শালিখায় ঘুসড়ির বাগানের ভিতর এক দোতালা কুঠী ও পুষ্করিণী এবং ঐ কুঠীর রেয়ালের পশ্চিম গঙ্গাতীরের জায়গা ও ঘাট খালি আছে। যদি কাহার কুঠী ও জায়গাসকল ক্রেয়া লওনের আবশ্যক থাকে তবে খড়দহ কিম্বা কলিকাতার দরমাহাটায় ঐ বাবুর বাটীতে গেলে ভাড়ার ধার্য্য হইবেক। এবং চাণকের পূর্ব্ব নীলগঞ্জের নীলের কুঠী মায় ১৬ যোড়া হৌজ ও জলের হৌজ ৪ যোড়া ও পাকা বড়ী গুদাম মায় বৃহৎ এক পুষ্করিণী ও কমবেশ ২৫।২৬ হাজার টাকার লহনাসমেত ভাড়া দেওয়া যাইবেক···।

( ২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—····সংপ্রতি অবগত হইলাম যে শ্রীযুত আনরবল উইলিয়ম ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর ভারতবর্ষহইতে স্বদেশ গমন করিবেন ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকসকলে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাহা বর্ণনে বর্ণাভাব। অতএব শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর শ্রীলশ্রীযুত আনরবল কোম্পানি বাহাদুরের যেপর্য্যন্ত লভ্য ও এতদ্দেশীয় দীন দরিদ্র প্রজালোকের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি···।

১ দফা। যৎকালীন শ্রীযুক্ত ব্লণ্ট সাহেব জিলা জঙ্গলমহলের জজ মাজিস্ত্রেটীপদে নিযুক্ত ছিলেন তৎসময়ে দীন দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ নিজ খরচের দ্বারা তথায় এক মশাফিরখানা তৈয়ার করিয়া দিবাতে প্রতিদিবস হাজার দেড় হাজার দীন দরিদ্র লোক জমা হইলে তাহারদের নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী দিতেন। আর চোর ডাকাইতেরদের এমত শাসন করিয়াছেন যে মহাজন লোকসকল আপন২ ব্যবসায়ের জিনিসপত্র লইয়া এবং মশাফিরসকল নিরুদ্বেগে গমনাগমন ও প্রজালোকসকল সুখে কালযাপন করিতেছে।

২ দফা। যে সময় শ্রীযুক্ত ব্লণ্ট সাহেব বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং পশ্চিম প্রদেশের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টীপদে নিযুক্ত হইলেন তৎকালীন চোর ডাকাইতের এমত শাসন করিলেন যে তাহাতে প্রজাসকল নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল ও মহাজনসকল জিনিসপত্র লইয়া দেশ-ব্যাপিয়া কারবার করিতেছিল। কোন স্থানে কোন ব্যাঘাত হয় নাই আর যে২ জিলার মাজিস্ত্রেটলোক তদারকের গাফিলে ছিলেন তাঁহারদের মোনাসিব দমন করিলেন।

৩ দফা। যে সময়ে জিলা কটকের সকল বিষয়ের তদারকের ও কোর্ট সরকট ও কোর্ট আপীলের কমিশ্যনরীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তৎকালীন রেবিনিউ মোতালকের অনেক মহল

সরকারের খাসে ছিল। ঐ সকল মহল তদারক করিয়া এমতপ্রকার বন্দোবস্ত জমীদারলোকের সহিত করিলেন যে তাহাতে সরকারের অনেক টাকা লভ্য করিলেন এবং জমীদারলোকও তুষ্ট হইয়া বেওজরে মালগুজারি করিতে লাগিল। আর ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমাসকল বিনাপক্ষপাতিত্বে এমত ফয়সলা করিতে লাগিলেন যে তাহাতে সকলই ধন্যবাদ দিতেছে। অপর দীন দরিদ্র লোকের কারণ জলেশ্বরঅবধি শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্থানে২ দশ বারটা মশাফিরখানা তৈয়ার করাইয়া প্রতিদিবস নিজ খরচের দ্বারা খাদ্যসামগ্রী দিতে লাগিলেন। আর ৺ জগন্নাথদেবের দর্শনার্থ যে সকল দরিদ্র লোক যাইত তাহারদিগকে অসংখ্যক টাকা প্রদান করিতেন ইহাতে দরিদ্রলোকের কিপর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন সরকারের আরো কিপর্য্যন্ত কিফাত করিয়াছেন জিলা কটকে সালিয়ানা ছয় লক্ষ মোন পাঙ্গা লবণ পোক্তান হইত। শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেববাহাদুর তদারক করিয়া কটক জিলাকে দুই ভাগ করিলেন এক ভাগ কটক অপর ভাগ বালেশ্বর ইহাতে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন ঘোষাল লবণপোক্তানির বিষয়ে বড় বিজ্ঞবর তাঁহাকে দেওয়ানীতে মোকরর করিয়া স্থানে২ লবণচৌকী বসাইবাতে সালিয়ানা ১৬ লক্ষ মোন নিমক পোক্তান করাইয়া সরকারী গোলা শালিখায় চালান করিলেন। তৎকালীন এপ্রদেশে ১০০ মোন লবণ নীলামে ৫০০ টাকার হারে বিক্রয় হইয়াছে ইহাতে সাবেক পোক্তান ৬ লক্ষ মোন লবণ বাদে সালিয়ানা ১০ লক্ষ মোন লবণ বেশী পোক্তান হইয়া ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। তাহাতে সরকারের হর রকমে খরচ ১০ লক্ষ মোন লবণে ১০ লক্ষ টাকাবাদে ৪০ লক্ষ টাকা সালিয়ানা মুনাফা হইয়া ১৮২৪ সালঅবধি ১৮২৮ সালপর্য্যন্ত ৫ বৎসরে বেশী মুনাফা ২ কোটি টাকা সরকারের হইয়াছে। তৎপরে সদর বোর্ড রেবিনিউ ও সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি হইয়া ও আগ্রা রাজধানীর গবর্নরীপদে ধারণ করিয়া যেপ্রকার দক্ষতারূপে কর্ম্মের আঞ্জাম করিয়াছেন তাহা সকলে দেখিয়াছেন অতএব সকল কর্ম্মের বিজ্ঞ যে শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন ইহাতে প্রজালোকের মনঃপীড়া হয় কি না। অতএব মহাশয় দর্পণে এই পত্রখানিকে স্থান দিবেন এবং কলিকাতা গেজেট ও ইঙ্গলিসমেন ও বাঙ্গাল হরকরা এবং অন্যান্য ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা স্ব২ পত্রে স্থান দিয়া শ্রীযুক্ত আনরবল উলিয়ম ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর ও শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর করাইবেন যে শ্রীযুক্ত ব্লণ্ট সাহেব ভারতবর্ষে আর কিছুকাল থাকিয়া শ্রীলশ্রীযুক্ত আনরবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে ভারতবর্ষের তাবদ্বিষয় সুজ্ঞাত করিয়া প্রজালোকের ক্লেশ দূর করেন নিবেদন ইতি তাং ১৪ মার্চ। কস্যচিৎ দর্পণপাঠকস্য।

( ৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২ )

সর চালর্স মেটকাফ সাহেবের প্রতি আবেদনপত্র।—গত শুক্রবারে এতদ্দেশীয় ন্যূনাধিক দুই শত মহাশয়েরা টৌনহালে সমাগত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে আমারদের মধ্যে কএক জন মুচিখোলাতে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেবকে আবেদনপত্র প্রদান

করেন। ঐ পত্রের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহার উত্তর শ্রীযুক্ত পশ্চাৎ প্রেরণার্থ অঙ্গীকার করিলেন। ঐ আবেদন পত্র শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণকর্তৃক শ্রীযুক্তের সম্মুখে পঠিত হইল। ঐ পত্রে ২৪০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।

শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব বরাবরেষু।—

ন্যূনাধিক এক বৎসর হইল আগ্রার গবর্নরী পদ ধারণার্থ আপনকার শুভগমনোপলক্ষে কলিকাতা ও তদঞ্চস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা অনেক সম্ভ্রম ও স্নেহসূচক পত্র আপনাকে প্রদান করিলেন। সরকারী কার্য্যে আপনকার অতিনৈপুণ্যপ্রযুক্ত এবং হিন্দুস্থান দেশের সৌভাগ্য-প্রযুক্ত কএক মাসপর্য্যন্ত আপনি সর্ব্বাপেক্ষা উপরি পদস্থ হইয়া এইক্ষণে তাহা হইতে অবরোহণ করিলেন তথাপি ঐ অল্প কালের মধ্যে আপনকার এমত কীর্ত্তি হইয়াছে যে তাহাতে আপনকার নাম আমারদের সন্তান সন্ততিক্রমে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবে। অতিযথার্থ এক ব্যবস্থার দ্বারা আপনি তাবৎ ভারতবর্ষস্থ লোকেরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে উত্তরকালে আদালতের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিকেই সমান জ্ঞান করা যাইবে এবং কোন ব্যক্তি অপরাধী হইলে তাঁহার ধন বা উচ্চপদপ্রযুক্ত মার্জন হইবে না এবং অপরাধের দণ্ড ও ক্ষমা হইতে পারিবে না। তাবৎ রাজধানীর মধ্যে একই প্রকার টাকা চালায়নের দ্বারা আমারদের দেশ বিদেশীয় বাণিজ্যের সুগম ও উন্নতিহওনের সুযোগ হইয়াছে। বঙ্গদেশে পরমিট পঞ্চস্বরা চৌকী রহিত করাতে যে রাহাদারি মাসুলের দ্বারা দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিতেছিল সেই মাসুলের অতিজঘন্য দুঃখদ ব্যাপারসকল আপনার আমলে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যদ্যপি নিমকের এক চেটিয়া ব্যবসায় না রাখিলে সরকারী কার্য্যের খরচ যোগান ভার হয় তথাপি নীলামের দ্বারা নিমক বিক্রয় করিতে যে নানা ষড়যন্ত্র হইত এবং মহাজনেরদের হাতে এক চেটিয়ার ব্যাপার থাকাতে যে অশেষ ক্লেশ হইত তাহা মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া ক্ষুদ্রা বিক্রয়ের হুকুম দেওয়াতে উঠাইয়া দিয়াছেন। অপর আপনকার আমলের যে মুখ্য কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় থাকিবে তাহা এই যে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপার মুক্তকরণ। আপনিই প্রথমে ঐ ব্যাপার উত্তম নির্ব্বন্ধে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা আমারদের সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা লাভে উৎসাহ জন্মাইয়াছেন। আপনকার শাসনসময়ের মহাকীর্ত্তি এতদ্রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম ইহাতে সর্ব্বসাধারন লোকই আপনকার বাধ্য হইয়াছেন বিশেষতঃ আমার-দিগকে অতিবাধ্য করিয়াছেন যেহেতুক এইক্ষণে আমারদের যে বিষয় এবং উত্তরকালীন যে ভরসা আছে সে সকল ভারতবর্ষীয় ভূমিসম্পর্কীয়। যে বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা এই মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইল এবং যে পরমপরহিতৈষিতার দ্বারা এই সকল কল্প নির্ব্বাহ হইল তাহা স্বীকার না করিলে আমরা এই মহোপকারের অযোগ্য হইতাম। আমরা আরো ইহা স্মরণ করি যে এই দেশব্যতিরেকে আপনার অন্য কোন দেশ নাই এমত জ্ঞানেই আমারদের মধ্যে বহুকালাবধি বাস করিয়া আপনি অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন এবং আপনকার পদোপলক্ষে যে অর্থ প্রাপ্তি হয় তাহা এমত বদান্যতাপূর্ব্বক বিতরণ করিয়াছেন যে ঐ সকল অর্থ কেবল

চতুর্দিকস্থ লোকেরদের তুষ্ট্যর্থই আপনকার হস্তগত হইয়াছিল এমত বোধ হইতেছে। এবং আমারদের দেশীয় রীতি ব্যবহারের বিষয়ে এমত সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছেন যে আপনি যে দেশ শাসনার্থ আসিয়াছেন ঐ দেশ নিজেরই এমত জ্ঞান না করিলে ঈদৃশ কার্য্য সকল হইত না। অতএব আমারদের হৃদয় এমত স্নেহেতে পরিপূর্ণ আছে যে আপনার কার্য্যের দ্বারা উত্তরকালীন গতিক বিষয়ে আমারদের যে অনুভব হইতেছে তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ যদ্যপি সরকারী কার্য্য গ্রহণ না করেন তথাপি আপনি যে স্থানে বাস করিবেন সেই স্থানেই আমারদের প্রার্থনা আপনকার অনুগামিনী হইবে। যদ্যপি আপনি দেশীয় কার্য্যের ভার পুনর্গ্রহণ করেন তবে আপনকার কার্য্য দৃষ্টে আমারদের উত্তরকাল বিলক্ষণ ভরসাই জন্মিবে। অতএব আপনি এইক্ষণে অন্যতর যে কল্পনা অবলম্বন করিবেন তাহাতে এই নিশ্চয়ই জানিবেন যে যে কোটি২ লোকের প্রতিনিধি হইয়া আমরা আপনকার নিকটস্থ হইয়াছি তাঁহারা আপনার বাধ্যতা ও স্নেহ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান করেন।—এতদ্দেশীয় কলিকাতা ও তদঞ্চস্থ ভূরিশো জনানাং।

( ৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩ )

গত ৬ ফেব্রুআরি তারিখে মৃত জান পামর সাহেবের সম্ভ্রমার্থে এবং তাঁহাকে চিরস্মরণ রাখিবার নিমিত্তে তাঁহার সুহৃদ অমাত্যবর্গ এতন্মহানগরের টৌনহালে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল বিটসন সাহেব সভাপতি হওনান্তর এই নির্দ্ধারিত হইল যে ৺প্রাপ্ত সাহেবের বন্ধুবর্গকর্ত্তৃক একটা চাঁদা হইয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কোন এক নির্দ্ধারিত স্থানে সংস্থাপন হয় এই কথা সভাস্থ সর্ব্বজনকর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে…। অবশেষে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় এবং কতিপয় মান্য ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অনুমত্যনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে একটা চাঁদা হইয়া মোং কলিকাতা কিম্বা ইহার অন্তঃপাতি কোন গ্রামে যে স্থানে দরিদ্র প্রজাগণ জলের নিমিত্তে অত্যন্ত কষ্ট পায় সেই স্থানে উক্ত সাহেবের পুণ্যে একটা পুষ্করিণী খনন হয় তাহাতে উক্ত বাবুরা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেকে সিক্কা ১০০ টাকার হিসাবে চাঁদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।…১৬ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৪৩ সাল। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মজুমদার।

( ১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩ )

শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব।—কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্রে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা বোধ হইতেছে যে কলিকাতা নগরস্থ এতদ্দেশীয় লোকের শিক্ষাবর্দ্ধক অথচ সর্ব্ব-হিতৈষী শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনোদ্যত হইয়াছেন।

( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩ )

…মৃত রাজা শিবচন্দ্র রায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী জয়মণি দাসী বধূরাণী ও শ্রীমতী শিবসুন্দরি বধূরাণী… ।

( ৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩ )

গত মঙ্গলবার সায়ংসময়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের রাত্রীয় তৃতীয় সমাজে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল তাহাতে সুদর্শনার্থ যে সকল বস্তু বিস্তারিত থাকে তন্মধ্যে অতিসুদৃশ্য দুই রৌপ্যময় গাড়ু ছিল তাহার এক গাড়ু… শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ে হামিল্টন কোংকর্তৃক নির্ম্মিত হয়।…গাড়ুর ওজন হাজার ভরির ন্যূন নহে……কারুকরী অতিবিস্ময়নীয় তাহাতে এতদ্দেশীয় কারিকরেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। ঐ উভয় মহা তৈজসই আগামি ঘোড় দৌড়ে পুরস্কারার্থ প্রদত্ত হইবে।…

( ২৪ জুন ১৮৩৭। ১২ আষাঢ় ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—জিলা চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি আনওয়ারপুর পরগনার মধ্যে মোং বারাসত নিবাসি ৺ রায় দেওয়ান রামসুন্দর মিত্রনামক এক ব্যক্তি অতিবড় ভাগ্যবন্ত দয়াশীল ধার্ম্মিক ছিলেন। সন ১২২৬ সালের মাহ শ্রাবণে উত্তরাধিকারী দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হইলে ঐ দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রায় নীলমণি মিত্র কনিষ্ঠ রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্র উভয়ে ঐক্যতায় কালযাপন করিয়া সন ১২৩৯ সালের ১০ বৈশাখে ঐ নীলমণি মিত্র আপন পুত্র রায় রসিকলাল মিত্রকে রাখিয়া পরলোকগত হইলে রসিকলাল মিত্র পিতার বিষয় সকল রীতিমত পিতৃব্যের সহিত ভোগদখল করিয়া আপন এক অবীরা স্ত্রী শ্রীমতী মতিসুন্দরী দাসীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ৺ প্রাপ্ত হইলে পর ঐ অবীরা স্বামির যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া ঐ বারাসতের বাটীতে পীড়িতা হইলে স্বামির পিতৃব্য আপন সৌভাগ্য জ্ঞানে চিকিৎসার বৈপরীত্যকরণোদ্যোগী হওয়াতে ৺ ইচ্ছায় ঐ অবীরার পিতা কলিকাতার গরণহাটানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় বসুজ প্রতিপালকবর মহাশয় ঐ ভবনে কন্যার সন্নিধানে গিয়া তথাকার ধর্ম্মকর্ম্ম মর্ম্ম বুঝিয়া ঐ কন্যাকে স্বভবনে আনিয়া যথোচিত চিকিৎসার দ্বারা সুস্থা করিয়া ঐ অবীরার স্থাবরাদি বস্তুসকল রক্ষণাবেক্ষণ করণাশয়ে সদর দেওয়ানী ইত্যাদির বিচারকর্ত্তারদিগের অনুমতিতে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার জামীন দিয়া অছি মোকরর হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।… কস্যচিৎ শ্রীউমেশচন্দ্র বসোঃ।

( ৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪ )

যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী ফরিয়াদী ও মৃত লাডলিমোহন ঠাকুরের পুত্র

অথচ উত্তরাধিকারী ও উইলের টর্নি শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী সেই মোকদ্দমায় গত ২৫ মার্চ তারিখে সুপ্রিম কোর্টে যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রীর হুকুমক্রমে মৃত লাডলিমোহন ঠাকুরের মহাজনেরদিগকে এবং যাঁহারা তাঁহার সম্পত্তি দানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারেন তাঁহারদের প্রতি হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উপরিউক্ত কোর্টে শ্রীযুত মাষ্টর সাহেবের আপীসে তাঁহার সমক্ষে আগামি অক্তোবর মাসের ১ তারিখে বা তাহার পূর্ব্ব কোন তারিখে হাজির হইয়া আপন২ কর্জ বাবত পাওনা ও দানদ্বারা পাওনাবিষয় সাব্যস্ত করেন তাহা না করিলে উপরিউক্ত হুকুমের দ্বারা যে উপকার হইত তাহা হইবে না।

মাষ্টর আপীস ১ জুন ১৮৩৭

( ১৪ অক্টোবর ১৮৩৭। ২৯ আশ্বিন ১২৪৪ )

[ কোন পত্রপ্রেরকহইতে। ]

দরবার।—গত ৪ অক্তোবর তারিখে বেলা ৪ ঘণ্টার সময় গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীল-শ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা এক দরবার হয়। যৎকালীন শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের এবং স্বীয় সেক্রেটরী অর্থাৎ শ্রীযুত মাকনাটন সাহেব ও শ্রীযুত কালবিন সাহেব এবং অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে এক বিশেষাগারে আগমন করিলেন তৎসমকালে শ্রীযুত নওয়াব তহব্বর জঙ্গ বাহাদুর ও শ্রীযুত নওয়াব হোসাম জঙ্গ বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর স্ব২ পদানুসারে যথাক্রমে মর্য্যাদাপুরঃসরে শ্রীশ্রীযুতের সমীপোস্থিত হইয়া সাদরে গৃহীতানান্তর আতর ও পান প্রাপণে বিদায় হইলেন।

অপর রাজোপাধিনিমিত্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর খেলায়াৎদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন।

শ্রীশ্রীযুত দরবারগৃহে পদার্পণমাত্র তৎসম্মুখবর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণ সরাজপতাকা এবং বাদ্যদ্বারা অভিবাদন করিল পরে ভিন্ন২ রাজার উক্তিকার ও অন্যান্য মান্য জনগণ রীতিমত সাক্ষাদনন্তর এবঞ্চ কেহ২ খেলায়ৎ প্রাপ্ত হইলে দরবার ভঙ্গ হয়।...

( ২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—শ্রীযুত বাবু কুমার সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর সংপ্রতি ডাকের দ্বারা কাশীধামে গমন করিয়াছেন তাঁহার পত্র এবং ঐ ধামস্থ তদীয় মিত্রবর্গের পত্রদ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অতি প্রশংসনীয় কর্ম্ম বিশেষতঃ তদ্দেশীয় রাজা ও অন্যান্য মান্য মহাবংশ প্রভৃতেরদিগকে খেলাৎপ্রভৃতি দান করিয়াছেন ইহা শুনিয়া আমার অত্যন্তাহ্লাদ জন্মিয়াছে আপনকারও তদ্রূপ জন্মিবে বোধে ঐ সকল খেলয়াৎ প্রাপ্ত ব্যক্তিরদের নাম প্রেরণ করিতেছি...। ৮ তারিখে শ্রীলশ্রীযুক্ত ঐ স্থানে এক দরবার করিলেন

তাহাতে এই সকল মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা এই সকল পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা উদিতনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাদুর ও জয়প্রকাশ সিংহের পৌত্র তাঁহার নাম জ্ঞাত নহি ও শ্রীযুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু হরিনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কুমার সিংহ ও শ্রীযুত রাজা পত্নীমল্ল ও শ্রীযুত কুমার উদিতপ্রকাশ সিংহ ও শ্রীযুত কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন।

এবং পশ্চাৎ লিখিতব্য মান্য মহাশয়রা লিখিতব্যমত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাদুর সপ্ত পার্চার খেলাৎ ও এক হস্তী ও এক অশ্ব ও এক পালকি এবং মুক্তার হার ও শিরপেঁচ কলগী এবং ঢাল তলবার।

বাবু জয়প্রকাশ সিংহের পৌত্র সপ্ত পার্চার খেলাৎ এবং ঢাল তলবার ও মুক্তাহার ও শিরপেঁচ কলগী। রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর সপ্ত পার্চার কলগী। ও মুক্তাময় হার ও এক পালকি। বাবু হরিনারায়ণ সিংহ সাত পার্চার খেলাৎ ও এক ঘোটক। বাবু কুমার সিংহ সাত পার্চার খেলাৎ ও গোসোয়ারা এবং এক যোড়া শাল। রাজা পত্নীমল্ল সাত পার্চার খেলাৎ ও মুক্তার হার ও শিরপেঁচ কলগী। কুমার উদিতপ্রকাশ সিংহ ছয় পার্চার খেলাৎ ও শিরপেঁচ কলগী।—ভূকৈলাস রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

( ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—আমার লিখিত পোলীসের কোন আমলার অন্যায় বিষয়ক পত্র যাহা দর্পণে অর্পিত হইয়াছিল ২ ডিসেম্বর তারিখের দর্পণে তাহার উত্তরাভাস প্রকাশ হইয়াছে ঐ আভাস লেখক উভয়পক্ষের কোন পক্ষীয় নহেন এই কথা লিখিয়া পূর্ব্বেই স্বীয় সততাজ্ঞাপন করিয়াছেন। এবং নাম স্বাক্ষর স্থলে আপনাকে যথার্থবাদী ব্যক্ত করেন কিন্তু তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে আমার প্রতি ঐ সততা ও নামানুরূপ কার্য্য করা হয় নাই যাহা হউক আমি এবিষয়ে তাঁহাকে অধিক বলিব না। কিন্তু যে দুই আইনের উল্লেখ করিয়া পোলীসের ঐ আমলার অব্যস্থিত শক্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকেরদের ভ্রম জন্মিতে পারে অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল।

পত্র প্রেরক লেখেন দারোগা বাবুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনুরূপ ব্যবহার করণের হুকুম কেবল এক আইনে নহে কিন্তু দুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালের ২০ আইনে আছে। সম্পাদক মহাশয় এস্থলে আমি খেদপূর্ব্বক বলি যদি পত্র প্রেরক উক্ত দুই আইনেতে দৃষ্টি করিতেন তবে কদাচ এরূপ লিখিতেন না। তিনি কাহার মুখে শুনিয়া কেবল আমাকে অপ্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আইনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আমি উক্ত দুই আইনের প্রতি প্রকরণ বিবেচনা করিয়াছি তাহাতে ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের মধ্যে অধিক চাকর রাখনিয়ার বা আগন্তুক লোকের প্রতি দারোগার কার্য্যের

নামোল্লেখ মাত্র নাই আর ১৮১৭ সালের ২০ আইনে যাহা লেখা আছে তাহাতেও দারোগা অধিক চাকর রাখনিয়াকে বা আগন্তুক ভদ্রলোককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে। তাহাকে এমত পরাক্রম প্রদত্ত হয় নাই বরঞ্চ ১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থাতে দারোগার প্রতি যে আজ্ঞা আছে আমি তাহা লিখিয়া দিতেছি এই আজ্ঞা দেখিয়া লেখক মহাশয় স্বীয় ভ্রম সংশোধন করুন।

১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থার ৩০ ধারার প্রথম প্রকরণে লেখেন। যদি কোন লোক অসাধারণ সংখ্যক অস্ত্রধারি সৈন্য প্রস্তুত করেন এবং নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ অথবা পুরাতন দুর্গ পরিষ্কার কিম্বা অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপযুক্ত বস্তু আহরণ আরম্ভ করেন তবে সরহদ্দের দারোগা নিয়ত এ বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিবেন।

ঐ ব্যবস্থার ৩১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে লেখেন বাদশাহের কার্য্যেতে কিম্বা সম্ভ্রান্ত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল বা মিলেটরী সম্পর্কীয় কার্য্যেতে নিযুক্ত নহেন এমত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি যদি দারোগার সীমাবচ্ছিন্নের মধ্যে বাসেচ্ছু হয়েন তবে ঐ দারোগা মাজিস্ত্রেট সাহেবের গোচর করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় পোলীসের কোন আমলা আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল পত্রপ্রেরক এই আইনের নাম লিখিয়া বলিয়াছেন তাহা যথার্থ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে আমার প্রতি তাহার যথার্থ ব্যবহার করা হইয়াছে কি না আপনি বিচার করিবেন। যথার্থবাদী নামধারি লেখক এবিষয়ে কেবল আমাকে দোষী কহিয়াছেন এমত নহে অতি সদ্বিচারক মাজিস্ত্রেট সাহেব যিনি সর্ব্বদা আইন দেখিয়া সাবধানপূর্ব্বক বিচার করেন তাঁহার প্রতিও বলিয়াছেন যে তিনি আইন দৃষ্টি না করিয়া ঐ আমলাকে ধমক দিয়াছেন। অতএব জ্ঞানি লোক সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন স্বয়ং আইন দৃষ্টি না করিয়া যিনি ঐ মহামহিমাস্পদ বিচার কর্ত্তাকে ব্যবস্থানভিজ্ঞ বলেন তিনি কিরূপ নিন্দনীয় হয়েন।

পত্র প্রেরক প্রথমার্দ্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম শেষার্দ্ধের উত্তর এইক্ষণে লিখিব না কেননা তিনি স্বীয় নাম ধাম গোপন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়াছেন। যদি আমাকে কোন বিষয়ে দোষি করিতে পারেন তবে নাম ব্যক্ত করিয়া লিখিবেন তাহার পরে যেরূপ লেখা দেখিব আমিও তদনুরূপ ব্যবহার করিব। নতুবা তিনি লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া এক২ তুক্কা বলিবেন আমি রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে তাঁহাকে ধরিতে পারিব না তবে নিরর্থক বিবাদে কেবল আমার সময় নাশ ও মহাশয়কে বিরক্ত করা হইবে অতএব তাহা করিব না। কিন্তু অবশেষ পত্র প্রেরক মহাশয়কে একটি সমাচার দিতেছি তিনি যে দারোগাকে ভাবিয়া দোষ উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে গরীব কএকদিন হইল পদচ্যুত হইয়াছে অতএব এই সময়ে যদি পারেন তবে অগ্রে তাঁহার উপকারের পন্থা দেখুন। শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

( ৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌষ ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—আপনি গত শনিবারে আমার যে পত্র বর্দ্ধমানের দারোগার বিষয়ে শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের পত্রের উত্তর যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাষান্তর করিতে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে লিখিতেছেন যে গৌরীশঙ্কর কি ইহা অপহ্নব করিতে পারিবেন যে তাঁহার কোন এক মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দেওন কালে তিনি অপ্রতিভ হন নাই সে স্থানে মুনিবের না হইয়া মুনিব হইবেক অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর কি ইহা জ্ঞাত নহেন যে তাঁহার মুনিব কোন স্থানে সাক্ষ্য দেওনকালে অপ্রতিভ হন নাই দ্বিতীয় যে স্থানে উকীলের পরওয়ানা ভাষান্তর করিয়াছেন সে স্থানে পরওয়ানা না হইয়া অস্ত্র স্বরূপ উকীল লইয়া বর্দ্ধমানে গিয়াছেন কি না ইহা হইবেক ইহা নিবেদন মিতি। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।

( ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬ )

রাণী বসন্তকুমারী।—বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে শ্রীযুত হেজর সাহেব শ্রীমতী রাণী বসন্তকুমারীর পক্ষে উকীল স্বরূপ সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধমানের সিবিল ও সেসন জজের কএক হুকুম অন্যথা করণার্থ এক দরখাস্ত করিলেন বিশেষতঃ উক্ত রাণী শ্রীমতী রাণী কমলকুমারী ও প্রাণ বাবুর সঙ্গে এক মোকদ্দমা করিতেছেন। ঐ মোকদ্দমাতে অনেক সম্পত্তির দাওয়া আছে। গত জানুআরি মাসে তিনি প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে তৎপরে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া কহিলেন যে আমি প্রাণ বাবুর দ্বারা কারাবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় আছি অতএব প্রার্থনা করি যে আমার উকীল ও মোক্তারের সহিত স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারি। গত মার্চ মাসে শ্রীযুত ওয়াইট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আমাকে রাজবাটী হইতে গোলাবাটীতে থাকিতে অনুমতি হইল কিন্তু প্রাণবাবু ঐ বাটীর চতুর্দ্দিগ পদাতিকের দ্বারা বেষ্টন করিয়াছেন তাহাতে আমি সেই স্থানেও কএদির ন্যায় থাকিয়া ঐ বাবুকর্ত্তৃক অত্যন্ত অপমানিতা হইতেছি এবং যে স্থানে আমি বদ্ধপ্রায় আছি ঐ স্থান এমত কদর্য্য যে বর্দ্ধমানস্থ চিকিৎসক সাহেব আপনিই কহিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট কএদিরদিগকে যদি এমত স্থানে রাখিতেন তবে অবশ্য তাঁহারদের গ্লানি হইত এবং অনেক দিবস পর্য্যন্ত এমত স্থানে বাস করিলে কোন ব্যক্তিই প্রায় বাঁচিতে পারে না।

( ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ১৩ আশ্বিন ১২৪৬ )

মহারাণী বসন্তকুমারী।—সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব পরিশেষে উক্ত রাণীর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বিশেষতঃ গত শনিবার শ্রীযুত বেলি সাহেব রাণী কমল কুমারীর পক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে বর্দ্ধমানের মাজিস্ত্রেট সাহেব রাণী বসন্তকুমারীকে চৌকি দেওনার্থ কোন পেয়াদা বসান নাই কিন্তু তাঁহার রক্ষার্থে রাণী কমল কুমারীকে আপনার লোক দ্বারা চৌকি দেওনার্থ অনুমতি করিয়াছিলেন। আরো কহিলেন